বিদ্রোহিণী

আর্ট থিয়েটার পরিচালিত ষ্টার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত

প্রথমাভিনয়

শনিবার ১৯শে কার্ত্তিক ১৩৩৯, ইং ৫ই নভেম্বর ১৯৩২

শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

এক টাকা

প্রকাশক
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

প্রিন্টার শ্রীনরেন্দ্র নাথ কোঙার
ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট কলিকাতা

উৎসর্গ

নাট্যাচার্য্য

রসরাজ—স্বর্গীয় অমৃতলাল বসুর

পবিত্র

স্মৃতির উদ্দেশে !

১০ই অগ্রহায়ণ
১৩৩৯ } অপরেশ

নাট্যোল্লিখিত পাত্র-পাত্রীগণ

(দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা)

পুরুষ

রাজা		দক্ষিণ চীনের এক জনপদের রাজা
টিনিক্		
ধিনিক্	...	সভাসদ্‌গণ
পিনিক্		
টঙ্কু	...	রাজার আশ্রিত বেকার যুবক
লিংচু	...	নাগরিক
মদন		
বসন্ত		
হারীত	...	চার বন্ধু
তড়িৎ		
জিনি		
শ্যামের যুবরাজ	...	রাজার বন্ধুপুত্র

চিকিৎসকগণ, পরিচারকদ্বয়, প্রহরিদ্বয়, কাঠুরিয়া,
জেলে, ভিখারী, বালক, চাষা ইত্যাদি

স্ত্রী

নাসিন	...	রাজার জ্যেষ্ঠা কন্যা (বর্ত্তমান রাণী)
টুং টাং ঠুং	...	ঐ সহোদরাগণ
হাসিন	...	ঐ সহচরী
ঝাং	...	লিংচুর স্ত্রী

কাঠকুড়ানী, ফিরিওয়ালী, সহচরী, রঙ্গিনিগণ;
নারীবাহিনী ইত্যাদি

সংগঠনকারিগণ

শিক্ষক	শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
সুর-সংযোজকগণ	প্রোফেসর দেবকণ্ঠ বাগচী, শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদগোপাল মুখোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ দাস, সন্তোষকুমার দাস
হারমোনিয়ম বাদক	শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দাস
বংশীবাদক	" ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
সঙ্গতী	" সতীশচন্দ্র বসাক
নৃত্য-শিক্ষক	" ললিতমোহন গোস্বামী
মঞ্চশিল্পী	" পরেশচন্দ্র বসু (পটলবাবু)
স্মারক	" কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও
	" গোবর্দ্ধন পাল

প্রথম অভিনয় রাত্রির পাত্রপাত্রী

জিমি	শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র ঘোষ
মদন	" জীবনকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
বসন্ত	" ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়
হারীত	" তুলসীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
তড়িৎ	" সুরেন্দ্রনাথ রায়
টঙ্কু	" মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
টিনিক	" শরৎচন্দ্র সুর
ধিনিক	" বিভূতিভূষণ চৌধুরী
পিনিক	" তুলসীচরণ চক্রবর্ত্তী
রাজা	" ননীগোপাল মল্লিক
শ্যামের যুবরাজ	" অতুলকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়

লিংচু ও চাষা	”	আশুতোষ বসু (এমেচার)
১ম চিকিৎসক	”	প্রবোধচন্দ্র দত্ত
২য় চিকিৎসক	”	গগনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (পরে) কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩য় চিকিৎসক ও ১ম প্রহরী	”	শৈলেশনাথ চট্টোপাধ্যায়
কালা	”	যতীন্দ্রনাথ দাস
তোৎলা	”	সত্যেন্দ্রনাথ সর্ব্বাধিকারী
২য় প্রহরী ও জেলে	”	জ্যোৎকুমার মুখোপাধ্যায়
কাঠুরিয়া	”	ললিতমোহন গোস্বামী
ভিখারী	”	সুধীরকুমার সরকার
নার্গিন		শ্রীমতী সরস্বতী
হাসিন		শ্রীমতী আঙ্গুরবালা
২য়া কন্যা (টুং)	”	সুশীলাবালা
৩য়া কন্যা (টাং)	”	সুহাসিনী
৪র্থা কন্যা (ঠুং)	”	পদ্মাবতী
লিংচুর স্ত্রী (ঝাং)	”	শরৎকুমারী
ফিরীওয়ালী—	”	সুশীলাসুন্দরী
কাঠকুড়ানী ও সহচরী	”	সুবাসিনী
ছোট ছেলে—	”	তুষারবাসিনী

নারীবাহিনিগণ, রঙ্গিনিগণ—শ্রীমতী পদ্মাবতী, তারকদাসী, লক্ষ্মী, সুরমা, প্রিয়া, সত্যবালা, সুবাসিনী, চারুবালা, রাণীবালা, সুশীলা, প্রভা, মুকুল, অসিতবরণী, অন্নপূর্ণা ইত্যাদি।

বিদ্রোহিণী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[হাজার বছর আগেকার চীন দেশ। গহন বন—দূরে হিমালয় দেখা যাচ্ছে। সময়—সূর্য্য অস্ত যাওয়ার কিছু পূর্ব্বে]

যখন যবনিকা উঠ্‌লো তখন মঞ্চের উপর কেউ নেই; কেবল নেপথ্য থেকে চীনে বাজনা শুনা যাচ্ছে; কিছুক্ষণ পরে এই বাজনার সঙ্গে তাল রেখে একদল চীনের মেয়ে গান গাইতে গাইতে প্রবেশ ক'রলে। এই মেয়েদের পুরুষের মত শীকারের পোষাক,—পায়ে জুতা, হাতে ধনুক, পীঠে তূণ; এদের চুলছাঁটা, মাথায় একখানা ক'রে রুমাল বাঁধা, গায়ে কোন গহনা নেই।]

গান

ধন্য হইল পুণ্য দেশ, রমণী ধরিল রাজদণ্ড;
(এবার) বুঝিবে সকলে মহিমা নারীর, অমোঘ প্রতাপ অখণ্ড!
নহে আর করে কঙ্কণ কিঙ্কিণী,
মন্থর চরণে নূপুর রিণিঝিনি,
নহি লজ্জা-নম্র কুলবধূ আর, ধরেছি কোদণ্ড!

চ'লেছি সকলে—দলে দলে দলে,
কণ্টক কঙ্কর তৃণ পদে দ'লে,
বধিতে উন্মত্ত উদ্ধত সিংহে, ব্যাঘ্র বরাহ ভল্লুক প্রচণ্ড !
কেবা আছে বীর হবে আগুয়ান,
শীকারে রমণী করে অভিযান,
বিচলিত ভীত, শির করি নত, হের ফিরিছে পুরুষ পাষণ্ড !

[প্রস্থান।

(তিনজন সভাসদের প্রবেশ)

[এদের পীঠে লম্বা বেণী—দাড়ি গোঁফ কামানো, বয়স মাঝারি ;
এদের নাম যথাক্রমে—ঠিনিক্, ধিনিক্, পিনিক্]

১ম সভা। (বিরক্ত ভাবে) এই সব গালাগালিগুলো হজম ক'রতে হবে ?

৩য় সভা। একটা তো কিছু হজম ক'রতেই হবে—পেটে যখন অন্ন নেই।

২য় সভা। (বিরক্তি ভাবে) সেই সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত পিছনে পিছনে ফিরছি। আর কি পারা যায় ?

৩য় সভা। যায়—যখন চাকুরি !

১ম সভা। (বিরক্ত ভাবে) আবার সব চ'ল্লো কোথায় ?

৩য় সভা। গভীর বনে—শীকার খুঁজতে।

২য় সভা। আরো গভীর ! শেষে দাঁড়াবো কোথায় ?

১ম সভা। এটা না সেই জিনির বন ?

৩য় সভা। আগে ছিল।

২য় সভা। এখন ?

৩য় সভা। এখন জিনিরা তো আর বনে থাকে না।

২য় সভা। বল কি ? তাহ'লে থাকে কোথায় ?

৩য় সভা। লোকালয়ে।

২য় সভা। সত্যি? দেখেছো নাকি? কোথায় হে? লোকালয়ে কোথায় আস্তানা?

৩য় সভা। আস্তানা মানুষের মগজে।

২য় সভা। ওঃ—বুঝেছি, ঠাট্টা!

৩য় সভা। ডাহা সত্য! এই সব দেখে শুনে বুঝতে পারছো না?

১ম সভা। যা ব'লেছ! এই খ্যাখ না, কি সব উল্‌টো কাণ্ড! মার্‌বে বরা—হাতে ধনুক—মাথায় কপ্‌চানো চুল—কণ্ঠে সুর!

৩য় সভা। এইটুকুই তো মজা! যারা ম'র্‌বে—তারা খাবি খেতে খেতে দু'টো গান শুনেও প্রাণ ঠাণ্ডা ক'রতে পারবে।

১ম সভা। নিজেরা চুল কপ্‌চালে, আমাদের কিন্তু বেণী ঘুচ্‌লো না : নিয়ম ক'রলে, পুরুষদের বেণী রাখতেই হবে।

৩য় সভা। ওটা পাল্টা জবাব।

২য় সভা। শুধু তাই? নিয়ম হ'ল—আমাদের দাড়ি গোঁফ রাখবার জো নেই—কামাতেই হবে।

৩য় সভা। ওটা যে আত্মপ্রসাদ! এক পংক্তিতে করে নিলে!

২য় সভা। রাণী কোথায় লুকুলো?

৩য় সভা। এক বিদেশী রাজপুত্তুর নেজুড় ক'রে ঢুকেছেন সাম্‌নের বনে ভালুক মার্‌তে।

১ম সভা। ছেলেবেলা থেকেই বিদ্‌ঘুটে স্বভাব! ঘোড়ায় চড়ে—বাঘ মারে—ভালুক মারে।

৩য় সভা। রাজত্ব পেয়েছে—এবার আমাদের আর রাখ্‌বে না।

১ম সভা। রাজার মাথা খারাপ হ'য়েছে, নইলে মেয়েকে সিংহাসনে বসায়?

৩য় সভা। ছেলে নেই যে!—বংশের মধ্যে চার কন্যে।

২য় সভা। নিজেও তো—যতদিন বাঁচতো—রাজত্ব চালাতে পারতো? তা না ক'রে, শেষে কিনা মেয়েকে বসালে সিংহাসনে!

৩য় সভা। সাধে কি বসিয়েছে?—প্রাণের জ্বালায় বসিয়েছে।

২য় সভা। কি রকম?

৩য় সভা। চার মেয়েতে ষড়যন্ত্র ক'রেছিল—

১ম ও ২য় সভা। ষড়যন্ত্র?—

৩য় সভা। হ্যাঁ। মেয়েরা উপযুক্ত! সেনাপতি, মন্ত্রী, প্রধান প্রধান অমাত্য,—এদের সব ডেকে বুঝিয়ে দিলে, রাজার মাথা খারাপ হ'য়েছে, রাজা পাগল।

২য় সভা। পাগল! কই, তার লক্ষণ তো আমরা একদিনও দেখিনি?

৩য় সভা। তাতে কি? চার মেয়ে যখন দেখেছে, তখন সকলেরই দেখা হ'য়েছে!

২য় সভা। সেনাপতি, মন্ত্রী—এরা কোন কথা ব'ল্লে না?

৩য় সভা। না; সকলের বাক্যি হ'রে গেল! বড় বড় বদ্যি এলো, নাড়ী টিপ্‌লে, ব'ল্লে—বায়ু প্রবল! ওষুধের ভিয়েন ব'সে গেল। যত্ন কত! তেল, বড়ী, মালিশ, তাবিজ, পায়ে মল, গলায় ধুকধুকি! মন্ত্রী ব'ল্লে—কেয়াবাৎ! সেনাপতি ব'ল্লে—আলবাৎ! তার পরেই ব'স্‌লো অভিষেকের নহবৎ! রাজাকে আর হাঁ ক'রতে দিলে না।

১ম সভা। কাজটা কিন্তু একেবারে নতুন! আমাদের এ দেশের আইনে মেয়ে রাজা হবে—তা নেই।

৩য় সভা। এঁর আমল থেকেই হ'ল।

১ম সভা। আমাদের বাধা দেওয়া উচিত ছিল।

৩য় সভা। ও পক্ষ বলবান। রাজ্যশুদ্ধ মেয়েরা ঐ দিকে।

২য় সভা। মেয়েরা ? রাজ্যশুদ্ধ ? বল কি ! তাহ'লে আমাদের বাড়ীর—

৩য় সভা। খবর নিও—সব দরবারে নাম লেখাচ্ছে। কেউ লুকিয়ে, কেউ সদরে।

২য় সভা। তাহ'লে আমাদের বাড়ীর মেয়েরাও আমাদের সব পাগল সাব্যস্ত ক'রবে নাকি ?

৩য় সভা। সে এতদিন বাকী রেখেছে নাকি ?

১ম সভা। কি যে বল ?

৩য় সভা। আহা ! চট কেন ? মানুষের ব্যায়রাম ধ'রতে ওঁদের আর জোড়া নেই। যেদিনই আমরা বিয়ের প্রস্তাব ক'রে ঘটক পাঠাই, সেই দিনই ওঁরা বুঝে নেন যে, আমাদের মাথা খারাপ হ'তে সুরু হ'য়েছে। তারপরে যত দিন যায়, ততই ওঁদের কাছে আমাদের পাগলামো ধরা পড়ে। ওঁদের কাছে—আমাদের সদরটা পাগলা গারদ !

২য় সভা। এই যে রাণী নতুন নতুন নিয়ম ক'রছে,—এতে আমাদের মেয়েদেরও মত আছে ?

৩য় সভা। ওঁরা তো আর আমাদের মত সঙ্কীর্ণ নন্, এ বিষয়ে ওঁদের মতের অমিল বড় একটা হয় না।

১ম সভা। একটা গুজব র'টেছে—আইন ক'রে নাকি বিয়ে বন্ধ ক'রে দেবে ?

৩য় সভা। তাতে তোমার ভয় কি ?

১ম সভা। ছেলে মেয়েদের বিয়ে হবে না ?

৩য় সভা। প্রথমটা একটু বাধ-বাধ ঠেকবে, তারপর অভ্যাস হ'য়ে গেলে এ সব চিন্তাই আর মনে উঠবে না।

২য় সভা। উঠবে না ?

৩য় সভা। না। তারপর, দু'পুরুষ পর্য্যন্ত যদি টিকে থাকো, দেখ্‌বে নাতিগুলো জন্মাবে সব মেয়েমানুষ হ'য়ে।

২য় সভা। মেয়েমানুষ হ'য়ে ?

৩য় সভা। হ্যাঁ—অবয়বে নয়—অন্তরে।

[নেপথ্যে সৈন্য-কোলাহল]

নেপথ্যে। হুঁসিয়ার—হুঁসিয়ার ! হায় হায় কি সর্ব্বনাশ—কি সর্ব্বনাশ !

সভাসদগণ। তাইতো—কি হ'ল !

(শ্যামের যুবরাজ ও স-সঙ্গিনী রাণী নাসিনের প্রবেশ)

যুবরাজ। ঈশ্বর রক্ষা ক'রেছেন। আমার অস্ত্র ধরা আজ সার্থক ! দুরন্ত ভালুকের গ্রাস থেকে আপনার জীবন রক্ষা ক'রতে পেরেছি।

রাণী। কে আপনাকে আমার জীবন রক্ষা ক'রতে ব'লেছিলো ?

যুবরাজ। বলেন কি !—যখন দেখলেম আপনি বিপন্ন, আপনার তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'ল—

রাণী। লক্ষ্যভ্রষ্ট হোল'—না আমি নিজে ইচ্ছা ক'রে লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'লেম ?

যুবরাজ। (বিস্ময়ে) কিন্তু আমি তো তা বুঝিনি।

রাণী। তা বুঝবেন কেন ? আপনি যে পুরুষ ! আপনাদের জাত চিরদিনই আমাদের উপেক্ষার চক্ষে দেখে থাকেন কিনা ?

যুবরাজ। না, না, তা দেখবো কেন ? চিরদিনই আপনাদের সম্মানের চক্ষে দেখে থাকি। আর সম্মানের চক্ষে দেখি ব'লেই আমি নিজের জীবনকে তুচ্ছ ক'রে, ভালুকের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেম— শুধু আপনাকে রক্ষা ক'রতে। আপনার তীর ভালুকের গায়ে লাগলো না—লাগলো একটা গাছে। ভালুক আপনার দিকে

ছুটে আস্‌ছে, আমি আর থাকৃতে পারলেম না—তার সাম্‌নে এগিয়ে বল্লমের ঘায়ে তাকে ধরাশায়ী ক'রলেম।

রাণী। আপনি বল্লম না ছুড়্‌লে কি হ'ত ?

যুবরাজ। (বিস্ময়ে রাণীর মুখের দিকে চাইলেন)

৩য় সভা। (জনান্তিকে) আমাদের হাড় জুড়তো !

যুবরাজ। থাক্‌, সে মর্ম্মান্তিক কথায় আর প্রয়োজন নেই—যখন আপনার জীবন রক্ষা হ'য়েছে।

রাণী। দেখুন, এই রকম ক'রেই আপনারা আমাদের সর্ব্বনাশ ক'রেছেন। আপনি শেষ পর্য্যন্ত দেখলেন না কেন—আমি মর্‌তেম কি মর্‌তেম না ? আমারও হাতে বল্লম ছিল—কটীতে তরবারি। দেখ্‌ছেন আমার হাত ? এ হাত আত্মরক্ষায় অসমর্থ নয় !

যুবরাজ। (সহাস্যে) কিন্তু ও হাতের সঙ্গে কবিরা মৃণালেরই তুলনা দিয়ে থাকেন।

রাণী। কবিরাই আমাদের সর্ব্বনাশ ক'রেছেন সব চেয়ে বেশী। আমাদের মনের ওপর তাঁরা কলমের অস্ত্র চালিয়ে আমাদের নির্জ্জীব ক'রে রেখেছেন। আমাদের মুখ পদ্মের মত, আমাদের হাত মৃণালের মত, চোখ চকিত হরিণীর মত—

৩য় সভা। না হয় বড় জোর পুঁটীমাছের মত। তাও রুই কাত্‌লার মত নয়।

রাণী। এই ভাষার মোহিনী আমাদের ভুল্‌তে হবে। আমাদের অভিধান বদ্‌লাতে হবে—ব্যাকরণ বদ্‌লাতে হবে। কায়-মন-বাক্যের সংস্কার বদ্‌লাতে হবে।

৩য় সভা। কবিদের মুণ্ডপাত ক'রতে হবে।

যুবরাজ। তা ক'রবেন, তাতে কারো আপত্তি নেই। কিন্তু আপনার

... মুখ দেখে মনে হ'য়েছিলো আপনি ক্ষণেকের জন্য আত্মহারা হ'য়েছেন। আর মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব হ'লে আপনার চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যেতো কিনা সন্দেহ।

রাণী। না হয় মরেই যেতুম। তা হ'লে অন্ততঃ এ হীনতা তো সহ্য ক'রতে হ'ত না, যে—একজন পুরুষের দয়ায় আমি বেঁচে উঠলেম! আমি মরতেম—আমার আর তিন বোন বেঁচে থাকতো। আমার আদর্শে তারাই আমাদের সমাজকে ভেঙ্গে গ'ড়তো।

যুবরাজ। (স্বগত) এমন অকৃতজ্ঞ তো জীবনে কখনো দেখিনি। (প্রকাশ্যে) আমাকে মাপ ক'রবেন—আমি জানতেম না যে, আপনি গেলেও আপনার তিনটি বোন বর্ত্তমান থাকতেন! তা হ'লে আমাকে স্বীকার ক'রতেই হবে—যে কাজটা আমার বড়ই অন্যায় হ'য়েছে।

১ম সভা। অন্যায় হ'য়েছে।

২য় সভা। অত্যন্ত অন্যায় হ'য়েছে।

৩য় সভা। এ অন্যায় আর সহজে শোধরাবে না।

রাণী। দেখছেন—আমার পরিষদের সদস্যেরা কেমন উন্নতি লাভ ক'রেছেন?

যুবরাজ। তা বটে।—এঁরা ক্ষণজন্মা!

রাণী। এঁদের উন্নতি দেখেই আপনি বিস্মিত হ'চ্ছেন, কিন্তু এঁদের স্বামিনীদের অবস্থা যদি আপনি দেখেন, তা হ'লে বুঝবেন—কাল্পনিক স্বর্গ এ দেশে সত্যে পরিণত হ'য়েছে।

৩য় সভা। পুরানো স্বর্গকে ভেঙ্গে গ'ড়তে হবে—আমাদের এই স্বর্গের আদর্শে।

যুবরাজ। স্বর্গবাস আমার কিন্তু বেশী দিন সহ্য হবেনা। আপনার বাবা আমার বাবার বন্ধু। তিনি হঠাৎ পাগল হ'য়েছেন,—আপনি তাঁর সিংহাসনে বসেছেন, এই কথা শুনেই আমি এখানে এসেছিলেম তাঁকে দেখতে; আর—

রাণী। আর? (উপেক্ষার হাসি হেসে) যদি সম্ভব হয়—আমাকে বিবাহ ক'রতে—না?

যুবরাজ। আপনার বাবা সেই রকমই লিখেছিলেন বটে।

রাণী। ঐ রকম একটা কথা আমিও আমার বাবার কাছে শুনেছিলেম। বিবাহ ক'রবো আমি—আর তার সম্বন্ধ ক'রবেন বাবা, এই ঘটনা থেকেই প্রথমে ধরা পড়ে—তাঁর মাথা খারাপ হ'তে সুরু হ'য়েছে। দেশের পণ্ডিতেরাও আমার সঙ্গে এক মত হন।

৩য় সভা। তার পর ক্রমেই মহারাজের রোগের বৃদ্ধি।

রাণী। এখন তাঁর চিকিৎসা হ'চ্ছে। আপনি তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রতে চান—কালই তার ব্যবস্থা ক'রে দেবো।

যুবরাজ। ধন্যবাদ!

রাণী। আর আপনি শুনে বোধ হয় আশ্চর্য্য হবেন—আমি আমার রাজ্য থেকে বিবাহ প্রথাটাই তুলে দিচ্ছি।

যুবরাজ। বিবাহ তুলে দিচ্ছেন?

রাণী। হ্যাঁ। বিবাহ—একটা বন্ধন, একটা লৌকিক অনাচার। আমরা যা ক'রবো সবই হবে অলৌকিক।

যুবরাজ। (স্বগত) এখন বুঝতে পারছি—রাজার মাথা খারাপ হ'য়েছে কেন! আমারই সব কেমন গোলমাল হ'য়ে যাচ্ছে!

রাণী। চলুন রাত্তির হ'য়েছে, প্রাসাদে ফিরি। কিন্তু দেখুন, আজ আপনি ঐ ভালুকটাকে মেরে যেমন আমার অপমান ক'রেছেন,

তেমনি এ থেকে একটা উপকারও হ'ল। আপনার ব্যবহারে আজ আমি একটা সত্য দেখ্‌তে পেলেম।

যুবরাজ। কি?

রাণী। আপনার হাতে অস্ত্র ছিল ব'লেই না আপনি ভাল্লুক মেরে বাহাদুরি নিলেন। আমি নিয়ম ক'রলেম—আজ থেকে এ রাজ্যের পুরুষ আর অস্ত্র ধ'রতে পারবে না। অস্ত্র কেবল নারীরাই ব্যবহার ক'রবে।

১ম সভা। (জনান্তিকে) দেখ দেখি এ আবার কি বিপদ ঘটালে?

৩য় সভা। (জনান্তিকে) আহা-হা, চেপে যাওনা।

রাণী। দাম্ভিক পুরুষরা আমাদের ওপর অত্যাচার ক'রে আসছে, আমাদের দাসী ক'রে রেখেছে শুধু এই অস্ত্রের জোরে। আজ থেকে তার পাল্টা জবাব সুরু হোক। সভাসদগণ, আজ থেকে আপনাদের অস্ত্র রাখা নিষেধ। আপনাদের অস্ত্র আমার এই সঙ্গিনীদের দিন। আর, সঙ্গিনিগণ, তোমরা রাজ্য-মধ্যে প্রচার কর—আজকের দিন, এ রাজ্যের পুরুষজাতির নিরস্ত্রীকরণের স্মরণীয় উৎসবের দিন!

২য় সভা। (জনান্তিকে) বাপ পিতামহ—চোদ্দ-পুরুষের অস্ত্র ত্যাগ ক'রতে হবে?

৩য় সভা। আ—হা—হাঁ—উপায় কি? বুঝছো না কেন?

রাণী। আপনারা ইতস্ততঃ ক'রছেন কেন? যদি স্বেচ্ছায় না দেন, তা হ'লে—

৩য় সভা। তা হ'লে—আমি আগেই দিচ্ছি।

২য় সভা। এ বালাই গেলেই বাঁচি।

১ম সভা। (বিরক্তি সহকারে) এই নিন্।

[সভাসদগণ অস্ত্র খুলিয়া দিল, সঙ্গিনিগণ তাহা লইল]

যুবরাজ। আমি—প্রাণ থাকতে অস্ত্র ত্যাগ ক'রতে পারবো না।

রাণী। না না আপনি কেন? আপনি বিদেশী, আপনি এ নিয়মের অধীন ন'ন। (সভাসদগণকে দেখিয়ে) নিয়ম কেবল এই এঁদেরই জন্যে। আসুন, প্রাসাদে ফিরি।

[রাণী ও সঙ্গিনিগণের প্রস্থান।

১ম সভা। (যুবরাজের প্রতি) এর জন্যে কিন্তু আপনিই দায়ী।

যুবরাজ। আমি কি ক'রলুম মশায় ?

২য় সভা। খাচ্ছিল ভাল্লুকে, বীরত্ব দেখিয়ে এই সর্ব্বনাশ ক'রলেন। পুরুষ হ'য়ে অস্ত্র ধ'রতে পারবো না ?

৩য় সভা। লম্বা লম্বা নখ রাখলেই চলবে। বানর তো বনতেই হ'য়েছে। অস্ত্র ঝুলিয়েই বা করছিলুম কি ?

যুবরাজ। বড় মজার দেশ আপনাদের দেখছি, আছেন বেশ ! আপনাদের রাজাকে যে একবার দেখতে হবে ?

৩য় সভা। অদৃষ্টে থাকে দেখবেন—চলুন।

যুবরাজ। হাঃ—হাঃ—হাঃ—বিয়ে তু'লে দিতে চায় ! বলেন কি মশায় ?

৩য় সভা। মূলে হাভাত ক'চ্ছে ম'শায়।

২য় সভা। বলে সমাজ ভাঙ্গবো—

১ম সভা। লেখে—বিয়ে কুসংস্কার।

যুবরাজ। হাঃ—হাঃ—ভারিতো মজা ! দিন কতক থেকে গেলে হয় ! চলুন—চলুন— [সকলের প্রস্থান।

(অন্য দিক্ দিয়ে রাণীর প্রধানা সহচরী—হাসিনের প্রবেশ)

হাসিন। দূর ছাই অভ্যাস যে হয়না ! চোদ্দ পুরুষের পুরানো পড়া এক জন্মে ভুলি কি করে ? অভ্যাস কি সহজে হয় ? মেয়ে

মানুষ হ'য়ে জন্মেছি, কিন্তু ভালবাসতে পারবো না। আবার হাল আইনের খসড়া হ'চ্ছে—বিয়ে বন্ধ। সবাই চলে গেল, আমি একটু পাশ কাটিয়ে আছি। টঙ্কুটা গেল কোথায়? সেও তো এসেছিলো সঙ্গে। একবার চোখের দেখা দেখ্‌তে তো ক্ষতি নেই—ধরা না প'ড়লেই হোল'। ওমা—ওই যে আসছে। আমাকে কিন্তু গম্ভীর হ'তেই হবে—উপায় নেই।

(টঙ্কুর প্রবেশ)

টঙ্কু। (সোল্লাসে) এই যে! কেমন ধ'রেছি। সবাই চ'লে গেছে আর তুই বুঝি আট্‌কে আছিস্ আমার জন্যে—না?

হাসিন। (কথা না কয়ে গম্ভীর ভাবে বেড়াতে লাগ্‌ল)

টঙ্কু। হঁ্যারে, তোর হ'ল কি? বোবা হ'লি নাকি? ওরে, ওলো—ও রূপসি—ও সুন্দরি—

হাসিন। (ধমক দিয়ে) চোপ্!

টঙ্কু। ও বাবা! তোর হ'ল কি—চোখ রাঙ্গাস্ কেন? ও প্রেয়সি—

হাসিন। খবরদার!—

টঙ্কু। খবরদার! কেন—কি ক'রেছি আমি?

হাসিন। কোই হ্যায়? বাঁধ ইস্‌কো।

টঙ্কু। বাঁধবে কিরে?

হাসিন। ভাল চাস্‌তো পালা। নইলে তুইও মরবি, আমিও মরবো।

টঙ্কু। মরবো কেন?

হাসিন। নতুন রাণীর নতুন আইন হ'চ্ছে।

টঙ্কু। তোদের সঙ্গে কথা কইতেও পারবো না?

হাসিন। খুব পারবি।

টঙ্কু। সুন্দরীকে সুন্দরী ব'লতে পারবো না ?

হাসিন। সন্দেহ।

টঙ্কু। সন্দেহ ? তবে কি ব'লে ডাক্‌বো ?

হাসিন। কেন—নাম ধ'রে।

টঙ্কু। ভালবাসতে পারবো না ?

হাসিন। বাস্‌বি—বাস্‌বি। আমরা না বাসলেই হ'ল !

টঙ্কু। তোরা বাস্‌বিনি ?

হাসিন। নাঃ।

টঙ্কু। (মাথায় হাত দিয়ে ব'সে পড়লো) তা হ'লে বাঁচবো কি নিয়ে ?

হাসিন। সেই পথই তো দেখিয়ে দিচ্ছি।

গান

হাসিন।—ভুলে যাও ভালবাসা যদি বাঁচ্‌তে চাও।
টঙ্কু।—পায়ে ধরি কেন লো কাঁদাও ?
হাসিন।—নতুন আইন হ'য়েছে দেশে,
যাব কি ফাঁসি ভালবেসে শেষে ?
টঙ্কু।— ভাল কি আর বাসবিনা ?
হাসিন। না—না—না।
টঙ্কু।—আমি যদি বাসি ?
হাসিন।—ক্ষতি কি, ক্ষতি কি, আমি তো হব না দাসী !
টঙ্কু।—আমিই শুধু লিখ্‌বো দাস খত ?
হাসিন।—আমার তাতে নাইক অমত ;
টঙ্কু।—তুই মনে মনে বাস্‌বি ভাল ?
হাসিন।—আমার দায় !
টঙ্কু।—হায় হায়, কি নিয়ে থাক্‌বো তবে বল্ ?

হাসিন।—শুধু চোখের জল ;

টঙ্কু।—সে হবে একটানা স্রোত, বইবেনা তুফান !

হাসিন।—কিন্তু বাঁচবে প্রাণ ;—

টঙ্কু।—একবার আড়নয়নে চাও—মাথা খাও-

হাসিন।—দেখি কোথায় মোদের রাণী—পালাও—পালাও।

[হাসিনের প্রস্থান।

টঙ্কু। পালালো না কি ফাঁকি দিয়ে? হায়—হায়, ছেলেবেলা থেকে এত ভালবাসা, যৌবনেই উবে গেল? আগে আমায় না দেখ্‌লে কত খুঁজতো, দেখ্‌লে ফিক্ ক'রে হাসতো, ডেকে এনে গান শোনাত, আর যেই রাজকুমারী রাণী হ'ল—অম্‌নি সব উল্‌টে গেল? আইন ক'রে ভালবাসা তুলে দিলে? দোহাই ভালবাসার রাজা মদনদেব, তোমার নরম পুষ্পবাণ ছেঁড়ে একবার খর অগ্নিবাণ ধর। নতুন রাণীকে পুড়িয়ে ভস্ম ক'রে দাও বাবা ! নইলে আমি তো আর বাঁচিনে। এখন কি করি? এই অন্ধকারে আর যে তাকে দেখ্‌তেও পাচ্ছিনি,—দেখি কতদূরে গেল? তাইতো ! নাম ধ'রে ডাক্‌তে তো বারণ নেই। ডেকেই দেখি। হাসিন্—ও হাসিন্—

প্রতিধ্বনি। ও হাসিন্—

টঙ্কু। এ কি? আবার ডাকে কে? ও হাসিন্—

প্রতি। ও হাসিন্—

টঙ্কু। (সানন্দে) আরে বাঃ! হাসিন্—হাসিন্ ! কি মিষ্টি নামরে ! (চীৎকার করে) ওরে, আমি তোরে ভালবাসি—

প্রতি। ভালবাসি—

টঙ্কু। (অতি আনন্দে) তবে তো মেরে দিছি কেল্লা !

প্রতি। কেল্লা—

টঙ্কু। ফতে—

প্রতি ফতে—

টঙ্কু। তবে আর কে পায়? হাঃ—হাঃ—হাঃ—

প্রতি হাঃ—হাঃ—হাঃ—

[বেগে টঙ্কুর প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

গভীর বন—কাল রাত্রি

(চারজন যুবকের প্রবেশ)

[চারজনই রূপবান—সমবয়সী—পরিব্রাজকের বেশ। মাথায় পাগড়ী, কাঁধে কম্বল, গায়ে ভোট-কম্বলের আলখাল্লা। পায়ে—হরিণের চামড়ার পাহাড়ী জুতা। পীঠে—সতরঞ্জির থলে। হাতে—পাহাড়ে ওঠবার লম্বা লাঠি। কোমরে—তলোয়ার, টাঙ্গি প্রভৃতি অস্ত্র। কাঁধে—ধনুক, তুণ। চার জনের নাম,—মদন, বসন্ত, হারীত ও তড়িৎ। চারজনেরই বাড়ী—জম্বু দ্বীপে। হিমালয় অতিক্রম ক'রে দক্ষিণ চীনে এসে প'ড়েচে।]

মদন। সারাদিন খাওয়া হয়নি। পাহাড় ডিঙ্গিয়ে ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়লুম, একেবারে চীনের জঙ্গলে। কথা কবার শক্তি নেই। কতখানি রাত হ'ল? অন্ধকারে পথ চলা অসম্ভব। এখন উপায়?

বসন্ত। আমিও আর কথা কইতে পারছিনি ভাই! ক্ষিদের চাইতে দেখছি—ঘুমই এখন বড় বালাই। চোখ জড়িয়ে আসছে।

তড়িৎ। আমি তো এই গাছতলায় কম্বল মুড়ি দিলুম।

হারীত। ক্ষিদে? কাল দেখা যাবে। আমিও তোর পাশে জায়গা নিলুম।

মদন। (বসন্তের প্রতি) এরা দু'জনতো দিব্যি শুলো। এখন আমরা?

বসন্ত। আমারও চোখ জড়িয়ে আসছে।

মদন। তুইও শুবি না কি?

বসন্ত। তা আর বল্‌তে? যে ঘুম!

মদন। বেশ, তবে চারজনেই ঘুমুই আয়, তারপর শেষ রাত্তিরে চাঁনে ভালুক আমাদের চারজনকেই নস্যি ক'রে যাক্। কে কখন গেলুম —কেউ জানতেও পারবোনা।

বসন্ত। ওদের দু'জনের নাক ডাকছে! আমারও এই ডাক্‌লো।

মদন। ইয়ারকি নয়। সবাই যদি ঘুমুই, সত্যিই কি বাঘ ভালুকের পেটে যাব—এতদেশ ঘুরে এসে শেষ এই হিমালয় ডিঙ্গিয়ে?

বসন্ত। তবে একটা বন্দোবস্ত করে নে।

মদন। কি বন্দোবস্ত?

বসন্ত। ওদের দু'জনকে তুলি আয়। চারজনে মিলে বখরা ক'রে নেওয়া যাক্।

মদন। বখ্‌রা? বখরায় আমি নেই। শেষকালে কি বন্ধু-বিচ্ছেদ হবে? জানিস তো—আমাদের দেশে ও পাপ সয়না?

বসন্ত। আরে দূর! এ বখ্‌রা সইবে। হাজার বচ্ছর ধ'রে স'য়ে আসছে।

মদন। কিসের বখ্‌রা? মদের বুঝি?

বসন্ত। না, তাতেও প্যাঁচ, কম বেশী নিয়ে। এ ঘুমের বখ্‌রা।

মদন। তাতে রাজি আছি, তবে তোল্ ওদের।

বসন্ত। ওরে হারীত—

মদন। ওরে তড়িৎ—

[দু'জনের বিপর্য্যয় নাক ডাক্‌তে লাগ্‌লো]

মদন। হারীতটা তো দাঁড়িয়ে পাশ ফেরে—নাক ডাকবার বহর শুনেছিস ?

বসন্ত। তড়িৎও কম যায় না—ডিগবাজী খেয়ে পাশ ফেরে। নাক ডাকবার ধুম দেখছিস্ ?

[হারীত দাঁড়িয়ে ও তড়িৎ ডিগ্‌বাজী খেয়ে পাশ ফিরলে]

[মদন হারীতকে ও বসন্ত তড়িৎকে জড়িয়ে ধ'রলে]

মদন। ওরে আহাম্মোক, শুন্‌ছিস্ ?

বসন্ত। ওরে কুম্ভকর্ণ, কানে কথা পৌঁছুচ্চে ?

[হারীত ও তড়িৎ হাই তুল্‌লে]

হারীত। আঃ—কেন ব্যাজার করিস্ ?

তড়িৎ। আঃ—কেন দিক্ করিস্ ?

মদন। বাঘের পেটে যাবি ?

বসন্ত। না—ভালূকের ?

হারীত। এসেছে নাকি ?

তড়িৎ। তবে—

মদন। ওই শোন্—হালুম !

বসন্ত। ওই শোন্—বুরুর্‌র্‌ !

হারীত ও তড়িৎ। (ধড়মড়িয়ে উঠে চারদিক দেখে) যাঃ—ঠাট্টা !

তড়িৎ। তবে এই আবার জমী নিলুম।

হারীত। আমিও এই পাশ ফিরলুম।

[দু'জনে ফের শুয়ে প'ড়লো]

মদন। ওরে ঠাট্টা নয় শোন্! সমস্ত দিন না খেয়ে পাহাড় ভেঙ্গে সবাই আমরা ক্লান্ত হ'য়েছি। সবাই যদি এক সঙ্গে ঘুমুই, তাহ'লে বাঘ-ভাল্লুকের হাত থেকে রক্ষা ক'রবে কে?

হারীত ও তড়িৎ। তা হ'লে উপায়?

মদন। পালা ক'রে জাগি আয়। পহরে পহরে একজন ক'রে জাগি —আর তিনজন ক'রে ঘুমুই।

তড়িৎ। বেশ, রাজি, আমি কিন্তু শেষ পহরে পাহারা দেবো।

হারীত। আমি তৃতীয় পহর।

বসন্ত। তা হ'লে আমি দ্বিতীয় পহর।

মদন। আর আমিই বুঝি প্রথম?

হারীত। তুই যে ভাই আমাদের মধ্যে সব চেয়ে বড় কিনা?

তড়িৎ। সব চেয়ে সাহসী!

বসন্ত। দিগ্বিজয়ী মদন! ওঃ—অন্নপ্রাশনের সময় কী নামই রেখেছিল!

মদন। বেশ, তবে তোরা তিনজনে ঘুমো, প্রথম পহরে আমিই প্রহরী!

[মদন ব্যতীত সকলে শুলো]

মদন। প'ড়লো আর ম'লো—কারুর হুঁস নেই! ব'সে রাত কাটানো যাবেনা—ঢুলুনি আসবে। একটু পায়চারি করি। [বেড়াতে লাগ্‌লো] পৃথিবীটা যেন মরেছে—কারও সাড়া-শব্দ নেই! এমনি রোজই মরে আবার জাগে। আমরা মরিও না, জাগিও না—ভূত হ'য়ে আছি! একঘেয়ে জীবন! চালও নেই, চুলোও নেই—

ভবঘুরে হ'য়েই কাটিয়ে দিই। দেশও যা, বিদেশও তাই! বন আর বাড়ী দুইই সমান। কে জানে—এম্‌নি ক'রে ক'দ্দিন কাট্‌বে? নাঃ—চাকা আর ঘুরলো না! সব স্বপ্নেই রয়ে গেল। পা ভেঙ্গে আস্‌ছে।—এই গাছতলাটায় ঠেস্ দিয়ে একটু বসি।

[কোমর থেকে টাঙ্গি নিয়ে গাছতলায় ফেল্‌লে, অম্‌নি শব্দ হোল'—"ঠুন্" চম্‌কে উঠ্‌লো]

একি? ঠুং ক'রে শব্দ হোল' কি!—

[টাঙ্গি তুলে নিয়ে আবার সেখানে ফেল্‌লে, আবার তেম্‌নি শব্দ হোল' ঠুন]

বাঃ—আবার যে সেই শব্দ। নিশ্চয়ই এখানে কোন ধাতুর জিনিষ আছে। পাথর নয় তো—দেখ্‌তে হ'ল।

[কুড়ুল দিয়ে মাটী খুঁড়্‌তে খুঁড়্‌তে একটা ঘড়ার মুখ দেখা গেল]

তাইতো এটা কি? (হাত দিয়ে দেখে) এ যে একটা ঘড়ার মুখ। এই বনে—গাছতলায় মাটীর নীচে ঘড়া এলো কোথা থেকে?

[ফের মাটী খুঁড়্‌তে খুঁড়্‌তে ঘড়াটি সম্পূর্ণ বার করলে। সেটি তুলে]

ওঃ—এ যে বেজায় ভারী! তবে তো পাথর-চাপা নয়, পাতা-চাপা কপাল ফিরলো না কি? শুনেছি বনের মধ্যে যখের ধন এমনি কলসীর ভেতরেই থাকে। মুখটা আঁটা। এদের ডাক্‌বো না কি? নাঃ—আগে পরখ ক'রে দেখি। যদি—মার দিয়া কেল্লা হয়? [ঘড়া নেড়ে চেড়ে] বুঝতে পারছিনি। একটুও আওয়াজ হয়না—গলায় গলায় বোঝাই! টাকা আছে, না—মোহর? টাকাতেও সুবিধে হবে না, মোহরেও সুবিধে হবে না। যদি এক ঘড়া হীরে—চুণি পান্না থাকে? নাঃ—চুণি পান্নাও নয়—তার আর দাম

কি? খালি হীরে—বড় বড় হীরে—এক এক খানার ওজন পাকী পাঁচপো ক'রে?

[চেষ্টা ক'রে ঘড়ার মুখ খুলতেই কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া বার হ'তে লাগ্‌লো]

ওঃ বাবা! টাকাও নয়, মোহরও নয়—চুণি নয়, পান্না নয়, হীরের বদলে জীরেও নয়,—এ যে খালি ধোঁয়া! জন্মুতে বাড়ী!—উঠ্‌লো এক কলসী ছাই চাপা ধোঁয়া! বাবা, এ যে ফুরোয় না!

[সেই পুঞ্জীভূত ধোঁয়ার ভিতরে এক বিকটাকার জিনির আবির্ভাব হ'ল]

ওরে—বাবা! ধোঁয়া যে কপালগুণে জমাট বাঁধলো!—এ কি চেহারারে বাবা!—

[পিছনে হ'টে ভয়ে চোখ বুজে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো]

জিনি। ভয় নেই,—কাঁপ্‌ছো কেন? ভয় নেই; পায়ের ওপর ভর দিয়ে বীরের মতো দাঁড়াও, আমি তোমায় কুর্ণিস করি।

মদন। আবার যে কথা কয়? ধোঁয়া যে ছিল ভালো! এ ব্যাটা যে চীনে জিনি—এ তো আমাদের রাম নামে যাবেনা; চীনের রাম কে, তা'তো জানিনি। এঁ্যা, কপালে এই ছিলো—শেষকালে এই বনের মাঝে চীনে জিনিতে ঘাড় মট্‌কালে!

জিনি। কেন ভয় পাচ্ছো—চোখ চেয়ে ত্যাখো।

মদন। দেখ্‌তে রাজী আছি বাবা—চেহারা বদ্‌লাতে পারো?

জিনি। পারি, কিন্তু তার দরকার নেই। আমি একশো বছর ধোঁয়া হ'য়ে এই ঘড়ার ভেতরে ছিলাম।

মদন। তা'তো ছিলে, কিন্তু আমার মাথা খেতে ধোঁয়ায় অমন ত্রিভঙ্গ হাড় গজালো কি ক'রে বাবা?

জিনি। যৌবনে এক দানোর কাছে কিছু বিদ্যে শিখেছিলেম।

মদন। বাবা জিনি, তা হ'লে তোমাদেরও যৌবন আছে—গুরুম'শায় আছে? তা বিদ্যেটা কি ময়দানবের বংশের কারুর কাছে শিখেছিলে বাবা!

জিনি। ময়দানব কে জানিনা। বিদ্যে শিখেছিলুম—সাত সমুদ্দুর তের নদীর পার এক বুজরুক দানোর কাছে।

মদন। ভারি দানাদার বিদ্যে তো।

জিনি। সেই গুরুর কাছে শুনেছিলাম—হাজারো বছর পরে সভ্যদেশে এই বিদ্যের নাম হবে—বিজ্ঞান।

মদন। ও বাবা, শুনেই যে আমি অজ্ঞান হ'য়ে যাচ্ছি!

জিনি। এই বিদ্যার জোরে ধোঁয়া হয়েছিলাম। আবার এরই জোরে আগেকার মতো আকার নিয়েছি।

মদন। তা—আকারটা দয়া ক'রে আমার সাম্‌নে না নিলেই পারতে বাবা? হ্যাঁ বাবা জিনি—একটা কথা জানবার যে বড্ড ইচ্ছে হচ্ছে, জিজ্ঞাসা ক'রবো?—

জিনি। কি বল?

মদন। এই ঘড়ার ভেতরে ধোঁয়া হ'য়ে থাক্‌বার বিদঘুটে সখ কেন হ'য়েছিলো বাবা?

জিনি। সখ ক'রে হইনি। এ বিদ্যা একলা শিখে তৃপ্তি পাইনি। নিজের স্ত্রীকেও শিখিয়েছিলাম।

মদন। স্ত্রীও ছিলেন! তার পর?

জিনি। কি করে ধোঁয়া হ'য়ে ঘড়ার ভেতর ঢোকা যায়, তাকে শেখাতে গিয়ে যেমন ঢুকেছি, অমনি সে ঘড়ার মুখ বন্ধ ক'রে আমাকে পুতে ফেলে।

মদন। বল কি ?

জিনি। আর বলকি !

মদন। তা বাবা, এমন দানাদার বিদ্যে শিখেছিলে—কিন্তু ঘড়া ফাটাবার বিদ্যেটা আর শিখতে পারনি ? তা হ'লে তো আর ঘড়ার গর্ভে থাকতে হোতনা—বেরিয়ে প'ড়তে পারতে ?

জিনি। সেইটুকুই খুঁৎ ছিল। আর, ঘড়ার ভেতর ঢোকবার আগে তো স্ত্রীকে কখনো অবিশ্বাস করিনি। কিন্তু থাক্ সে সব অনেক-দিনের কথা। তুমি আমায় উদ্ধার ক'রেছ, আমি তোমার কিছু উপকার ক'রতে চাই। তুমি চোখ চাও।

মদন। (স্বগত) চোখই চাই। বুজে থাকলেইবা রেহাই কই ? এ তো বিদ্যেশূন্য জিনি নয়, পণ্ডিত জিনি, ঘাড় না মট্‌কালেও পারে। (চোখ চেয়ে) বাবা জিনি, তোমাদের জাতের কুর্ণিস তো জানিনি, তোমায় কি ক'রবো ?

জিনি। কিছু ক'রতে হবেনা—কেবল বল—তুমি কি চাও ?

মদন। উপস্থিত বাঁচতে চাই বাবা !

জিনি। বেঁচে তো আছই। তা ছাড়া কি চাও ? যা চাইবে, তোমাকে তাই দেবো—তুমি আমায় উদ্ধার ক'রেছ।

মদন। (সোল্লাসে) হ্যাঁ বাবা জিনি, ঠাট্টা ক'রছোনা ত ?

জিনি। আমরা জিনি, তোমাদের মতো ঠাট্টা জানিনা।

মদন। (স্বগত) তা চেহারা দেখেই বুঝতে পারছি। (প্রকাশ্যে) যা চাব—তাই দেবে ?

জিনি। দেব।

মদন। (স্বগত) বটে ? তা হ'লে কি চাই ? অনেক রকম যে এক সঙ্গে চাইতে ইচ্ছা ক'রছে। কোন্‌টা চাই—ক'টাইবা চাই ?

(প্রকাশ্যে) হ্যাঁ বাবা জিনি, একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'রবো— রাগ ক'রবে না ?

জিনি। না।

মদন। দয়া ক'রে চাইতে তো বল্‌লে, কিন্তু ক'বার চাইবো, তাতো ব'ললে না ?

জিনি। চাইবে একবার।

মদন। (স্বগত) মোটে একবার! এই ফেল্‌লে ফ্যাসাদে! একবার কি এমন চাইবো—যাতে সব দুঃখ ঘুচবে ? টাকা চাইবো ? নাঃ! টাকা তো ডাকাতে কেড়ে নিতে পারে। আর এই বনের মধ্যে টাকা নিয়েইবা ক'রবো কি ? রাজ্য চাইবো ?—নাঃ, তাও মনে নিচ্ছেনা। রাজ্য—বলবান শত্রু গালে চড় মেরে কেড়ে নেবে। সুন্দরী রমণী চাইবো ? তিন-তিনজন সঙ্গী ঘুমুচ্ছে, প্রাণের বন্ধু, শেষকালে সুন্দরী রমণী নিয়ে কি বন্ধু বিচ্ছেদ ঘটাবো ? তিনজনে যদি এক সঙ্গে চেপে ধরে, একা রক্ষা ক'রতেও পারবোনা, লাভের মধ্যে প্রাণটাই যাবে। যাবে কি ? ধর—ও গিয়েই আছে! নাঃ— ওতে সুবিধে হবে না। একা হ'লে দেখা যেতো। তবে কি চাই ? ব্যাটা জিনি আচ্ছা মুস্কিলে ফেলেছে! কি চাই—কি চাই ?

জিনি। কি—দেরী ক'রছো কেন ? অনেকদিন পরে পৃথিবীর বাতাস আমার গায়ে লেগেছে, আমি আর এক জায়গায় থাকতে পারছিনা। আমায় ঠিক ক'রে বল—কি চাও ?

মদন। এই চাইছি বাবা—একটু সবুর কর। (স্বগত) কি চাই ? (প্রকাশ্যে) এই চাই—এই চাই—

জিনি। বল ?

মদন। অমন ক'রে ধমক দিওনা বাবা, একে চাইতে গিয়ে মাথা

গুলিয়ে যাচ্ছে—তার ওপর ধমক দিলে আর খেই খুঁজে পাব না। একটা বুঝে-সুজে তবে তো চাইতে হবে? ফাঁকা একটা চাইলেই তো হোলনা?

জিনি। নিতান্ত মূর্খ।

মদন। একশোবার বাবা—একশোবার, স্বীকার ক'রে নিচ্ছি! ... ধরেছো! নইলে কি আর এত দেশ থাকৃতে জম্বু দ্বীপে জন্মাই? এমন সুবিধে পেয়েও, একটা জুৎসই চাইতে পারছিনি! আরে মর্—এই ঢ্যাপ্‌চেপে মাথায় চাওয়ার অন্ত খুঁজে পাচ্ছিনি বাবা! সারি সারি চাওয়ার কেয়ারি বসে গেছে যে! বাড়ী চাই—ঘর চাই—টাকা চাই? হীরে চাই—রাজ্য চাই—লোক লস্কর, হাতী ঘোড়া, বড় বড় ট্যাকশাল, সোনার পাহাড়, রূপোর গাছ—মানিকের পাতা, থোলো থোলো মুক্তোর ফল, আর তারই তলায় সুন্দরী ষোড়শী—পারিজাতের পাতার ওপর পদ্মের ডাঁটার কলম দিয়ে কবিতা লিখ্‌ছে! স্বর্গে নেই—মর্ত্ত্যে নেই—পাতালে নেই, ইন্দ্রের সভা অন্ধকার—কবির মানস ফানুস-ফাটা! ওঃ—কি রূপ, চোখ যে ঝল্‌সে গেল বাবা!

জিনি। কি বিড়্ বিড়্ ক'রে ব'কৃছো? একশো বচ্ছর পরে বেরিয়েছি, আমায় খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে—আমার স্ত্রী কোন দেশে গিয়ে তার বিদ্যে জাহির ক'রছে? চাইতে হয় তো চাও—নইলে আমি চল্লুম।

মদন। দোহাই বাবা জিনি, আর একটু সবুর কর; অম্‌নি হট্ ক'রে যেওনা বাবা! আকাশে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নিওনা। কি ফ্যাসাদে ফেলেছো তাতো আর বুঝতে পারছোনা। এক চাওয়ার কিস্তিতে ফেলে মাৎ করেছ বাবা! এই—চাইলুম বলে! এই—চাই—চাই—

জিনি। কি ?

মদন। (স্বগত) শেষকালে কি চেয়ে বোকা বনে যাব, কি চাইতে কি চাইবো—শেষ আসল জিনিষটাই চাওয়া হবেনা! দাঁড়াও—জিনির ওপর একচাল চালি। (প্রকাশ্যে) বাবা চীনে জিনি!

জিনি। কি বল ?

মদন। আমি তো চাওয়ার অন্ত খুঁজে পাচ্ছিনি। যখন এতই দয়া ক'রছো, তখন তুমিই—আমার অবস্থা দেখে একটা বুঝে-সুজে দিয়ে দাও। তোমার ওপরেই ভার দিচ্ছি—দেল্ খোস ক'রে দিও বাবা!

জিনি। চাইবারও শক্তি নেই—এদিকে লোভ আছে আঠারো আনা! জবর দেশের মানুষ বটে! বেশ, তুমি যখন আমার উপকার করেছ,—চাইবার ক্ষমতা না থাকলেও আমি আর নিমকহারামী ক'রবোনা। এই নাও, থলিটি কাছে রাখ। নাও—হাত বাড়াও।

মদন। (শুক্‌নো মুখে) আমি ভদ্রতা ক'রে চাইতে পারলুমনা ব'লে এমনি করেই কি বঞ্চিত ক'রতে হয় বাবা ? এই এতক্ষণ পরে দিচ্ছ কিনা একটা শূন্য থলি ?

জিনি। আমরা জিনি—মানুষের মতো বেইমান নই। তুমি উপকারী, তোমায় কি শূন্য থলি দিতে পারি ? এই থলি রাখ, এর কাছে, তুমি যা চাইবে—তাই পাবে। যদি চাও, এই বনেই পাবে, প্রকাণ্ড সাজানো বাড়ী,—যা রাজার বাড়ীকেও হার মানিয়ে দেয়।—দাস, দাসী, লোক লস্কর, নানা দেশের গরম গরম খাবার, জুড়ি গাড়ী, মোহরের কাঁড়ি—এই নাও—এই দানোর থলি!

মদন। (থলে নিয়ে উৎফুল্লভাবে) এ্যাঁ বল কি! বাড়ী হবে—

গাড়ী হবে? মোহরের কাঁড়ি হবে? লোক, লস্কর, দাস, দাসী—গরম গরম খাবার? ব্যাস্! এতদিন পরে আর আমাদের পায় কে?

জিনি। একটা কথা,—সাবধান ক'রে দিই, এ থলি কারুকে দেখিওনা,—কাউকে দিওনা, দিনরাত নিজের কাছে রাখবে, জেনো,—পরের হাতে গেলেই বিপদ।

মদন। সে আর কষ্ট ক'রে আমাকে বলে দিতে হবেনা বাবা! একি আর কাছ ছাড়া করি? আমায় এম্‌নিই কি কাঁচা পেয়েছ? ঝামুর দেশের ছেলে আমরা! বাবা—জিনি—

(ইতিমধ্যে জিনি অদৃশ্য হ'য়ে গেছে)

একি, কোথায় লুকুলো? হাওয়ায় মিশ্‌লো—না আবার ঘড়ায় সেঁধুলো? (ঘড়া দেখে) নাঃ—ঘড়া তো খালি। (ঘড়াকে ঠেলে ভিতরের দিকে গড়িয়ে দিলে) যাক্, মাল তো মেরে দিয়েছি, থলে তো আমার হাতে; কিন্তু, সত্যি বল্‌লে কি মিথ্যে বল্‌লে তার সাম্‌নে তো পরখ ক'রে নেওয়া হ'লনা! জিনির দেওয়া—দানোর থলি,—যদি ভূয়ো হয়? ব্যাটা জিনি কি ধাপ্পা দিয়ে ঠকিয়ে গেল? নাঃ—একবার পরখ ক'রেই দেখি; বন্ধু তিনজন তো বেহুঁস ঘুমুচ্ছে; এদের তুলবো? না—আগে তোলা হবেনা। বাবা! সেয়ানা ঠক্‌লে বাপকে বলেনা, বন্ধুদের কাছেইবা ধরা দিই কেন? আগে নিজেই যাচাই ক'রে দেখি; যদি সত্যি হয়, তা হ'লে ওদের কাছেও লুকুতে হবে,—থলি দেখানো হবেনা। (থলে হাতে তুলে ধরে) হে জিনির দেওয়া দানোর থলি! যদি সত্যিই তোমার কেরামতি থাকে, তাহ'লে এই বনের মাঝখানে—এই মুহূর্ত্তেই আমি চাই—ইয়া ফটকওয়ালা প্রকাণ্ড বাড়ী, আর

তার মধ্যে সাজানো ঘর—দাসদাসী গিস্‌গিস্ ক'রছে, রকমারী বাঁদীর দল রূপের পাল তুলে মদের পিয়ালা হাতে গান ধ'রেছে, আর তার সাম্‌নে—ধোঁয়া উড়ছে—গরম গরম খাবার, আমাদের গায়ে ঝক্‌ঝকে পোষাক, আর—(ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে সেই বনের মধ্যে প্রকাণ্ড এক ফটক দেখা গেল) ইয়া ! [তিনবন্ধু জেগে উঠ্‌লো]

সকলে। এবার কার পালা ?

মদন। (তাড়াতাড়ি থলি লুকিয়ে) এই যে উঠেছ ! চল, আর পালা নয়। সাম্‌নে ওই চাপা ফটকের পাল্লা খোলা—

তিনজনে। একি—কোথায় আমরা ? একি স্বপ্ন দেখ্‌ছি ?

মদন। না—স্বপ্ন নয়। চোখ মুছে দেখ, জীবনের স্বপ্ন আজ সফল হ'য়েছে। আর গোলপাতার চালা নয়। ঐ দেখ—ঐ প্রাসাদ আমাদের, আর ওই গান আমাদের ডাকৃছে এ মায়ারাজ্যের ভিতরে, যেখানে আর আমরা ভিক্ষুক নই—ঘুঁটে কুড়ুনীর ছেলে—সবাই আমরা পদ্মলোচন !

[ফটক খুলে গেল—রং মহল। বিচিত্র বেশে বাঁদীরা মদের পিয়ালা হাতে গান গাইছে]

গান

ফুটলো আলো আঁধারে,
ঘন বন সাজে কুসুম-হারে !
আজি সুখ রাত্রি,
এস জয়-যাত্রী,
সাম্‌নু ডাকে আদরে—
ধর' অধরে তারে ;
জাগে গানে গানে কি সুর প্রাণে,—
ভুবন ভরিল প্রেমের পুলক-ধারে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রাজপথ

পূর্ব্বের তিনজন সভাসদ—ঠিনিক, ধিনিক ও পিনিক

১ম সভা। তুমি ঠিক্ খবর জান?

৩য় সভা। না জেনে কি আর ব'ল্‌ছি? আমাদের রাজবাড়ীকে হার মানিয়ে দেয়—এত বড় বাড়ী!

২য় সভা। বনের মাঝে?

৩য় সভা। কাল যেখানে রাণী ভালুক মার্‌তে গিয়েছিল, সেই বনে।

২য় সভা। সেই জিনির বনে? ভর সন্ধ্যেবেলা কি হোতে কি হোল'!

১ম সভা। চার চারজন রাজপুত্তুর?

৩য় সভা। রাজপুত্তুর কি জিনির পুত্তুর, সেইটে হ'চ্ছে এখন সমস্যা।

২য় সভা। নিশ্চয়ই জিনিরা রূপ ধ'রেছে; নইলে রাতারাতি অমন বাড়ী হয়? এ কথনো শুনেছ?

১ম সভা। রাণী কি বোল্‌ছে?

৩য় সভা। বোল্‌বে আবার কি! খালি হাস্‌ছে।

২য় সভা। একটুও ভড়্‌কায় নি?

৩য় সভা। কিছু না। ওরা ভূতও মানেনা—ভগবানও মানেনা—জিনি দেখে ভড়্‌কাবার মেয়েই নয়।

২য় সভা। আর তিন বোন্?

৩য় সভা। তারা তো শুনলুম নাচ্‌তে লেগেছে।

১ম সভা। নাচ্‌তে লেগেছে কি?

৩য় সভা। নাচ্‌বে না? এই তো তাদের নাচ্‌বার বয়েস! জিনির পুত্তুরই হোক, আর যাই হোক—বিদেশী কিনা! একটা নতুন রূপ, পায়ে লয় এসে গেছে!

২য় সভা। চারজনেই রাজবাড়ীতে এসেছে নাকি?

৩য় সভা। না, শুনলুম, এসেছে একজন। রাণী নাকি তাকে খুব যত্ন আয়িত্যি ক'রছে।

১ম সভা। যত্ন আত্যি ক'রছে? তাহ'লে কি রাণীর মনে মনে ইচ্ছে আছে তাকে বিয়ে ক'রবে?

৩য় সভা। দূর—বিয়ে ক'রবে কি! সাবেকি বিয়ে যে তুলে দিয়েছে।

২য় সভা। তার বদলে যে কি একটা হ'য়েছে?

৩য় সভা। হ'য়েছে সাথী-করণ।

১ম সভা। সাথী-করণ? তার মানে?

৩য় সভা। তার মানে এরই জন্যে বড় বড় আইনবাজেরা মাথা ঘামাচ্ছে। আগেকার বিয়ে ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, এখন থেকে হবে কোরফা, মিয়াদী পাট্টা।

২য় সভা। এই নতুন বন্দোবস্তেও তো বিয়ে ক'রতে পারে?

৩য় সভা। তারও উপায় রাখেনি, আইন ক'রে বয়েস বেঁধে দিয়েছে। মেয়ের বয়েস হবে পঁয়ত্রিশের কম নয়।

১ম সভা। আর পুরুষদের?

৩য় সভা। আটাস থেকে সুরু।

১ম সভা। এ কি রকম হ'ল—পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের বয়েস বেশী?

৩য় সভা। এতে ক'রেই নাকি ভবিষ্যৎ বংশধরেরা বলবান হবে।

২য় সভা। এর আগে যদি কেউ বিয়ে করে ?

৩য় সভা। তা হ'লে তার দ্বীপান্তর। রাণী এখনো বিয়ের বয়েসে পৌঁছায়নি, ছোঁড়া চারজনের বয়েসও শুনেছি নাকি আটাসের কম।

লিংচু। (নেপথ্যে) ওরে বাবারে—আমি জ্যান্ত কবরে যে'তে পারবোনা রে !

[লিংচু একজন নাগরিক—তাকে নিয়ে দু'জন প্রহরী প্রবেশ ক'র্লে]

ওরে বাবারে—স'মরণে আমি যেতে পারবোনারে !

১ম প্রহরী। সে কথা আমাদের ব'ল্‌লে কি হবে ? চল আগে রাণীর কাছে।

১ম সভা। কি হে হাং সাং, আমাদের লিংচুকে কোথায় ধ'রে নিয়ে যাচ্ছো ?

২য় সভা। আর, ও, "স'মরণে যেতে পারবোনা" বলে কাঁদছে কেন ?

২য় প্রহরী। ওঁর স্ত্রী মরেছেন কিনা—তাই ওঁকে স'মরণে যেতে হবে কিনা—

লিংচু। দেখুন তো ম'শায়রা, কি রকম বিচার ! আমার পরিবারটি সাতাশ বচ্ছর ঘর ক'রে আজ সকালে মারা গেলেন, আমি কোথায় কাঁদবো, তাঁর কবরের জোগাড় ক'রবো—পাঁচজন জ্ঞাত কুটুমকে খাওয়াবো, না, পরোয়ানা এনে আমায় বোল্লে—আমাকেও তেনার সঙ্গে কবরে যেতে হবে। ওরে বাবারে—আমি জ্যান্ত মাটীর ভেতরে বাঁচবো কেমন ক'রে রে—দম্ আট্‌কে যে মরে যাব রে !

৩য় সভা। হ্যাঁহে, এই চমৎকার আইনটা ক'রলে কখন বল

দেখি? আমি তো কাল অনেক রাত অবধি দরবারে ছিলুম, তখন তো শুনিনি।

১ম প্রহরী। আজ্ঞে, ক'রেছেন কাল শেষ রাত্তিরে।

২য় সন্ত্রা। শেষ রাত্তিরে আইন হ'ল, আর তোমার স্ত্রীও মলেন তার পরেই! ঘণ্টাকতক আগে আর ম'রতে পারলেন না বুঝি?

লিংচু। এই বলুন তো ম'শায়? সাতাশ বচ্ছর ভাত-কাপড় দিয়ে পুষ্‌লুম, আর ঘণ্টাকতক আগে ম'রে—এই উপকারটা ক'রতে পারলেননা, মেয়েমানুষ বেইমানের জাত কিনা!

(হাসিনের প্রবেশ)

হাসিন। স্ত্রীলোককে বেইমানের জাত বলে কে?

১ম প্রহরী। এই ইনি।

২য় প্রহরী। এঁর স্ত্রী ম'রেছেন সকালে; স'মরণে যেতে চান্ না।

হাসিন। ওঃ, ম'রেছে ব'লে স্ত্রীকে বেইমান্ ব'ল্‌ছে! কি হে, তুমি স'মরণে যেতে চাও না?

লিংচু। না।

হাসিন। না? আর তুমি যদি আগে ম'রতে, তোমার স্ত্রী স'মরণে যেতো,—তার বেলায় তো না ব'ল্‌তে না।

লিংচু। তখন তো আমি ম'রেই যেতুম, না ব'ল্‌বো কি ক'রে?

হাসিন। তা বটে! আচ্ছা, তোমার স্ত্রীকে তুমি ভালবাস্‌তে?

লিংচু। না বাস্‌লে সাতাশ বচ্ছর তাকে নিয়ে ঘর করি?

হাসিন। তা বটে! আচ্ছা, এই সাতাশ বছরের ভেতর তাকে কি কখনো বলেছো—সে ম'লে তুমি আর বাঁচবে না, তার সঙ্গে সঙ্গেই ম'রবে?

লিংচু। তা তো ব'ল্‌তেই হ'য়েছে,—কতবার। যখনি গলায় দড়ি দিয়ে ম'রতে গেছেন, তখনি এই কথা ব'ল্‌তে হ'য়েছে।

হাসিন। তবে এখন ম'রতে চাচ্ছ না কেন?

লিংচু। পরিবার যখন মরেন—তখন সবাই তো ওই কথাই ব'লে থাকেন।

হাসিন। স্ত্রীকে কবরে দিয়ে এসে আবার বে ক'রতে?

লিংচু। আমাকে তো আগেই সে কাজটা সেরে রাখ্‌তে হ'য়েছে। যেদিন বদ্যি তাঁর নাড়ী টিপে ব'লেছে যে, গতিক সুবিধে নয়, এ ব্যায়রামে আঠার মাস পেরোবে না, তার পরেই তো আর একটিকে ঘরে আনতে হ'য়েছে; নইলে সংসার চলে কি ক'রে?

১ম সভা। ঠিকই তো! নইলে সংসার চলে কি ক'রে?

হাসিন। তা হ'লে বেইমান স্ত্রীলোক না পুরুষ?

লিংচু। এই ভদ্দরলোকেরা এখানে রয়েছেন, এঁরাই সেটা বিবেচনা করুন।

(লিংচুর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর প্রবেশ)

লিং-স্ত্রী। উঠোনে প'ড়ে বাসি মড়া—আমি বাপের বাড়ী থেকে এসে ঘরে ঢুক্‌তে পাইনি, আর তুই বুঝি শোক ক'রছিস্ এই রাস্তায় দাঁড়িয়ে পাঁচজন লোক ডেকে? পরিবার আর কারুর মরে না—না?

লিংচু। এই যে, তুই এসেছিস্। কি ক'রে খবর পেলি যে, প্রথম বারের তিনি গিয়েছেন? এসেছিস্ ভালই হ'য়েছে। ওরে, তোনার জন্যে শোক করিনি,—শোক ক'র্‌ছি নিজের জন্যে।

লিং-স্ত্রী। আর শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে হবে না। শোক ক'রছেন

নিজের জন্যে! কেন—তোমারও তার সঙ্গে সান্নিপাতিক হ'য়েছে বুঝি, স'মরণে যাবে নাকি?

লিংচু। যাবার ইচ্ছে তো এতটুকু ছিল না রে, কিন্তু এঁরা যে আমাকে জোর ক'রে যাওয়াচ্ছে।

লিং-স্ত্রী। ওমা—তাই তো! হ্যাঁ গো, তোমরা কারা গো?

১ম প্রহরী। আমরা প্রহরী।

২য় প্রহরী। এঁর পরিবার ম'রেছেন, হাল আইনে এঁকে স'মরণে যেতে হবে—আমরা তাই এঁকে ধ'রে নে যাচ্ছি।

লিং-স্ত্রী। কার হুকুমে?

হাসিন। সেটা আমিই ব'লছি; আমাদের রাণীর হুকুমে।

লিং-স্ত্রী। তুমি আবার কে বাছা?

হাসিন। আমি রাণীর সহচরী গো। রাজবাড়ীতে থাকি।

লিং-স্ত্রী। বটে? তা হ'লে তুমিও একজন। তা হ'লে আমার কথার জবাব দিয়ে, তবে ওকে নিয়ে যাও। এর দুই পরিবার; একজন ম'রেছে ব'লে যদি ওকে স'মরণে যেতে হয়, তা হ'লে আমি যখন মরবো তখন স'মরণে যাবে কে—এর উত্তর দিয়ে, তবে ওকে নিয়ে যাও।

হাসিন। তাই তো—এটা তো প্যাঁচের কথা!

৩য় সভা। তাই তো—এটা তো প্যাঁচের কথা!

লিং-স্ত্রী। চুপ্ ক'রে কেন? বল—আমি ম'লে কে স'মরণে যাবে?

১ম প্রহরী। আমরা ব'লতে পারিনি।

২য় প্রহরী। কেবল ধ'রতে পারি।

লিং-স্ত্রী। ব'লতে পারিনি—কেবল ধ'রতে পারি! তা হ'লে দেখি, কে ওকে নিয়ে যায়—আমি ম'লে আমার স'মরণে যাবার লোকের ব্যবস্থা না ক'রে?

৩য় সভা। বড্ড বুদ্ধি বার ক'রেছে!

লিংচু। (সোল্লাসে) বড্ড বুদ্ধি বার ক'রেছে! এই জন্যেই লোকে দ্বিতীয় পক্ষের পরিবারকে বেশী ভালবাসে। (প্রহরীদের প্রতি) চলো, এবার নিয়ে চল! এঁর স'মরণে যাবার লোকের ব্যবস্থা ক'রে, তার পরে নিয়ে চল।

গান

তিনজন সভাসদ। ফেলেছে আচ্ছা প্যাঁচে, আইন বুঝি যায় কেঁচে!
হাসীন। এর বরাত ভারি জোর,
দেখি, ছেঁড়ে ফাঁসীর ডোর
লিং-স্ত্রী। যমের দোসর মুখপোড়ারা
নচ্ছার, পাজী, চোর,—
প্রহরীদ্বয়। আলবৎ—আলবৎ—যখন মাইনের চাকর!
লিং-স্ত্রী। এ মরবে আমি ম'লে,
হাসিন। এ যাবে স্বামীর কোলে—
লিংচু। যদি কবর ফুঁড়ে উঠি বেঁচে।
৩য় সভা। বেঁচে থাক্ দ্বিতীয় পক্ষ!
১ম ও ২য়। ক'রলে ব্যর্থ যমের লক্ষ্য,
লিংচু। দশ হাত হ'ল দীনের বক্ষ,—
লিং-স্ত্রী তুই সাত রাজার ধন মাণিক আমার
পেয়েছি সাগর ছেঁচে।
সকলে। এবার শীকার ফস্কে গেল, দেখ্ছি এঁচে।

[লিংচু, তাহার স্ত্রী ও প্রহরীদ্বয়ের প্রস্থান।

হাসিন। আপনারা কি দেখছেন? আপনাদেরও তো স্ত্রী আছে?

১ম সভা। ছিল তো জানি, কিন্তু আর থাকচে না।

হাসিন। থাকচে না?

২য় সভা। না। বাড়ী পৌঁছন পর্য্যন্ত আছেন। তারপর গিয়েই হয় তাল্লাক, না হয় দেশত্যাগ! এ রাজ্যে কি কেউ আর স্ত্রী নিয়ে বাস করে!

৩য় সভা। আমার তিনি তো মাসাবধি শুষছেন, কখন যে চোখ কপালে তোলেন—তার ঠিক কি! আর সংসারে কাজ নেই, চল, দেশ ছেড়ে প্রাণ বাঁচাই,—না হয় একটা ক'রে দ্বিতীয় পক্ষ!

[সভাসদগণের প্রস্থান।

হাসিন। হাঃ হাঃ হাঃ—কি মজা—কি মজা!

(টঙ্কুর প্রবেশ)

টঙ্কু। মজা তো কত! দেশে যে পুরুষ মহলে মড়া কান্না উঠ্‌লো।

হাসিন। এত্ দিন মেয়েরা কেঁদেছে, এবার পুরুষরা কাঁদুক।

টঙ্কু। রাজ্য ছেড়ে যে পুরুষরা পালাচ্ছে।

হাসিন্। কই, তুই তো পালাস্‌নি?

টঙ্কু। তুই কি আমার পালাবার উপায় রেখেছিস্?

হাসিন। কেন, পায়ে বেড়ী দিয়েছি নাকি?

উভয়ের গান

টঙ্কু। কালো দু'টো চোখের তারা কি বাঁধনে বেঁধেছে,
পালাবার পথ কি রেখেছে।

হাসিন। আঃ মরেচে—আঃ মরেছে!
তোর ছেঁদো কথায় আর ভুলিনে,
ভালবাসায় বাস যে উঠেছে!

টঙ্কু। সেটা তো মুখের কথা,
প্রাণ যে বোঝে প্রাণের ব্যথা,
তুই মজেছিস্ আমায় দেখে,
আমারো যে মন মজেছে!

হাসিন। তোর মন নিয়ে তুই থাক্‌গে ভুলে—
রাখ্‌গে স্বপন শিকেয় তুলে,
দুনিয়াদারির রকম দেখে
আমার ঘুমের ঘোর কেটেছে।

টঙ্কু। ঘোর এরি মধ্যে কাটলো? তাই তো হাসিন, তা হ'লে তুই কি আমায় সত্যিই বিয়ে কর্ব্বিনি?

হাসিন। না—না—না। কতবার ব'ল্‌বো? আমাদের নতুন রাণী যতদিন বিয়ে না ক'চ্ছে, ততদিন তো আমাদের বিয়ে করবার জো নেই।

টঙ্কু। না হয় সেথো ক'রেই রাখ্। হাল আইনে সেটা তো বাহাল আছে!

হাসিন। সেও হবার যো নেই রে! আমরা রাণীর সহচরী—রাণী পথ দেখাবে—আমরা চ'ল্‌বো।

টঙ্কু। তোদের রাণী মরবে না?

হাসিন। চুপ্—চুপ্—শুন্‌তে পেলে তখনই যে গর্দ্দানা যাবে।

টঙ্কু। আমি কি সে মরবার কথা ব'ল্‌ছি,—জ্যান্তে মরা, (হাসিয়া) যে মরা আমি ম'রে আছি।

হাসিন। তা হ্যাঁরে, তুই যে আমায় তোকে বিয়ে ক'রতে বল্‌ছিস্, দেখছিস্ তো আইন, আমি যদি আগে মরি, তুই স'মরণে যেতে পারবি?

টঙ্কু। হুঁ, তা পারবোনা,—নইলে জেনে শুনে ফাঁদে পা দিই?

হাসিন। সত্যি ব'ল্‌ছিস্, না ওই লোকটার মত সবাই যেমন বলে, তেম্‌নি ব'ল্‌ছিস্?

টঙ্কু। কি ক'রে তোকে বিশ্বাস করাই বল্?

হাসিন। তুই সত্যিই আমার জন্য' মরতে পারিস্?

টঙ্কু। হুঁ, আলবৎ—

হাসিন। কই, মর দেখি, দেখে একবার চক্ষু জুড়ুই।

টঙ্কু। আমি মরবো আর তোর চোখ জুড়ুবে?

হাসিন। জুড়োবেনা? তবে আর ভালবাসা কি?

টঙ্কু। তবে দেখ্ তোর চোখ জুড়িয়ে দিই; কি'ক'রে মরবো বল্?

হাসিন। তোর কাছে ছুরি নেই? বুকে বসিয়ে দে।

টঙ্কু। না, আমার কাছে তো ছুরি নেই, অস্ত্র যে সব কেড়ে নিয়েছে।

হাসিন। হাঁ হাঁ, তাও তো বটে। সৈন্য আর প্রহরী ছাড়া আর কারো কাছে অস্ত্র নেই বটে! আচ্ছা, বিষ আছে?

টঙ্কু। না, তাও নেই।

হাসিন। তা হ'লে তোর কোন আশাই নেই, তোর ভালবাসাই জন্মায়নি, বিষ নেই, ছুরি নেই—

টঙ্কু। না না খুব জন্মেছে, খুব জন্মেছে। তুই মরবার রাস্তা দেখিয়ে দে, আমি মরে দেখাই।

হাসিন। ছুরি নেই—বিষ নেই—আচ্ছা দাঁড়া, গলায় দড়ি দে ম'রতে পারবি?

টঙ্কু। তাতো মরাই উচিত, যখন এ দেশে বাস করি, আর তোকে ভালবেসে ফেলেছি।

হাসিন। তবে নে, ধর, আমার এই ওড়নাটা ধর্, ভাল ক'রে পাকিয়ে নে, নিয়ে গলায় দিয়ে ঐ গাছের ডালে ঝোল্, আমি দেখে চক্ষু জুড়ুই।

টঙ্কু। (দড়ি পাকাইতে পাকাইতে) এইটে গলায় দিয়ে ঝুলবো—আর তোর চক্ষু জুড়ুবে? ওঃ—কি ভালবাসারে! যেমন রাণী তেম্নি তার সহচরী! তা হ'লে ঝুলি? দিই গলায়? কি বলিস্?

হাসিন। দে না—

টঙ্কু। ছাখ্,—তা হ'লে ঝুলি? এই চোখ কপালে উঠ্‌লো। তুই এখনো আমার হাত চেপে ধ'রলি নি? তবে এই বেরুলো জিভ্, এই পড়লো ঘাড় লট্‌কে,—এই দাঁত কিড়মিড়—

হাসিন। ওরে বাবারে—টঙ্কুকে গলায়-দ'ড়ে ভূতে পেয়েছেরে—কোথায় পালাবরে—

(কতিপয় নাগরিকের প্রবেশ)

সকলে। কিহে—কিহে—একি ব্যাপার—নিজের গলায় দড়ি দিয়ে টান্‌ছ কেন? কিহে টঙ্কু,—

২য় নাগ। তোমার হলো কি?

৩য় নাগ। আরে তুই দুকুর বেলায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে—

টঙ্কু। (এদিক ওদিক চাহিয়া) এঁ্যা—পালালো কোথায়?

সকলে। কে পালালো হে?

টঙ্কু। (যেদিকে হাসিন দাঁড়াইয়াছিল সেই দিকে চাহিয়া) আমার যম! [দ্রুত প্রস্থান।

৩য় নাগ। একি খেপ্‌লো নাকি?

১ম নাগ। দেখ গতিক ভাল নয়, এ রাজ্যে অপদেবতার কোপ হয়েছে। রাজাকে ভূতে পেয়েছে,—মেয়েকে ক'রলে রাজা; রাজা হ'য়েই গেল তার মাথা বিগ্‌ড়ে—দেশের আইন দিলে উল্টে, বিয়ে দিলে-তুলে, পুরুষের কল্লে স'মরণের ব্যবস্থা; টঙ্কু দেয় রাস্তার মাঝ-

খানে গলায় 'দাড়, বনের মাঝে হ'লো ভুতুড়ে বাড়ী—তার ভেতর থেকে বেরুলো—চার রাজপুত্তুর, তার ভেতরে একজন হলো আবার রাজবাড়ীর অতিথি। কাল থেকে দেখবে, এ রাজ্যে আর কাক চিল ব'সবে না। দিন থাকতে চলো পালাই রাজ্য ছেড়ে। আর এখানে নয়।

সকলে। চল—চল—তাই চল— [সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজবাটীর সুসজ্জিত উদ্যান

সঙ্গিনিগণের গান

কোন অচিন্ দেশের উতল হাওয়া
মাত্‌লো মনের ফুল-বাগানে।
নতুন রঙের ঢেউ ব'য়ে যায়
রঙিন স্বপন নারীর প্রাণে!
হবে এবার নতুন মেলা,
ফুরিয়ে যাবে প্রেমের খেলা,
বুকের মাঝে ঠাঁই দেবনা—
বিরহ রাত-জাগানে!

[সঙ্গিনিগণের প্রস্থান।

(মদনের প্রবেশ)

মদন। কি দেশেই এসে পড়লুম! মেয়ে রাজার দেশ, দেশের আইনও বিদ্‌খুটে। পুরুষগুলোর মাথা নিশ্চয়ই খারাপ হ'য়েছে, আর না হয়, এ দেশের পুরুষ—ঐ নামেই পুরুষ, কাজে মেয়ের বেহদ্দ। এই রাজ-

বাড়ী এসে পর্য্যন্ত এমন একজন পুরুষ দেখতে পাচ্ছিনে, যার সঙ্গে দু'টো সাদা কথা কই। খালি মেয়ে মানুষের ঝাঁক্! রাণী এদিকে কথা-বার্ত্তায় বেশ, কিন্তু যেমন তার অহঙ্কার, তেমনি পুরুষ বিদ্বেষিণী। ইচ্ছে হ'চ্ছে একবার রাস্তায় বেরিয়ে দেখি, যদি পুরুষের মতন একটা পুরুষ দেখ্‌তে পাই, দু'টো খোলা কথা ক'য়ে দম্ ফেলি। আঃ বাঁচা গেল—ঐ একজন পুরুষ আস্‌ছে না? আচ্ছা দেখি, ওকেই পাকড়াও করি। (নেপথ্যের দিকে চেয়ে) মশাই, ও মশাই, ও নতুন দেশের নতুন মানুষ!—

(টঙ্কুর প্রবেশ)

টঙ্কু। আমায় ডাক্‌ছেন?

মদন। আজ্ঞে হাঁ, নমস্কার।

টঙ্কু। নমস্কার; আপনি আমাদের রাণীর অতিথি নন্?

মদন। হাঁ, অতিথি বটে।

টঙ্কু। তা হ'লে এখানে একলা যে?

মদন। আহারটা গুরুতর হ'য়েছে, তাই একটু হাওয়ায় বেড়াতে এসেছি। আপনার নাম কি?

টঙ্কু। ভুলে গেছি।

মদন। ভুলে গেছেন?

টঙ্কু। আজ্ঞে হাঁ।

মদন। বলেন কি?

টঙ্কু। আপনি আশ্চর্য্য হ'চ্ছেন?

মদন। হবারই তো কথা।

টঙ্কু। নতুন এসেছেন কিনা, এখনো রাত্রি পেরোয়নি। আজকের

রাতটা কাটলে কাল সকালে উঠে দেখবেন, মশায়ও নিজের নাম ভুলে গেছেন।

মদন। বটে? আপনাদের এটা কি নাম-ভোলানোর দেশ?

টঙ্কু। যে পাল্লায় প'ড়েছেন, বুঝতে তো এখনো পারেন নি? আমরা দেশ শুদ্ধ পুরুষ বাপের নামই ভুলে গেছি।

মদন। ভুলেছেন? আঃ বাঁচা গেল। আপনাদের অনেকটা মৌলিকত্ব আছে দেখ্ছি। বাপের নাম তো পৃথিবীর কোন জাত আজ পর্য্যন্ত ভোলেনি!

টঙ্কু। আমাদের সম্প্রতি উন্নতি লাভ হ'য়েছে কিনা, গতিটা দ্রুত! আপনারা তো সবে বনের মাঝে গজিয়েছেন। কাল সন্ধ্যেয় যেখানে শীকার ক'রতে গিয়েছিলাম—আজ সকালে দেখি, সেখানে একয়াবাৎ অট্টালিকা। তা বেশ তো ছিলেন ঝোড়ে-জঙ্গলে, এ পুরীতে প্রবেশ করবার হঠাৎ সখ হ'ল কেন?

মদন। আপনাদের রাণীকে দেখ্তে।

টঙ্কু। শুধু দেখ্তে?

মদন। তা নয়তো কি? আমরা বিদেশী, তাই নতুন দেশ নতুন মানুষ দেখে বেড়াই।

টঙ্কু। তা দেখা তো হ'য়েছে—এখনও পা রগ্ড়াছেন কেন?

মদন। না—এই যাব যাব কচ্ছি।

টঙ্কু। কেবল যেতে পাচ্ছেন না?

মদন। (হাসিয়া) আপনি বুঝ্লেন কি ক'রে বলুন দেখি?

টঙ্কু। আরে ম'শায়, দুঃখের কথা বল্‌বো কি, আমিও যে ঐ জ্বালায় জ্ব'ল্‌ছি! দেশে পুরুষের মতন পুরুষ যারা, তারা এই রাণীর আমলে দেশ ছেড়েছে, আমি কিন্তু এই যাই যাই ক'রে আপনার মত পা

রগড়াচ্ছি। আমি বুঝে নিয়েছি, আপনার তো আর শুধু দেখা নয়, দেখেছেন—আর তার উপর (হাসিয়া) একটু মজেওছেন।

মদন। কি ব'লছেন মশাই, আবোল-তাবোল! আমরা মজবার দেশের লোক নই, আমরা মজিয়ে বেড়াই।

টঙ্ক। বটে? পায়ের ধূলো দিন মশাই, পায়ের ধূলো দিন। তা যদি পারেন, তা হ'লে আপনি শুধু পুরুষ নন্—মহাপুরুষ! মশায়, দুঃখের কথা ব'লবো কি, আইন ক'রে প্রেম করা তুলে দিয়েছে—বিয়ে তো চুলোয় যাক! বলে—কিছু দিন পরে এ দেশে পুরুষ আর পুরুষ থাকবে না!

মদন। শুনেছি আপনাদের রাণীর কীর্ত্তি কতক কতক; সেই জন্য আমারও কৌতূহল কিছু বেড়েছে।

টঙ্ক। ফেলতে পারেন মশাই ফেলতে পারেন ফাঁদে?—এই আমার মত পুরুষের মধ্যে যারা সহৃদয়, তারা বেড়াবে কেঁদে, আর বেপরোয়া ছুঁড়ীর দল শুধু হেসে উড়িয়ে দেবে, বলুন তো মশায়,—এটা কি প্রাণে সহ্য হয়?

মদন। না হবারই তো কথা সত্যকার পুরুষের কাছে।

টঙ্ক। বলে কি জানেন? আমরা পুরুষের চেয়ে কিসে কম? পুরুষদের অস্ত্র কেড়ে নিয়েছে, ঘাঘরার মত পোষাক তৈরি হ'চ্ছে পুরুষদের জন্যে; আর মেয়েরা কোমরে তরোয়াল বাঁধে, বনে গিয়ে শীকার করে।

মদন। শীকার করা রোগটা ওঁদের সৃষ্টির আদি দিন থেকেই আছে।

টঙ্ক। মশায়ও এই কথা ব'লছেন? দেখছি—আপনার মাথা খারাপ হ'তে সুরু হ'য়েছে।

মদন। না, মাথা খারাপ হবে কেন? চোখের ওপর তো দেখতে

পাচ্ছি, আপনাকে কোন না কোন যুবতী শীকার ক'রে ছেড়ে দিয়েছে, আপনি তাই প্রাণের জ্বালায় ছট্‌ফট্ ক'রে বেড়াচ্ছেন!

টঙ্কু। (সোল্লাসে) মশায়ের একবার পায়ের ধূলো নিয়েছি, এবার আপনার দেশের পায়ে গড় কচ্চি!

মদন। কেন?

টঙ্কু। বুঝে নিয়েছি মশায়, বুঝে নিয়েছি। আপনারা যে সে দেশের লোক নন্। ছেলেবেলায় দিদিমার কাছে গল্প শুনতুম,—পাহাড়ের ওপারে একটা দেশ আছে, সে দেশের ছেলেদের পেঁচোয় পায় না, —প্রেমে পায়! আপনারা নিশ্চয় সেই দেশের মানুষ; নইলে চট্ ক'রে আমার অবস্থাটা বুঝে ফেল্লেন কি করে? শীকার করেছে মশায়, নির্ঘাৎ শীকার ক'রেছে, ঠিকই ব'লেছেন, কিন্তু তারপর আর আমোল দিচ্ছে না মশায়—আমোল দিচ্ছে না ঐ রাণীর ভয়ে। নইলে এতদিনে বিয়ের ফুলও ফুট্‌তো, ফলও ধ'রতো। উল্টে দিতে পারেন মশায়, একবার পাশা উল্টে দিতে পারেন? রাণীকে বিয়ে ক'রে দেশ ছাড়া ক'রতে পারেন? তা হ'লে বুঝি,—হাঁ, আপনি খেলোয়াড় বটে!

মদন। দেখুন, আপনি বেশ লোক—খাসা লোক—খুব সরল। আপনার কাছে তবে মনের কথা বলি,—আমি চ'লে যেতেম, কিন্তু আপনাদের দেশে পুরুষের দুর্দ্দশা দেখে আমার মনে এই কথাই জেগেছে,—ঐ আপনি যা বল্লেন।

টঙ্কু। হাতে হাত দিন্ মশায়—হাতে হাত দিন্। ঐ যে আস্‌ছেন রাণীর তিন সহোদরা, আর আমার সেই তিনি। দেখ্‌ছেন—চলনের ভঙ্গী সব দেখ্‌ছেন? যেন এক একজন দিগ্‌বিজয়ী রথী, দুনিয়া দৃক্‌পাত নেই! মশায়, আমি তো সরছি।

মদন। কেন, ভয় কি ?

টঙ্কু। আগুন এগিয়ে আস্‌ছে—ভয় পোকার।

মদন। কোস্কার ভয় ক'রলে কি আর প্রেম করা চলে ! কই—রাণী তো এদের মধ্যে নেই।

টঙ্কু। তিনি এখন পুরুষ জব্দ করবার নতুন নতুন ফন্দী ঠাওরাচ্ছেন।

মদন। (স্বগত) গর্ব্বিতা নারী, তোমার দর্প চূর্ণ ক'রতে পারি, তা হ'লেই জানবো, আজ্‌কের প্রভাত সুপ্রভাত। জিনির থলির প্রসাদে অসাধ্য সাধন হ'য়েছে, কিন্তু এই সামান্য কাজটা পারবো না—এই নারীকে ভালবাসাতে ? (থলি বার করে দেখে থলিকে উদ্দেশ ক'রে) কি বল থলি ? (যথাস্থানে আবার থলি রাখলে)

টঙ্কু। মশায় কি ধ্যানস্থ হ'য়ে মালা জপে নিলেন না কি ?

মদন। তাই বটে ! আমিও মশায়, আপনাদের রাণীকে জব্দ করবার ফন্দী ঠাওরাচ্ছিলাম।

টঙ্কু। কোন চিন্তা নেই। আমাদের দেশের মেয়েদের কক্ষের দ্বার অবারিত। আমি আপনার বন্ধু হ'য়েছি জেনে রাখ্‌বেন। আমা দ্বারা যে সাহায্য চান—আমি তাই ক'রতে প্রস্তুত। আসুন আমার সঙ্গে, আমি আপনাকে রাণীর কাছে পৌঁছে দিচ্ছি।

মদন। চলুন, দেখি মহাজন সঙ্গে কি হয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

(অন্য দিক দিয়ে রাণীর তিন সহোদরা নাম যথাক্রমে টুং টাং ঠুং প্রবেশ ক'রলে—সঙ্গে হাসিন)

১ম সহোদরা। তাই তো হাসিন, আমার যে কাঁদতে ইচ্ছে ক'চ্ছে।

২য় সহো। আমার যে ভাই হাসিন, হাস্‌তে ইচ্ছে ক'চ্ছে !

৩য় সহো। আমার যে ভাই, নাচ্‌তে ইচ্ছে ক'চ্ছে।

হাসিন। আমার যে তিনই ইচ্ছে কচ্ছে। ইচ্ছে ক'চ্ছে,—এক চোখে কাঁদি, এক চোখে হাসি আর একটু হাওয়ায় দুলে নাচি।

২য় সহো। তা হ'লে ভাই, তুই একটা গান গা। মিলনের গান।

১ম সহো। না—বিরহ সঙ্গীত!

৩য় সহো। না, দেশে আর পুরুষের মত পুরুষ নেই,—ওঃ মরণ-সঙ্গীত!

হাসিন। তিন জনের ফরমাস আমি একা সামলাই কি ক'রে?

গান

হাসি কি কাঁদি—কি সাধে প্রাণ বাঁধি?
চাঁদ ডুবিল—আলোক নিবিল,
আঁখি ঘেরিল আঁধি!
কলি শুকাল, ভ্রমর লুকাল,—
হ'লো প্রণয় বাদী!

১ম সহো। ক'জন বিদেশী এসেছে ভাই?

২য় সহো। এই অতিথিটি ছাড়া আর তিনজন।

৩য় সহো। সে তিনজন কোথায়?

হাসিন। বাসায়।

৩য় সহো। আমি সেই তিন জনের মধ্যে একজনকে দেখছি।

১ম সহো। কোনটিকে ভাই, কোনটীকে?

৩য় সহো। নাম জানিনা,—দেখ্‌লে চিনতে পারি।

১ম সহো। আমারও ঐ অবস্থা! নাম জানিনে,—দেখ্‌লে চিনতে পারি।

২য় সহো। আমিও বাদ যাইনি—নাম জানিনে,—দেখ্‌লে চিনতে পারি।

হাসিন। বল কি ? এ দেখাশুনো হ'ল কোথেকে ?

১ম সহো। আমার ঘরের জানালা খুললেই ওদের বাড়ী দেখা যায়।

৩য় সহো। আমার জানালারও ওই দোষ, খুললেই দেখা যায়।

২য় সহো। আমি না খুলেই দেখেছি !

হাসিন। তোমারই সব চেয়ে বাহাদুরি ; কিন্তু একটা কথা—

তিনজনে। কি—কি—কি ?

হাসিন। তিনজনেই তো দেখেছ ; কিন্তু—

৩য় সহো। কিন্তু কি ?

২য় সহো। এর আবার কিন্তু !

১ম সহো। কিন্তু কি তাই ?

হাসিন। তিনজনেই যদি একজনকেই দেখে থাক ?

তিনজনে। তাইতো—! যদি একজনকেই দেখে থাকি ?

৩য় সহো। নাঃ,—আমার বড্ড রাগ হ'চ্ছে। যে লোকটা এসেছে, তার একা আসা উচিত হয়নি।

২য় সহো। ঠিক বলেছিস্,—ভদ্রতাও হয়নি।

১ম সহো। কোন্ দেশের মানুষ—বড্ড একেলষেঁড়ে !

হাসিন। যখন চার জনেই বন্ধু—

তিনজনে। হ্যাঁ হুঁ, যখন চার জনেই বন্ধু—।

হাসিন। তখন চার জনেরই আসা উচিত ছিল।

৩য় সহো। উচিত ছিল।

২য় সহো। আমারও ওই মত।

১ম সহো! আমারও।

হাসিন। তোমাদের তিনজনেরই তো এক মত, এক মন, কিন্তু রাণী যে বেসুরো !

১ম সহো। ওঃ।

২য় সহো। (হাই তুলিয়া) আমার ঘুম পাচ্ছে।

৩য় সহো। আমার জানালাই ভাল।

হাসিন। (স্বগত) এদের অবস্থা সুবিধের নয়। রাণীর আইন এরাই ভাঙ্গবে—ঘরের শত্তুর! কিন্তু রাণী না ভাঙ্গলে তো আমার সুবিধে হবে না ; টঙ্কু বেচারি যে হুতোশেই মারা যাবে।

১ম সহো। হাসিন, চুপ্ করে আছিস কেন ভাই ?

হাসিন। দেখে শুনে।

তিনজনে। উপায় ?

(টঙ্কুর প্রবেশ)

হাসিন। এই যে টঙ্কু।

টঙ্কু। রাণী আপনাদের ডাকছেন।

তিনজন। আমাদের ? কেনরে টঙ্কু কেনরে ?

টঙ্কু। নতুন অতিথি এসেছে না ?

২য় সহো। তাতো—এসেইছে।

৩য় ও ১ম। হুঁ—একজন!

টঙ্কু। কে জানে কোন্ দুর্ভিক্ষের দেশ থেকে এসেছে ? সেই সন্ধ্যে থেকে যে সাম্‌সু টানছে—

২য় সহো। তাতে আমাদের কি ? (অন্য দিকে চ'লে গেল)

৩য় সহো। তা দেখ্‌তে আর আমাদের ডাকা কেন ?

(অন্যদিকে চ'লে গেল)

১ম সহো। কে যায়,—আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে!

(অন্যদিকে চ'লে গেল)

টঙ্কু। এই বিদেশীর আর তিন বন্ধু— (তিন রাজকন্যাই ফিরে)

তিনজনে। কোথায় রে—কোথায় রে ?

টঙ্কু। এই বিদেশীকে রাত দুপুর পর্য্যন্ত ফিরতে না দেখে—

হাসিন। খুঁজতে এসেছে ?

তিনজনে। খুঁজতে এসেছে ?

টঙ্কু। হ্যাঁ।

১ম সহো। হ্যাঁ ?—তা হ'লে তো যেতেই হবে ! (দৌড়ে চলে গেল)

২য় সহো। দিদির হুকুম ! (দৌড়ে চলে গেল)

৩য় সহো। যখন সহোদরা ! (দৌড়ে চলে গেল)

টঙ্কু। এ কি !—এরা হঠাৎ ছুট্‌লো কেন ?

হাসিন। আগুন ধ'রেছে।

টঙ্কু। আগুন ধ'রলো কোথায় রে ?

হাসিন। তোর মাথায়।

টঙ্কু। (মাথায় হাত দিয়ে) মাথায় ! কই, হাতে তো তাপ লাগ্‌ছে না।

হাসিন। লাগেনি ?

টঙ্কু। না। ঠাট্টা ক'রছিস বুঝি ?

হাসিন। ঠাট্টা কেন ? আগুন যথা স্থানেই লেগেছে।

টঙ্কু। কিছুই বুঝ্‌তে পারলুম না।

হাসিন। তুই আহাম্মোক—তার মর্ম্ম বুঝ্‌বি কি ক'রে ?

টঙ্কু। কেন বুঝ্‌বো না ?

হাসিন। আমাদের মত না হ'লে কি আমাদের মর্ম্ম বোঝা যায় ?

টঙ্কু। যায় না ? আচ্ছা, হ্যাঁরে ক'দ্দিনে তোদের মত হবো বল্‌ দেখি ?

হাসিন। আমাদের মত হ'তে বড্ড সাধ—না ?

টঙ্কু। তা তোদের সাধেই আমাদের সাধ ; আর যখন তোদের মত না হ'লে তোদের মর্ম্মই বুঝবোনা, আর মনও পাব না !

হাসিন। আরসোল্লা কাঁচপোকা হয় কেন জানিস্?

টঙ্কু। কেন বল দেখি?

হাসিন। ভেবে ভেবে।

টঙ্কু। ভাব্‌বে কেন? কাঁচপোকাকে আরসোল্লা ভাব্‌বে কেন?

হাসিন। ভয়ে। যে যাকে দিনরাত ভাবে, সে সেই রকম হ'য়ে যায়। তোরাও যদি দিনরাত আমাদের ভাবিস, তোরাও আমাদের মত হ'য়ে যাবি।

টঙ্কু। হ'য়ে যাব? হে—হে—এতো ভারি মজা! তাহ'লে তুইও যদি দিনরাত আমায় ভাবিস্, তাহ'লে আমাদের মত হ'য়ে যাবি?

হাসিন। আমার বয়ে গেছে। তোকে আমি ভাব্‌তে যাব কেন?

টঙ্কু। ভাব্‌বি নি? তাইতো একটুও ভাব্‌বি নি?

হাসিন। তোকে কি আমি ভয় করি যে তোকে আমি ভাব্‌বো?

টঙ্কু। ভয় না করিস, ভালবেসেও তো ভাব্‌তে পারিস্?

হাসিন। দূর! কতবার ব'লবো? তুই কি আমার ভালবাসার যুগ্যি?

টঙ্কু। কেন? যুগ্যি নয় কেন? এত ক'রে তোর পায়ে ধরি—পিছনে ঘুরি—

হাসিন। ওই বুদ্ধিতেই তো মরেছো।

গান

তুই মিছে ঘুরিস পায় পায়।
পায়ে ধরে ভালবাসা পুরুষের কোন্ পুরুষে পায়?
মনের কোণে গোপন বাসা—
তায় লুকোনো ভালবাসা—
যে কাড়্‌তে পারে পায় সে তারে—
ফুলের মধু ভোমরা খায়।

[হাসিনের প্রস্থান।

টঙ্কু। কি ঝকমারিতেই পড়েছি, খালি গান গাচ্ছে আর পালাচ্ছে। আমি ব্যাটা হ'য়েছি যেন কলুর বলদ, দিনরাতই ঘুরছি কিন্তু এক পাও এগোতে পারছিনা। যেখানে আরম্ভ সেখানেই শেষ। আর ওই যে প্রথম বিদেশীটা এলো, ওর শুধু বাক্যিই সার। হুঁঃ— রাণীর গোঁ ভাঙ্গাবে ও! নাঃ—আমার দেখছি কোন আশাই নেই। (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) আরে বাঃ শেষের তিন বিদেশী রাণীর তিন বোনের সঙ্গে এরই মধ্যে বেশ ভাব ক'রে ফেলেছে দেখ্‌ছি। এরা বিয়ে বন্ধ করুক—ভাব করাটা বন্ধ করেনি কিন্তু। আর কেমন সোজায় মিশে যায়! আমার আর তেলে জলে মিশলো না, রাণীতো ওদের মধ্যে নেই। আর সে প্রথম বিদেশীকেও তো দেখছিনা। যাই এক পাশে দাঁড়িয়ে হাসিনকে খানিক ভাবি। দেখি যদি ভাবতে ভাবতে কাঁচপোকা হ'তে পারি।

(বসন্ত, তড়িৎ ও হারীতের প্রবেশ)

বসন্ত। (তড়িৎ ও হারীতকে) পালিয়ে বাঁচি। দেখ, খুব সাবধান! মদন মরেছে, তার আর পদার্থ নেই। শেষ শঙ্কু বিচ্ছেদ না ঘটে? এখানকার মেয়েরা মোহিনী জানে। আমাদের না কিছু হয়?

হারীৎ। দূর! আমরা তাতে খুব শক্ত।

তড়িৎ। (বুকে হাত দিয়া) পাথর! মেয়ে গুলো কিন্তু ভারি মিশুক!

হারীত। কুচ পরোয়া নেই। মিশুক? আমরাও শুশুক, নদীতে বাস—গায়ে জল বসে না।

টঙ্কু। তিনটেই বক্তার হ'য়েছে। ব্যাজ ব্যাজ ক'রে ধ্যান ভাঙ্গলে; ভাবতে আর দিলে না!

বসন্ত। সারা পৃথিবী ঘুরে এসে, শেষটা কিনা এই চীনের দেশে—

হারীত। আমাদের সঙ্গে ভাল ক'রে কথা কইলেনা, কি অকৃতজ্ঞ! তারই ফিরতে রাত হচ্ছিল ব'লে আমরা এলুম খুঁজতে আর সে এখানে দিব্যি মদ খেয়ে রাণীটার পিছনে পিছনে ঘুরছে? বিদ্‌ঘুটে দেশ! মদের নাম আবার সামসু!

বসন্ত। আবার মেয়ে মদ্দে টানে।

হারীত। দিনরাত্।

তড়িৎ। ওই রাণীটার কি হাড়-জ্বালানে কথা—

বসন্ত। ওরে, এখানে কে একটা লোক দাঁড়িয়ে আমাদের কথা শুনছে।

হারীত। পুরুষ তো!—বিনুনিতে গোল বাধিয়ে দেয়।

তড়িৎ। আলাপ ক'রেই দেখিনা? (টঙ্কুর প্রতি) মশাই, আপনি কে?

টঙ্কু। (নিরুত্তর)

হারীত। কে আপনি মশাই?

টঙ্কু। জানিনা। (চক্ষু মুদিয়া) হাসিন—হাসিন—হাসিন!

বসন্ত। জানেননা কি মশাই?

টঙ্কু। ধরুন—জানিনা। (চক্ষু মুদিয়া) হাসিন—হাসিন—হাসিন!

বসন্ত। কি বলে এ—জানিনা কি?

হারীত। পাগল নাকি?

তড়িৎ। স'রে আয়।

বসন্ত। দাঁড়া না। (টঙ্কুর প্রতি) জানেননা কি মশাই? জলজ্যান্ত এখানে দাঁড়িয়ে, আপনি জানেননা আপনি কে?

টঙ্কু। সেইটাই ভাবছি।

হারীত। ভাবছেন কি?

টঙ্কু। (স্বগত) নাঃ শালারা ভাবতেও দেবেনা! নাঃ কোত্থেকে

আপদ এসে জুটলো—কি বিপদেই পড়লুম। (চক্ষু মুদিয়া) হাসিন—হাসিন—হাসিন!

তড়িৎ। ভাবছেন কি মশাই? আপনি কে, সেইটে বলেই ভাবুন না।

টঙ্কু। আমি নেই—তা আর ব'লবো কি? (চক্ষু মুদিয়া) হাসিন—হাসিন—হাসিন!

বসন্ত। নেই কি মশায়? এই যে আপনাকে দেখতে পাচ্ছি। কি বকছেন?

টঙ্কু। বকছি আমার মাথা। (স্বগত) দাঁড়াও আগে এদের শেষ করি (প্রকাশ্যে) দেখতে পাচ্ছেন?

হারীত। হ্যাঁ, দিব্যি দেখতে পাচ্ছি।

টঙ্কু। আচ্ছা, এই আমি চোখ বুজলুম, এইবার দেখতে পাচ্ছেন?

তড়িৎ! হ্যাঁ পরিষ্কার পাচ্ছি।

টঙ্কু। (স্বগত) ব্যাটারা কাণা না হ'লে আর আমার উপায় নেই। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, আপনারা চোখ বুজুন দেখি।

বসন্ত। আমরা চোখ বুজলে কি হবে?

টঙ্কু। তা'হলে আমি আর থাকবো না—

বসন্ত। থাকবেন না?

টঙ্কু। না। আমি চোখ বুজলে যখন নিজেকেই দেখতে পাইন', তা আপনারা চোখ বুজলে আমায় দেখবেন কি করে? কাজেই থাকবোনা।

হারীত। ওরে, এদেশের পুরুষের নমুনো যদি এই হয়, তা হ'লে এরা দেখছি বদ্ধ পাগল।

টঙ্কু। চোখ বুজেছেন?

তড়িৎ। বলি আয় বুজিচি, নইলে কামড়াবে।

তিনজন। হ্যাঁ—বুঝিচি।

টঙ্ক। আমায় দেখতে পাচ্ছেন?

তিনজন। না।

টঙ্ক। (পিছনে আর একটু সরিয়া) দেখ্‌তে পাচ্ছেন?

তিনজন। না।

টঙ্ক। দুর বঙ্কুলে! হাসিন—হাসিন—হাসিন!

[প্রস্থান।

বসন্ত। গতিক সুবিধের নয়। এদেশের মেয়ে-মদ্দ সব পাগল। মেয়েরা চায় পুরুষদের মেয়ে ক'রতে, আর পুরুষরা চায় মেয়েদের পুরুষ ক'রতে। মদনকে খরচ লেখ, আমরা এখন পালাই চল। নইলে আমাদেরও চীনে-কাবাব ক'রে ফেল্‌বে।

শীত। ওরে রাণীর সে তিনটে বোন্ যে এই দিকে আসে। পালাই চ।

তড়িৎ। ভয় কি? আমরা পাথর।

(তিন রাজকন্যার প্রবেশ)

১মা কন্যা। আপনারা খোলা জায়গায় বেড়াতে ভালবাসেন বুঝি?

২য়া কন্যা। এই বসন্তের হাওয়ায়!

৩য়া কন্যা। এই চাঁদনী রাতে।

বসন্ত। ঘরে বড় গুমোট তাই!

১মা কন্যা। আমাদেরও তাই।

২য়া কন্যা। বড় গুমোট!

তড়িৎ। পাথর!

৩য়া কন্যা। ঝিঁঝির ডাক।

বসন্ত। জয় ঢাক বাজালেও আমরা শুনছিনে।

১মা কন্যা। কোকিলের কুহু—কুহু—

হারীত। শুনবোনা।

২য়া কন্যা। আমের মুকুল।

তড়িৎ। পাথর!

৩য়া কন্যা। একটু সরবৎ।

২য়া কন্যা। এক পিয়ালা সামস্থ—

১মা কন্যা। সা নি সা নি মা—গা—রে সা।

বসন্ত। পথ আগলে দাঁড়ালো—পালাই কোথা দিয়ে?

হারীত। পালানো কাপুরুষের কাজ।

তড়িৎ। নড়বার জো নেই—পাথর!

৩য়া কন্যা। আপনারা রাণীর অতিথি!

২য়া কন্যা। তাতে—বিদেশী!

১মা কন্যা। তাতে গভীর নিশি।

বসন্ত। (তৃতীয়ার প্রতি) আপনার সৌজন্যে মুগ্ধ।

হারীত। (দ্বিতীয়ার প্রতি) দগ্ধ!

১মা কন্যা। আপনি কথা কইছেন না যে?

তড়িৎ। পাথর!

৩য়া কন্যা। একটু গান।

২য়া কন্যা। একটু হাস্য।

১মা কন্যা। একটু লাস্য।

বসন্ত। (জনান্তিকে) গান শুনতে ক্ষতি কি?

হারীত। কিছুনা—শুশুক!

তড়িৎ। কিছুনা—পাথর!

গান

৩য়া কন্যা।—গান কি শোনে বারণ কারো, সুর জাগে যে বয়েস দোষে।

২য়া কন্যা।—পেয়ে চাঁদের কিরণ কুমুদ হাসে, প্রেমের সুধায় ভুবন তোষে।

১মা কন্যা।—গুরু গরজে ঘন ভাদর আকাশে ময়ুরী নাচে বাদর—বাতাসে॥

হাসিনের প্রবেশ ও গান

মদে ঘাঁটুরায় চরণ টলে, কামিনী কুসুমহার প্রেমিক গলে,

টঙ্কুর প্রবেশ ও গান

খোঁয়াড়ের গরু ছিঁড়ে দড়া সরু মাঠে-মাঠে ছোটে সুযোগে।

বসন্ত, হারীত ও তড়িৎ

দেখে শুনে লাগ্‌লো তাক্—একি আচাভুয়ো বোম্বাচাক,

দেখিস্ যেন বানিয়ে ভেড়া, বিদেশে না মোদের পোষে।

(রাণীর প্রবেশ)

রাণী। (চমকিয়া) একি? আমারই উদ্যানে! আমারই ভগ্নী! আর হাসিন, আর টঙ্কু, এই অশ্লীলতা?

টঙ্কু। (স্বগত) এবারেই গেছি—দেয় বুঝি জ্যান্তে কবর!

হাসিন। আমার কি দোষ? আমি হুকুমের দাসী।

১মা কন্যা। অপরাধ হ'য়েছে।

২য়া কন্যা। কান ম'ল্‌চি।

৩য়া কন্যা। আমাদের কি দোষ? এঁরাই তো—

বসন্ত। (স্বগত) যাঃ বাবা! শেষকালে শুধু—আমরাই তো?

হারীত। এদেশের রীতি-নীতিতে অভ্যস্ত নই, দেয় বুঝি দফা সেরে!

তড়িৎ। পাথর!

রাণী। (তিন বন্ধুর প্রতি) আপনারা কিছু মনে ক'রবেন না—এ আমাদের দেশের নূতন রীতি। সবে তোয়েরী হ'চ্ছে। (অন্য সকলের প্রতি) তোমাদের এই প্রথম অপরাধ। মার্জ্জনা করলুম। এবার থেকে সাবধানে চলবে। ভুলতে হবে—যে তোমরা নারী!

৩য়া কন্যা। তাইতো ভুলতে চেষ্টা করছিলুম।

১মা ও ২য়া। আমারাও তো—

রাণী। অমনি ক'রে? নেচে-গেয়ে? ওই কদর্য্যভাবে?

টঙ্কু। আমারও একটু সদ্ভাবের অভাব হয়েছিল স্বীকার করছি।

রাণী। (ভগিনীদের প্রতি) তোমরা এখন যাও, বিশ্রাম করগে। (তিন বন্ধুর প্রতি) আর, আপনারা আমার অতিথি—আপনাদের বলবার কিছুই নেই। আপনারা যদি ইচ্ছা করেন এখানেও বিশ্রাম করতে পারেন।

বসন্ত। বিশ্রাম-তো করতেই হবে। তবে এখানে নয়, আমাদের বাড়ীতেই ফিরে যাচ্ছি। কিন্তু আমাদের বন্ধুটি—

হারীত। তিনি এখনো আছেন তো?

রাণী। আছেন বৈ কি?

হারীত। তা হ'লে এক সঙ্গেই—

রাণী। বেশ! টঙ্কু, এঁদের সঙ্গে ক'রে সেই অতিথির কাছে নিয়ে যাও।

টঙ্কু। আমি একলা পারবো? হাসিন্ সঙ্গে এলে হ'তো না?

৩য় কন্যা। আমরা সঙ্গে করে নিয়ে যাব দিদি?

রাণী। বেশ, টঙ্কু আর তোমরা নিয়ে যাও, হাসিন্ এখানে থাক্।

টঙ্কু। (স্বগত) হায়রে কপাল! (তিন বন্ধুর প্রতি) আসুন মহাশয়েরা, আপনাদের বন্ধুর সঙ্গে দেখা করিয়ে দিই।

বসন্ত। (টঙ্কুর প্রতি) চলুন। (রাণীর প্রতি) আপনাকে আর কি বল্‌বো, আপনার সৌজন্যে আমরা মুগ্ধ! আমাদের বন্ধুকে নিয়ে আজ আমরা বিদায় হই। (জনান্তিকে হারীত ও তড়িতের প্রতি) দেখ, আমরা এখান থেকেই চ'লে যেতে পারতুম, কিন্তু কাজটা উচিত হয় না। মদনকে উদ্ধার করতেই হবে।

হারীত। সেইজন্যই তো এঁদের সঙ্গে যাচ্ছি, নইলে—

তড়িৎ। পাথর!

৩য় কন্যা। আসুন আপনারা—ভাবছেন কি?

বসন্ত। কিছু না—পা বাড়িয়েই আছি।

হারীত। আমিও।

তড়িৎ। আমিও।

[রাণী ও হাসিন ব্যতীত সকলের নৃত্যের ভঙ্গিমায় প্রস্থান।

হাসিন। (স্বগত) সবাই চার পা তুলে নাচছে! আঃ—হা—বেচারী টঙ্কু!

রাণী। হাসিন—

হাসিন। কেন রাণি!

রাণী। কিছু বুঝছিস্?

হাসিন। কি বুঝবো—কাকে বুঝবো?

রাণী। তোদের বড় মাথা মোটা!

হাসিন। পুরুষদের চাইতেও?

রাণী। না—তা নয়। পুরুষরা চিরকাল বুঝিয়ে এসেছে—তাদের চেয়ে আমাদের মস্তিষ্কের ওজন কম। কিন্তু আমি বুঝিয়ে দেব—তাদের চেয়ে আমাদের মস্তিষ্কের ওজন কত বেশী?

হাসিন। সেটা যদি আজও তারা না বুঝে থাকে—তা হ'লে বুঝতে হবে, পুরুষজাতির মাথাই নেই, ওরা নেহাৎ কবন্ধ।

রাণী। এই যে বিদেশী চার জন এখানে অতিথি হয়েছে, ওরা কী ?—

হাসিন। দেখে তো বোধ হয় পুরুষ!

রাণী। তুই হাসালি! পুরুষ তো বটেই! কিন্তু ওরা কে—কোথা থেকে এলো? আর এক রাত্রের মধ্যেই বা যেখানে বন ছিল, কাল যেখানে শীকার করেছি সেখানে অমন প্রাসাদই বা কোথা থেকে হোল?

হাসিন। তাই তো! এ কথাটা তো এতক্ষণ ভাবিনি?

রাণী। আমার এই প্রাসাদকে হার মানিয়ে দেয়—এমন অট্টালিকা! আজ সকালে ঘুম ভেঙ্গে উঠে আমার জানালা থেকে দেখি ওই প্রাসাদের সাজানো ঘর আমার সমস্ত ঐশ্বর্য্যকে যেন পরিহাস করছে!

হাসিন। তা তো করছেই!

রাণী। ওরা যদি পুরুষ না হ'য়ে আমাদের মত নারী হোত কোন দুঃখই ছিল না, কিন্তু কতকগুলো পুরুষ—বিদেশী—আমার উপর টেক্কা দিয়ে যাবে—

হাসিন। (স্বগত) হ্যাঁ বুকে ব'সে দাড়ি ওপড়াবে।

রাণী। আমি কখনই তা সহ্য করবো না।

হাসিন। কি করবেন?

রাণী। আমি এ রহস্য ভেদ করবোই। ওদের ওই প্রাসাদ—ওদের ওই ঐশ্বর্য্য যদি অধিকার করতে না পারি, তা হ'লে বৃথাই আমি তোদের রাণী। তুই বল্ দেখি, প্রথম বিদেশী তার বন্ধুদের সঙ্গে যাবে কি না?

হাসিন। তা আর যাবে না, যখন নিতে এসেছে,—আর বন্ধু ?

নাসিন। তুই বলতে পারলিনি, সে যাবে না।

হাসিন। যাবে না ?

নাসিন। না। যদি যায় তা হ'লেও আমি তোদের রাণী নই! যদি বিশ্বাস না হয়, চল্ দেখ্‌বি চল্। সে যাবে না—যেতে পারে না! সে আমায় ভালবেসেছে!

হাসিন। তা হ'লে তো মহাপাপ ক'রেছে!

নাসিন। এই পাপেই তো পুরুষ ধ্বংস হবে, তারা ভালবাসবে—আমরা বাসবো না—এমনি ক'রেই আমরা জয় করবো পুরুষ জাতিকে।

হাসিন। আহা কবে সে শুভদিন হবে।

[উভয়ের একান্তে প্রস্থান।

সহচরীগণের গান

কে জানে কি টানে চলেছে প্রাণ—
বুঝি ভরা গাঙ্গে ডাকে বান
নদী ওঠে ফুলে ফুলে, ঢেউ ছোটে কুলে কুলে
সামাল সামাল বুঝি আসে লো তুফান!
মেঘে ঢেকেছে আকাশ, নহে দখিণে বাতাস
এলো-মেলো ঝড় নদী বহে বা উজান
যায় যায় টুটে বুঝি মান॥

[প্রস্থান।

(মত্তাবস্থায় মদনের প্রবেশ)

মদন। কুচ পরোয়া নেই, নেই যাওয়েঙ্গে। বন্ধু আছে—বন্ধুই আছে! রাগ ক'রে চলে গেল, বয়েই গেল। বেঁচে থাকলে অমন ঢের

বন্ধু মিলবে! কিন্তু এই নারী—যদি একে জয় কত্তে না পারি—

[ইতিমধ্যে রাণী সিঁড়িতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে]

(রাণীকে দেখিয়া) এই যে! আমি তোমাকে চাই, চাই-ই চাই! আমি তোমার জন্য বন্ধুত্বে জলাঞ্জলি দেব। দেব কি—দিয়েছি! জাত—ফুঃ! ধর্ম্ম—ফুঃ! দেশ—ফুঃ! বাবা—হটবার ছেলে নই! কি চাই,—বল? কি করলে তুমি আমার হবে, বল?

রাণী। আমি তো আপনাকে বলেইছি। আপনি যতক্ষণ আমার প্রশ্নের জবাব না দেন—

মদন। সেই এক কথা—বেজায় এক গুঁয়ে। (স্বগত) সাতশো রাক্ষসীর প্রাণ একটী কৌটার মধ্যে। কাল ভোমরা!—তাল-পাতার খাঁড়া দিয়ে কাটবে। সেইটির সন্ধান চাই! ফেলেচে প্যাঁচে!

রাণী। কথা কইছেন না যে? জানেন—নারীর সবই ছেড়েছি, কিন্তু অভিমানটি এখনো ছাড়িনি। আমায় না ব'ল্লে আপনার সঙ্গে আড়ি দেব, এখনি এখান থেকে চলে যাব।

মদন। আমি তা সহ্য করতে পারবো না। পাহাড় পারের নীল আঁখি! বোধ হয় এরই নাম প্রেম! বোধ হয় কি, নিশ্চয়ই! প্রেমের জন্য কি না পারা যায়? কি বল সুন্দরি?

রাণী। সেটা আপনারাই ভাল বুঝবেন।

মদন। হ্যাঁ—হ্যাঁ—বুঝবো না? কেমন দেশের ছেলে! মাটীতে ঘাস জন্মায় না—জন্মায় প্রেম! আমরা হামা টানি তার ওপর। বোল ফোটে প্রেমে! পাঠশালে কপ্‌চাই প্রেম! হাঁড়ীতে চাল

সেই বুকে প্রেমের ধান গজ গজ করছে—বাবা মই দিলেও মরে না —দ্বিগুণ ফলে। দেশে দুর্ভিক্ষ—চোখে প্রেমের জলের বান! ঠকে যাব না—ফুঃ! শুধু শুন্‌লেই খুসী?

রাণী। হ্যাঁ—তা বই কি?

মদন। (স্বগত) বেঁচে থাক বাবা জিনি! ভাগ্যিস্ দিয়েছিলে; নইলে এই রাণীর দুয়োরে হানা দিতে আমার চোদ্দপুরুষেরও সাধ্য হোত না। (প্রকাশ্যে) নেহাতই শুনবে—কি ক'রে কি হোল? শোনা কেন—এই চাক্ষুসই দেখিয়ে দিচ্ছি। এই থলি—সিদ্ধির ঝুলি! যা চাইবো—তাই পাবো। টাকা, মোহর, বাড়ী—মায় তুমি! এই—এই—এখানে রইলো (বুকে রক্ষা) বন্ধুদেরও দেখাইনি। কি জানি যদি ঠকিয়ে নেয়—ঠ—কি—য়ে—নে—য়—

[শু'য়ে ঘুমিয়ে প'ড়ল]

রাণী। একি? মাতাল হ'য়ে পড়লো দেখছি, আর উঠবেনা।

[নেড়ে-চেড়ে দেখ্‌লে]

নাঃ—নিশ্চিন্ত! দেখতে হোল।

[থলি গ্রহণ]

আর যাবে কোথায়? একি সত্যি ব'ল্‌লে—না ধাপ্পা? দেখিই না পরখ করে। মোহর! মোহর! থলি যদি তুমি সত্য হও— মোহরে বাগান ভ'রে দাও।

[মোহর পড়িতে লাগিল, রাণী আহ্লাদে নৃত্য করিতে লাগিল]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বিজন বন—সময় গভীর রাত্রি

বসন্ত, হারীত ও তড়িৎ ঘুমুচ্ছে তাদের আগের মত
—পুরানো—লোটা কম্বল সার হ'য়েছে।

বসন্ত। (তন্দ্রা জড়িত স্বরে) মদনের যা হয় হোক, আর এখানে নয়—আমরা পালাই চল্। (ঘুম থেকে উঠে চারিদিকে চেয়ে) একি! ঘরের আলো নিবুলে কে? কে আলো নিবুলে? বাতি জ্বেলে দাও। কে আছে—বাতি জ্বেলে দাও! এই মশালচি!—কেউ সাড়া দেয় না! সে সব রংদার সহচরীর ঝাঁক কোথায় সরে পড়'লো? কিছু যে দেখ্‌তে পাইনি বাবা! সত্যি চোখে দেখতে পাচ্ছিনে—না মাথা খারাপ হয়েছে? (মাটীতে হাত বুলিয়ে দেখে) বিছানা কোথায় গেল? মখমলের দেড় হাত পুরু বিছানা? বাবা, এ যে, ঘাসের খোঁচা—মাটীতে প'ড়ে আছি! (ভাল ক'রে দেখে) এ বিজন বন! পাশে শুয়ে প্রাণের ইয়ার। কোন্ রাণীর বাড়ী নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিলুম না? ফিরে এসে সেই আমাদের বাড়ী—সেই পরীর বাচ্ছারা এক এক পেট কি খাইয়ে দিলে! নাম ভুলে গেলুম যে তার! খেলেই এক এক পেট নেশা! আরে রোস রোস। সেই এক দুই তিন বোনের এক বোন্! ওঃ ডানাকাটা পরী—বল্‌লেও হয়, আর স্বর্গের অপ্সরা বল্‌লেও হয়। ওঃ—সেই রেশমী

কাপড়ের খস্‌খসে' আওয়াজ আর কপ্‌চান চুলের ভরভরে গন্ধ! পাগল ক'রে দেয় বাবা, অনেক কষ্টে চেপেছিলুম। আর সেই পদ্মের পাপড়ির মতো—আরে দুর! কি ব্যাজ্‌ ব্যাজ্‌ ক'রে বক্‌ছি। রাত্তির ঝাঁ ঝাঁ করছে—আর এই বনের মাঝে! এ কি হোল! কোথায় গেল, সে সব কোথায় গেল—? সত্যি কি পাগল হয়ে খোয়াব দেখছি? আমাতে কি আমি নেই? যদি না থাকি তা হ'লে? না থাকি কি? আলবৎ আছি। সেই মণিমুক্ত দিয়ে সাজানো ঘর—সেই ঘরে স্বর্গের পরী—হুরী—প্রাণের মধ্যে দামিনী চম্‌কে যায় বাবা! তার উপর সোণার থালে চর্ব্ব্যচোষ্য ধোঁয়া উড়ছে খাবার—বাবার জন্মে নামও জানিনি! নাঃ পাগলামির ঝোঁকে এ কি বকৃছি, এঁ্যা? দেশ থেকে বিদেশে এসে শেষটা পাগল হ'য়ে গেলুম না কি? এঁ্যা—সত্যি পাগল হলুম? ওরে বাবারে—পাগল হ'লে কি ক'রে নিজেকে সাম্‌লাবরে! ওরে পাশে এ কে শুয়েরে! এ যে হারীত! ওরে হারীতরে—ওঠ্‌রে—কি সর্ব্বনাশ হ'লরে! আমি পাগল হ'য়ে গেছিরে! দেশ ছেড়ে বিদেশে এসে আমি পাগল হ'য়ে গেলুমরে।

হারীত। (সুরে) গুরু গরজে ঘন ভাদর-আকাশে—

বসন্ত। আরে এর! আমি সত্যি পাগল কিনা এখনো ঠিক হোলনা, আর তুই ধরলি গান—"গুরু গরজে ঘন"! কিন্তু সুরটা যেন শোনা শোনা! যে গাচ্ছিল তার ঠোঁট দু'খানা যেন আল্‌তা-রাঙা! কথা কয় যেন বুকে দু'মুখো ছুরী বসিয়ে দেয়! আর কি হাসি! দাঁতগুলো যেন সাজানো মুক্ত। কিন্তু আমিও খুব শক্ত—ওতে ভুলছিনি। এক—দুই—তিন। কোন্‌টি বেশী সুন্দরী? যাঃ—আবার যে বক্তার হলুম? তা হ'লে জ্ঞান তো নেই। সত্যিই যে

পাগল হয়েছি। এতো বাড়ী নয়—বন, না-—না বন নয় বাড়ী। বাড়ী নয় বন—বন নয় বাড়ী। বাড়ী নয় বন—বন নয় বাড়ী।

হারীত। আঃ কে রে ভ্যান্ ভ্যান্ ক'রে এমন সুখের স্বপ্ন ভেঙ্গে দেয় ?

বসন্ত। ওরে হারীত ? হারীত, উঠেছিস্ ভাই ?

হারীত। না না উঠিনি। এখনো ফর্সা হতে দেরী আছে, পাশ ফিরে শো। গাও সুন্দরি আবার গাও—"গরজে ঘন ভাদর-আকাশে !"

বসন্ত। একি হোল! আমি তো জেগে পাগল, হারীত যে ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই পাগল। আমার বুকের ভিতর গান হাঁচোড় পাঁচোড় করছে। আর ওর যে গলায় আট্‌কে ঘড় ঘড় কচ্ছে, লক্ষণ ভাল নয়। গরীবের ছেলে বনের মধ্যে কে কি খাইয়ে পাগল করে দিয়ে গেল রে বাবা! ওরে হারীত রে—

হারীত। (উঠে) তাই তো, বসন্ত নাকি ? তাই তো—বসন্ত—বসন্ত—

বসন্ত। ওরে আমি উত্তর দিতে পাচ্ছিনে যে, ওরে আমি পাগল হ'য়ে গেছি রে—ওরে কোথায় শুয়ে আছিস বুঝতে পারছিস্‌নে।

হারীত। বুঝবো আবার কি ? সোনার খাটে—গরদের পের্দ্দা মখমলের গদী! এই এতখানি পুরু! তুল্‌তুল্ করছে।

বসন্ত। ওরে হতভাগা, হাত বুলিয়ে দেখ্—হাত বুলিয়ে দেখ্। তুল্‌তুলে মখমল নয়রে, খোঁচা—খোঁচা ঘাসের চাপড়া!

হারীত। তাইতো—সত্যিই তো। এঁ্যা কি হ'ল ? বসন্ত, কোথায় আছি বল্‌তো ?

বসন্ত। ওরে বনের মাঝেরে—বনের মাঝে।

হারীত। তাই তো রে! এতক্ষণ তো ভাল বুঝতে পারিনি। এতো

বনই বটে রে। কোথায় গেল সেই বাড়ী—কোথায় গেল সেই রাণীর বাগান—আর কোথায় গেল সেই—এক—দুই—তিন বোনের এক বোন্?

বসন্ত। ওরে, আমারও যে সেই এক—দুই—তিন বোনের এক বোন্।

হারীত। ভাই বসন্ত—

বসন্ত। ভাই হারীত—

হারীত। তবে আমরা সত্যিই পাগল?

তড়িৎ। (নিদ্রাজড়িত স্বরে) পাথর!

বসন্ত। ওরে, এ যে আবার বলে পাথর! ওরে তড়িৎরে, ভাইরে, আর পাথর নয়রে, ওঠ্‌রে; তোর যদি জ্ঞান থাকে—একবার উঠে আমাদের দশাটা ভাল ক'রে দেখ্‌রে।

তড়িৎ। (উঠে) কিরে, অন্ধকারে অমন চেঁচাচ্ছিস্ কেন? ভয় পেয়েছিস্ নাকি?

উভয়ে। ওরে, আমরা দু'জনে পাগল হ'য়ে গেছিরে।

তড়িৎ। এ্যাঁ, পাগল হ'লি কিরে? এ্যাঁ, তাই তো! সত্যি পাগল, না—মস্করা ক'র্‌ছিস্? মদন কোথায়?

বসন্ত। ওরে, সে সকলের আগে পাগল হ'য়ে—পাগলামির ঝোঁকে কোথায় বেরিয়ে গেছেরে!

তড়িৎ। আমাদের সে অট্টালিকা গেল কোথায়?

হারীত। ওরে, ছিল অট্টালিকা, উপস্থিত হ'য়েছে পাগলা-গারদ।

তড়িৎ। তাই তো রে! তা হ'লে কি তোরা ব'ল্‌তে চাস্—আমাদের সে বনের মাঝে বাড়ী হয়নি?

উভয়ে। নাঃ।

তড়িৎ। পরীরা এসে মুখে মদের পিয়ালা ধরেনি?

উভয়ে। নাঃ।

তড়িৎ। মদনকে খুঁজতে আমরা রাণীর বাগানে যাইনি?

উভয়ে। নাঃ।

তড়িৎ। সেখানে সেই তিন বোনের এক বোন—

বসন্ত। ওরে, এও ক্ষেপ্‌লো; এরও সেই তিন বোনের এক বোন;—ধ'রেছে রোগে!

হারীত। সত্যিই তো—সেই তিন বোনের এক বোন্, ধ'রেছে রোগে!

তড়িৎ। সত্যিই সেই তিন বোনেব এক বোন্? ধ'রেছে রোগে?

হারীত। ধ'রেছে,—হ্যাঁ নির্ঘাৎ ধ'রেছে!

তড়িৎ। ধ'রেছে, তবে ধ'রেছে? তা হ'লে আমিও কি তোদের মত—

উভয়ে। হ্যাঁ—আমাদের মত।

তড়িৎ। সত্যি পাগল?

উভয়ে। সত্যি পাগল!

তড়িৎ। তবে হইচি?

উভয়ে। হুঁ—কোন সন্দেহ নেই।

[তিনজনে গলা ধ'রে কাঁদতে লাগল'—]

তিনজন। ওরে আমাদের কি হ'লরে,—আমরা পাগল হ'য়ে গেলুম রে! আমাদের যে, আবার সেই কাঁধে কম্বল, হাতে লোটা সম্বল হোল রে!

নেপথ্যে মদন। পোষাক চুরি ক'রেছে—মণি-মুক্তোর গয়না চুরি ক'রেছে, কিন্তু থলি আমার বুকে!

(মদনের প্রবেশ)

ঠকিয়ে নেবে? কেমন পালিয়ে এসেছি বাবা?

বসন্ত। এই যে মদন! মদন, তুই ও?

মদন। কি?

হারীত। পাগল হ'লি?

মদন। পাগল হব কেন? এক, দুই, তিন, চার!—তার ভেতোর যে বড়—

বসন্ত। আর দেখতে হবে না। আমরা পেয়েছিলুম তিনপো দোষ, মদনের হ'য়েছে চারপো।

তিনজনে। ওরে আমাদের কি হ'লরে—আমরা চারজনেই পাগল হ'য়ে গেলুম রে—

মদন। পাগল হব কেন?

বসন্ত। যদি না-ই হবো, তা হোলে আমাদের সে অট্টালিকা গেল কোথায়? সে যে এখনো মাথার ভেতোর থেকে যায় না!

মদন। আমরা পথ ভুলেছি, এ বনে আমাদের সে অট্টালিকা ছিল না।

হারীত। তবে কোথায় ছিল?

মদন। চুলোয় যাক্—কে তার খোঁজ করে? একটা ছিলো দশটা হবে। এই দ্যাখ্, (থলি দেখালে) তোদেরও দেখাইনি। একে যা হুকুম ক'রবো—তাই পাবো।

তিনজন। পাবো—পাবো? (লাফিয়ে উঠলো।)

মদন। গোলবাৎ!

হারীত। তবে দেখা ভাই, তোর কেরামতি। প্রমাণ কর্ যে, সত্যি আমরা পাগল হইনি।

মদন। হাঃ হাঃ হাঃ এই কথা? থলি, ফিন্ বোলাও বাড়ী—যার ফটক ঠেকে গিয়ে ওই আকাশের মাথায়। আর তার ভিতরে—এয়া মোটা মোটা থাম—সোনার কড়ি, রূপর বরগা, মণি-মুক্তোর মেঝে—

[বসন্ত হারীত ও তড়িৎ তিনজনের নিরাশা ব্যঞ্জক মুখভাব প্রকাশ]

মদন। আরে, একি হ'ল? এই থলি—একি সত্যি থলি না স্বপ্নের থলি? ওরে বসন্ত, ও হারীত, ওরে তড়িৎ, তোরা সত্যি পাগল, না আমি সত্যি পাগল?

তিনজনে। এতক্ষণে তিনজনে যা হয় এক রকম ছিলুন, এখন দেখছি আমরা চারজনেই পাগল!

মদন। তা হ'লে এ থলি এলো কোথা থেকে?

বসন্ত। ওটা ভিক্ষের ঝুলি, কোথায় কুড়িয়ে পেয়েছিস্।

মদন। হ্যাঁরে, তাই নাকি? সত্যিই তাই নাকি?

হারীত। তা নয় তো কি?

মদন। তা হ'লে কোনটা সত্যি? পাগল হয়েছি সত্যি—না এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলাম—সত্যি?

বসন্ত। দুই সত্যি। আমরা চারজনেই দেখেছিলুম পাগলের স্বপ্ন।

মদন। (নিরাশ ভাবে) তা হ'লে এখন উপায়?

বসন্ত। রাত কত?

মদন। হবে, রাত দুপুর!

হারীত। তা হ'লে আমি আর দাঁড়াতে পারিনি। সারাদিন পথ চ'লে ঘুমে আমার গা ভাঙ্গচে।

মদন। আমারও।

বসন্ত। আমারও।

তড়িৎ। আমারও।

মদন। আমি এই জমী নিলুম।

হারীত। আমিও!

তড়িৎ। আমিও!

বসন্ত। বেশ! তা হ'লে চারজনেই ঘুমুই, তারপর রাত্তিরে চারজনেই বাঘের পেটে যাই!

মদন। ওদের দু'জনের নাক ডাকছে—আমারও ডাকে।

বসন্ত। ইয়ারকি নয়! সকলের এক সঙ্গে ঘুমোনো হবে না।

মদন। তবে একটা বন্দোবস্ত করে নাও।

বসন্ত। কি বন্দোবস্ত?

মদন। পালা ক'রে জাগি আয়। পহরে পহরে একজন ক'রে জাগি, আর তিনজন ক'রে ঘুমুই!

বসন্ত। বেশ, তা হ'লে তোরা তিনজনে ঘুমো। প্রথম পহরে আমিই প্রহরী।

[বসন্ত ছাড়া সকলে ঘুমোলো]

বসন্ত। স্বপ্নটা চোখ থেকে গেছে, কিন্তু মাথা থেকে এখনো যায়নি! চীনের জঙ্গলটা ঠিক্ আছে। এটা আর স্বপ্ন হ'লো না। দাঁড়িয়ে আর জাগতে পারিনি—গাছতলায় একটু বসি।

[এই গা'ছতলায় আগেকার জিনি কাপড়ে গা—হাত-মুখ ঢেকে গাছে ঠেসান দিয়ে ঘুমুচ্ছিলো। বসন্ত যেমন তার গায়ের উপরে বোসে প'ড়লো, অমনি জিনি তার গাত্রাবরণ ফেলে দিয়ে ব'লে উঠ লো—]

জিনি। কে রে বেল্লিক ?

বসন্ত। ওঃ বাবা! এতো স্বপ্ন নয়—এ যে চাক্ষুস! (ভয়ে) কে বাবা তুমি ?

জিনি। আমি জিনি। তুমি কে ?

বসন্ত। মোসাফের।

জিনি। এখানে কেন ?

বসন্ত। (ভয় জড়িতস্বরে) চার ইয়ারে দেশ বেড়াতে এসেছিলুম।

জিনি। তারপর ?

বসন্ত। তারপর, কখন থেকে যে স্বপ্ন দেখছি, তার ঠিক ক'রে উঠতে পারছিনি বাবা। মাথা গুলিয়ে গেছে!

জিনি। হুঁ—বুঝতে পেরেছি। তোমাদের ভেতরে যার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিলো, সে কোথায় ?

বসন্ত। কার সঙ্গে যে দেখা হয়েছিলো—তাতো জানিনি বাবা!

জিনি। কাল রাত্তির থেকে আজ এই রাত্তির পর্য্যন্ত কোথায় ছিলে ?

বসন্ত। কোথাও ছিলুম না বাবা! এই বনে খালি স্বপ্ন দেখ্‌ছিলুম।

জিনি। কি স্বপ্ন দেখছিলে ?

বসন্ত। স্বপ্ন দেখছিলুম্—যেন ঘুম ভাঙ্গলো; তারপরে—মস্ত একটা বাড়ী। তারপরে দাসদাসী, পরীর ঝাঁক! তারপরে গরম গরম খাবার—মদের ফোয়ারা! তারপর রাণীর বাগান, তারপর তিন বোনের এক বোন্! তারপর—ঘুম ভেঙ্গে পাহারা দিতে দিতে সাম্‌নে তুমি!

জিনি। তোমাদের চারজনের ভেতরে কারুর কাছে একটা থলি দেখেছো ?

বসন্ত। দেখেছি বাবা, মদনের কাছে এই ভূয়ো থলি।

জিনি। হুঁ—বুঝতে পেরেছি, আসলটি খুইয়েছে! আহাম্মোক্!

বসন্ত। হ্যাঁ বাবা জিনি, তা হ'লে স্বপ্ন নয়? আসলে ছিলো?

জিনি। ছিল,—আমিই দিইছিলুম। তোমাদের মধ্যে যাকে দিইছিলুম—সে খুইয়েছে।

বসন্ত। তা হ'লে সে অট্টালিকা মিছে নয়?

জিনি। না।

বসন্ত। তা হো'লে রাণী, আর তার তিন বোন্—সেও সত্যি?

জিনি। বুঝতে পেরেছি। রমণীর কুহকে প'ড়ে আমার দেওয়া থলিটি খুইয়েছো। জড়-জগতের সর্ব্বসিদ্ধি সেই থলির ভেতোরে ছিল।

বসন্ত। বল কি? এঁ্যা, সর্ব্বসিদ্ধি! হ্যাঁ বাবা, আর কি সেটি পাওয়া যায় না?

জিনি। কি ক'রে পাওয়া যাবে, যে নিয়েছে সে না দিলে?

বসন্ত। হ্যাঁ বাবা, সিদ্ধির ওপরে গাঁজা চড়ালেও কি সে থলি আর মিল্‌বে না?

জিনি। না। যে নিয়েছে, সে যদি ইচ্ছা ক'রে কখনো দেয় তবেই মিল্‌বে।

বসন্ত। কে নিয়েছে বাবা, তার সন্ধান কিছু ব'লতে পার?

জিনি। কে নিয়েছে সেটা আর বুঝতে পাচ্ছনা? রাণী আর তার তিন বোন, তারাই তোমাদের দেওয়ানা ক'রেছে, তাদেরই ভেতর একজন নিয়েছে, নিয়ে তার বদলে এই ভূয়ো থলিটা দিয়ে দিয়েছে।

বসন্ত। হায়—হায়—হায়! মদনটা ক'রলে কি! তাকে না দিয়ে যদি আমায় দিতে বাবা! মানুষ চিন্‌তে পারনি? বন্ধু বটে—মনে ক'রোনা চুকলি কাটচি—মদনটা ঐ রকম, বড় হালকা।

হায় হায়! এমন জিনিষও মানুষে খোয়ায়! বোকা আর কাকে বলে!

জিনি। তোমাকে দিলে তুমিও যে না খোয়াতে তার প্রমাণ কি? তোমাদের তো এক দেশেই বাড়ী?

বসন্ত। দিয়েই দেখ না বাবা! ওই রকমের একটা কিছু দিয়েই দেখো! এ আর মদন পাওনি—এ বসন্ত!

জিনি। (স্বগত) হা—হা—নিজের জাত ভায়ের নিন্দা করে—বেশ দেশের মানুষ! (প্রকাশ্যে) দেখো, আমার কাছে কিছু আর নেই, আছে কেবল একটি বাঁশী, এইটিই তোমায় দিলুম।

বসন্ত। থলির বেলায় দিলে মদনকে, আর আমার বেলায় খালি একটি বাঁশী!

জিনি। যে দেশের পুরুষ মেয়ে মানুষের কুহকে ভোলে, তাদের হাতে বাঁশীই তো সাজে! তুমি বাঁশী বাজাবে, আর তোমার বন্ধুরা নাচ্‌বে। এ বাঁশীর গুণ কি জানো?

বসন্ত। কি?

জিনি। এই বাঁশীর আওয়াজ যে শুনবে তাকেই নাচতে হবে। দেশে ফিরে যাও, গিয়ে বাঁশী বাজাও, দেখবে, দেশশুদ্ধ লোক ধেই ধেই নাচ্‌ছে!

[বাঁশী দিয়ে জিনি চ'লে গেল]

বসন্ত। যাক্‌, কিছু না'র চেয়ে কিছু ভালো। ব'লে গেলো, যে এই বাঁশী শুনবে—সেই নাচ্‌বে। দাঁড়াও,—মাথায় একটা বুদ্ধি আস্‌ছে। এরা তিনজন ঘুমুচ্ছে, ভোরও হ'য়ে এলো; এদের আর ডাকা হবে না। শুন্‌লুম তো—থলি নিয়েছে—সেই চার বোনের

এক বোন। মদনটা রাণীর সঙ্গে মিশেছিলো, বোধ হয় রাণীই নিয়েছে। কোনও রকমে যদি এই বাঁশী রাণীকে শোনাতে পারি, তাকে নাচিয়ে থলি উদ্ধার ক'র্‌বো। চল্লুম বাঁশী নিয়ে সটান সেই রাণীর বাগানে। থলি উদ্ধার কর্ব্বো—তবে ফির্‌বো। বাবা জিনি! বুদ্ধি থাকলে বাঁশী বাজিয়েই মাত করা যায়! এবার থলি পেলে মদনকে আর দিচ্ছিনি; নিজের কাছেই রাখবো, আর সকলের ওপোর কর্ত্তামি ক'রবো! ব্যাস্, আর আমায় পায় কে?

[বসন্ত চ'লে গেল]

[তিন বন্ধু জেগে উঠ্‌লো]

তিনজন। এবার কার পালা রে—কার পালা? বসন্ত—বসন্ত—

মদন। তাইতো—বসন্ত যে সাড়া দেয় না?

হারীত। তাইতো, গেল কোথায়? এদিকেও ফর্সা হ'য়ে এল।

তড়িৎ। খুঁজে দেখি আয়। বসন্ত—বসন্ত—

মদন। আমাদের কাউকে না ডেকে কোথায় গেলো?

হারীত। বাঘে খেলে নাকি?

মদন। দুর—তাহ'লে চ্যাচাতো।

তড়িৎ। ভাল কথা নয়, ছিলেম এক গণ্ডা, পৌনে এক গণ্ডা হ'তে রাজী নই,—চল্—খুঁজে দেখি। আমরা ঘুমিয়েছিলুম, আমাদের ঝোঁক কেটে গেছে, সে জেগে পাহারা দিচ্ছিলো, তার ঝোঁক কাটেনি। পাগ্‌লামির ঝোঁকে বেরিয়ে পড়েছে। চল্—খুঁজে দেখি।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাণীর বাগান

রাজা ও তিনজন চিকিৎসক

রাজা। আমি আর ঘরে থাকতে পারি না, আমি এই বাইরের ফাঁকা হাওয়ায় একটু বেড়াবো।

১ম চিকিৎসক। কিন্তু মহারাজ,—

রাজা। বেড়াবো—তাতে আবার কিন্তু—মহারাজ—!

২য় চিকিৎ। আজ্ঞে,—

রাজা। আজ্ঞে! তোমার কিন্তু—তোমার আজ্ঞে—(তৃতীয় চিকিৎসকের প্রতি) মহাশয়ের কিছু বলবার আছে?

৩য় চিকিৎ। বাইরের চাইতে ঘরে থাকাই এ অবস্থায় আপনার পক্ষে প্রশস্ত।

রাজা। এ অবস্থা! এ অবস্থা হলো কি ক'রে?

১ম চিকিৎ। (মাথা চুল্‌কাইয়া) আজ্ঞে—সেটা দৈবাধীন।

রাজা। দৈবাধীন! তোমরা কার অধীন?

২য় চিকিৎ। আজ্ঞে, মহারাজের!

রাজা। তা হ'লে চুপ ক'রে ঐখানে ব'সো।

৩য় চিকিৎ। কিন্তু মহারাজ, আমাদের তো বসবার উপায় নাই, আপনি যতক্ষণ না বসছেন।

রাজা। এখনো সে জ্ঞানটুকু আছে, দাও আমাকে একখানা আসন এইখানে। আমি এখানেই বসি।

১ম চিকিৎ। কিন্তু মহারাজ বসাতো আপনার হ'তে পারে না!

২য় চিকিৎ। আপনাকে যে দাঁড়িয়ে থাকতেই হবে।

৩য় চিকিৎ। নচেৎ বায়ু প্রবল হওয়ার সম্ভাবনা।

রাজা। আমি মনে কচ্ছি—

১ম চিকিৎ। মহারাজ!

রাজা। কি?

১ম চিকিৎ। মনে করা তো আপনার চ'লবে না।

রাজা। মনে করা চ'লবে না?

২য় চিকিৎ। আজ্ঞে না। আপনার মনেরই যে চিকিৎসা আমরা কচ্ছি।

১ম চিকিৎ। কিন্তু মহারাজ, ব'সতে তো হবে আপনাকে ঘরে গিয়ে।

রাজা। বটে! তা হ'লে আমার এ অবস্থাটা দৈবাধীন, না তোমাদের অধীন?

২য় চিকিৎ। আজ্ঞে—উপস্থিত আপনি চিকিৎসা-শাস্ত্রের অধীন।

রাজা। আমি কারোর অধীন নই। তোমাদের চিকিৎসা-শাস্ত্রও পোড়াব, সঙ্গে সঙ্গে তোমাদেরও পোড়াব।

১ম চিকিৎ। (অপর দুইজন চিকিৎসককে জনান্তিকে) দেখ্‌ছ কি, আবার সুরু হলো।

২য় চিকিৎ। ক্ষেপ্‌লো।

৩য় চিকিৎ। সকলে একটু সতর্ক থাকি এসো।

রাজা। আমার পরিচারক এখানে কে আছ? কে আছ এখানে আমার পরিচারক?

(দু’জন পরিচারকের প্রবেশ)

[দু’জনের মধ্যে একজন তোৎলা ও একজন কালা।]

তোৎলা। ম—ম—ম—ম—মহারাজ !

কালা। (উচ্চৈঃস্বরে) মহারাজ ! কি হুকুম।

রাজা। এই যে, ঘুরে ফিরে আবার তোমরা দু’জনেই এসেছ, একজন তোৎলা আর একজন বদ্ধ কালা। (চিকিৎসকের প্রতি) দেখ, আমি বুঝতে পেরেছি, উপস্থিত আমি দৈবাধীনও নই, আর তোমাদের শাস্ত্রের অধীনও নই। অধীন এই দু’ বেটা ভূতের।

তোৎলা। হু—হু—হুকুম মহারাজ—

কালা। (উচ্চৈঃস্বরে) হুকুম মহারাজ—

রাজা। থাম্ ! চেঁচিয়ে কানে তালা ধরিয়ে দিলে ! এই দু’জনে আছ, আর একজন কাণাকে সঙ্গে নিতে পার নি ? তা হ’লে তেরোস্পর্শ হ’য়ে যেতো ?

১ম চিকিৎ। রাজপুরীতে পুরুষ চাকর তো আর কেউ নেই, এই দু’জনই আছে।

রাজা। কেন, পুরুষ চাকর সব গেল কোথায় ?

১ম চিকিৎ। আজ্ঞে মহারাণী সব পুরুষ চাকরদের জবাব দিয়েছেন, তার পরিবর্ত্তে স্ত্রীলোক চাকর রেখেছেন, এরা দুজন আছে মাত্র আপনার পরিচর্য্যার জন্য।

রাজা। বাঃ—এর মধ্যে এত উন্নতি হয়েছে, মেয়েরা সব চাকরের কাজ কচ্ছে ! বেশ বেশ, তা হ’লে চাকরের দল সব ক’রবে কি ? তারা সব গেল কোথায় ?

১ম চিকিৎ। তারা মাঠে চ’রে বেড়াচ্ছে।

২য় চিকিৎ। যেহেতু কোন বাড়ীতেই আর পুরুষ চাকর নেই।

রাজা। তোমরা তো দিব্বি রয়েছ দেখ্‌ছি। তোমাদের তো কোন পরিবর্ত্ত হয়নি ?

১ম চিকিৎ। তারও ব্যবস্থা হ'চ্ছে! স্ত্রীলোকেরা উপযুক্ত হ'লেই আমাদেরও দেখ্‌তে পাবেন না। আমাদেরও পরিবর্ত্ত হবে।

রাজা। (পরিচারকদ্বয়ের প্রতি) এই, এদিকে আয়, আমার এই পায়ের শেকল খুলে ফ্যাল্‌।

তোৎলা। আঁ—আঁ—আঁ—জ্ঞে—

কালা। হুকুম নেই।

রাজা। হুকুম নেই—কার হুকুম ?

তোৎলা। রা—রা—রা—রা—রা—

কালা। রাণীর।

রাজা। যেটুকু পাগল হ'তে বাকী ছিল, এই বেটারাই তা শেষ ক'রলে! (চিকিৎসকের প্রতি) হাঁ করে দেখ্‌ছ কি, আমি আর সহ্য করবো না, খোল এই পায়ের বেড়ি আর হাতের বালা, আমি বসবোই।

১ম চিকিৎ। মহারাজ মাপ করবেন—বেড়ি পরান যত সোজা, খোলা তত সোজা নয়।

রাজা। তার মানে ?

১ম চিকিৎ। তার মানে, অপরাধ নেবেন না, তার মানে—

২য় চিকিৎ। তার মানে—

৩য় চিকিৎ। তার মানে—

রাজা। তার মানে আমি পাগল ?

২য় চিকিৎ। জ্ঞান ফিরে আসছে। মহারাজ, একটা নিবেদন আছে।

রাজা। কি বল ?

২য় চিকিৎ। (চীনদেশের একটা গোণবার যন্ত্র নিয়ে রাজার কথা গুণ-ছিল) মহারাজ! এক সঙ্গে আপনি একশো আট অক্ষরের বেশী কথা ক'য়ে ফেলেছেন। উপস্থিত তিন ঘণ্টা কাল আপনার কথা কওয়া চ'লবেনা।

রাজা। গুণে কথা কইতে হবে ? তাতে রাজী নই, ওজন ক'রে কথা কইবার রীতি আছে। বেআইনী চ'লবেনা, নিয়ে এসো নিক্তি, কথা ওজন ক'রে নাও।

১ম চিকিৎ। প্রলাপ। দেখ্‌ছ কি! নাকে ধোঁয়া দাও, গিরগিটির ল্যাজ পুড়িয়ে ধোঁয়া! নইলে সামলান যাবেনা।

(তিনজন সভাসদের প্রবেশ)

রাজা। তোমরা আবার কারা ? ল্যাজ যোগান দিতে এলে নাকি ? পোড়াও তোমাদের ল্যাজ, উপায় নেই।

৩য় সভা। মহারাজ, চিন্‌তে পাচ্ছেন না ?

রাজা। না।

২য় সভা। আহা, সেই মানুষ!

১ম সভা। আমরা যে আপনার সভাসদ্!

রাজা। মিথ্যা কথা, আমার সভাসদ্ ? তা হ'লে পায়ে মল কৈ, হাতে বালা, গলায় ধুক্‌ধুকি ?

৩য় সভা। মহারাজ রাজ্যে বড় বিপদ।

রাজা। (নিজের হাত ও পা দেখিয়ে) এর চাইতেও ?

১ম সভা। আজ্ঞে হাঁ।

২য় সভা। রাজ্যে জিনির উপদ্রব হ'য়েছে।

রাজা। তাতো হ'য়েইছে। এই আমায় দেখে বুঝতে পাচ্ছনা ?

৩য় সভা। মহারাজ আপনাকে পেয়েছে দেশের জিনি, তারা বিদেশের জিনি, তারা স্বদেশের নয়।

রাজা। বিদেশের! তা হ'লে মজা আছে, দেখ্‌তে কেমন ?

৩য় সভা। বহুরূপী! রাতারাতি বনে বাড়ী বানায়, সকালে ওড়ায়! কখনো রাজপুত্তুর, কখনো টহলদার! শুনেছি কাল রাত্রে তাদেরই দলের চারজন এসেছিল রাজ বাড়ীতে নেমন্তন্ন খেতে—

রাজা। বটে! ফলারও হ'য়ে গেছে!

১ম সভা। রাণী নাকি নেমন্তন্ন করেছিলেন।

রাজা। (চিকিৎসকদের প্রতি) দাও, মালিস দাও, ভাল ক'রে মালিস দাও। মেয়েদের ব্যায়রাম আমার ব্যায়রামকেও ছাড়িয়ে উঠেছে।

২য় সভা। এবার এয়েছে বাঁশী হাতে।

রাজা। আরে বাঃ—সুরেলা জিনি! বাজায় কেমন ?

১ম সভা। আমরা কেউ তা শুনিনি।

২য় সভা। আজ্ঞে দেখ্‌লে আর শুনলে কি মহারাজের কাছে আসতে পারতুম, এতক্ষণ ধেই ধেই নাচতুম।

রাজা। তবে জান্‌লে কি ক'রে!

৩য় সভা। আমার মেজ খুড়ী গিয়েছিল গড়ের মাঠে ঘোড়ায় চ'ড়ে হাওয়া খেতে—

রাজা। তারপর ?

৩য় সভা। তারপর—বেড়াতে বেড়াতে খানিক বাদে কোথা থেকে বেজে উঠ্‌লো এক বাঁশী!

২য় সভা। সেই জিনির বাঁশী!

৩য় সভা। তারপর যেমন বাঁশী শোনা—ঘোড়াও নাচতে লাগলো

আর তার পিঠের উপর দাঁড়িয়ে না উঠে, খুড়ীও নাচতে সুরু করলে।

তিনজন চিকিৎ। অ্যাঁ—বল কি ?

৩য় সভা। আর বল কি—? কেল্লার ভেতর থেকে পিল্ পিল্ ক'রে সেপাই বেরোয় আর বাঁশী শোনে অমনি ধেই ধেই ক'রে নাচে—

১ম চিকিৎ। খুড়ী ফিরলো কি ক'রে ?

৩য় সভা। নাচতে নাচতে—

রাজা। আরে বাঃ! বাঁশী না শুনেই যে আমার নাচতে ইচ্ছে ক'চ্ছে। খুলে দাও আমার পায়ের বেড়ি, আমি নাচবো।

২য় চিকিৎ। (চিকিৎসকদের প্রতি) দেখ দেখি—একে সামলাতে পারিনি, তার উপর এক গাঁজাখুরি গল্প তুলে, দিলে আবার ক্ষেপিয়ে।

রাজা। (চিকিৎসকদের প্রতি) গড়ের মাঠে গিয়ে সেই বাঁশী বাজান জিনিকে ডেকে নিয়ে এসো। আমি বাঁশী শুনবো।

১ম চিকিৎ। মহারাজ ওদের মিছে কথা—

রাজা। মিছে হোক্, সত্যি হোক্ আমি সেই বাঁশী বাজান জিনিকে দেখবো। (সভাসদগণের প্রতি) তোমরা কেউ তাকে এখানে আনতে পারবে ?

৩য় সভা। মহারাজ, মাপ করবেন।

রাজা। বুঝতে পেরেছি (চাকরদের প্রতি) তোরা পারবি ?

তোৎলা। আঁ—আঁ—আঁ—আঁ—

রাজা। এ বেটা তো আঁ ক'রেই সারলে। (কালার প্রতি) তুই পারবি ?

কালা। (ততোধিক উচ্চৈঃস্বরে) না।

রাজা। তুই বেটা ও'না। আর কেউ কি নেই এখানে যে, আমার হুকুম শোনে ?

(টঙ্কুর প্রবেশ)

টঙ্কু। মহারাজ, আমি আছি।

রাজা। কে টঙ্কু ? আছ এখনো ? তোমার আর পরিবর্ত্ত হয়নি বুঝি ?

টঙ্কু। মহারাজ, পরিবর্ত্ত আগে হ'ত। এখন যে বিয়েই উঠে গেছে। পরিবর্ত্ত আর হবে কেমন ক'রে ?

রাজা। তুমি আমার একটা হুকুম শুনবে ?

টঙ্কু। আজ্ঞে করুন মহারাজ, এখনি শুন্‌বো।

১ম চিকিৎ। কিন্তু মহারাজ, আপনার হুকুম শোনা যে এখন নিষেধ।

রাজা। তা হ'লে তোমরা হুকুম কর, ও শুনুক।

২য় চিকিৎ। মাপ করবেন মহারাজ, আমরা তো আর আপনার মত—

রাজা। পাগল হওনি ? তা হ'লে টঙ্কু, এখন তোমায় হুকুম করে কে ?

টঙ্কু। মহারাজ, আপনি কিম্বা এঁরা কি যে ব'লছেন কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনে।

রাজা। (চিকিৎসকদের প্রতি) কিহে, সেটা বুঝিয়ে দেবার অধিকার আমার আছে ?

৩য় চিকিৎ। তা আছে।

রাজা। তা হ'লে টঙ্কু, বুঝিয়ে দিই শোন—আমি পাগল হয়েছি, আমার হুকুম করা নিষেধ। এঁরা পাগল হন্‌নি সুতরাং এঁদের হুকুম করা সাজেনা। এখন হুকুমটা করে কে ?

টঙ্কু। আমি। আমার এদের মত টন্‌টনে জ্ঞানও নেই। আর পূরো

পাগলও নই ; আধ-পাগল হয়েই আছি ! নিজেকে নিজে কি হুকুম করবো সেটি দয়া ক'রে ব'লে দিন।

রাজা। গড়ের মাঠে একজন জিনি এসেছে, সে নাকি খুব ভাল বাঁশী বাজায়, তাকে ডেকে আনতে পার ? আমি তার বাঁশী শুনবো :

টঙ্কু। খুব পারি। এই চ'ল্‌লাম মহারাজ !

চিকিৎসকগণ। (টঙ্কুর এক হাত ধ'রে) আহা, কর কি—কর কি ?

সভাসদগণ। (অন্য হাত ধরে টানলে) আহা কর কি—কর কি ?

টঙ্কু। মহারাজ, এরা যে দু'দিক থেকে টানে ?

রাজা। দেখ্‌ছি—আমার মতো পূরো না ক'রে এরা আর তোমায় ছাড়বেনা। তা হ'লে হুকুম শোনে কে ?

৩য় সভা। (টঙ্কুর প্রতি) আরে যাচ্ছ কোথায় ? সেখানে গেলেই নাচতে হবে।

টঙ্কু। আরে, আগে মহারাজের জন্য কত লোক মাথা দিয়েছে আর আমি একটু নাচতেও পারবো না ? আমায় কি এমনি বেইমান ঠাওরাও ?

সভা সকলে। (টঙ্কুকে ছেড়ে) তবে যা—নাচ্‌গে যা।

চিকিৎ-গণ। আমরা আর কত তেল জোগাব ?

টঙ্কু। মহারাজ, আমি তাকে আনলুম ব'লে ! [প্রস্থান।

রাজা। বেঁচে থাক টঙ্কু—বেঁচে থাক।

১ম চিকিৎ। গতিক বড় সুবিধের নয়, মহারাজকে নিয়ে ঘরে তোল।

২য় ও ৩য় চিকিৎ। তাই চল।

৩য় সভা। মহারাজ, যে বিপদের খবর আপনাকে দিতে এলাম—সেই বিপদ ডেকে আনছেন ?

২য় সভা। তা হ'লে আমরা গিয়ে ঘরে খিল দিই গে ?

১ম চিকিৎ। মহারাজ, দয়া ক'রে ঘরে আসুন।

২য় চিকিৎ। নইলে আপনার রাজ-হাত ধ'রে নিয়ে যেতে বাধ্য হ'ব।

রাজা। ~~হও!~~ ঘাড়েই যখন হাত দিয়েছ—তখন হাত ধ'রে—আর বেশী কি ক'রবে বল?

১ম চিকিৎ। ভাই সব, একটু সাহায্য কর। বুঝতেই তো পাচ্ছ! মহারাজকে হাত ধরাধরি ক'রে ঘরে নিয়ে গে তুলি। নইলে টঙ্কু যদি সত্যিই জিনিকে নিয়ে আসে—

সকলে। তা হ'লে ধর, মহারাজকে ধর—ঘরে নিয়ে চল।

[সকলে মহারাজের হাত ধরলে]

রাজা। ম্যয় কভি নেই জাওয়েঙ্গে—কভি নেই জাওয়েঙ্গে—আমি বাঁশী শুনবো—বাঁশী শুনবো।

(তিন কন্যার প্রবেশ)

১ম কন্যা। একি, তোমরা করেছ কি? আবার এঁকে বাইরে এনেছ?

রাজা। (মেয়েদের দেখিয়ে) আমি কিন্তু এঁদের দুনিয়ায় এনেছিলুম!

২য় কন্যা। ছি ছি, লজ্জায় আমাদের মুখ দেখাবার জো নেই।

রাজা। আমার এখনো আছে।

৩য় কন্যা। এই প্রকাশ্য বাগানে—সকলের সাম্‌নে—

রাজা। আয় জিনি চ'লে আয়। এখনো আমার মেয়েদের লজ্জা আছে—চ'লে আয় এখানে।

১ম কন্যা। বাবা, এমনি ক'রে আমাদের মুখ পোড়াচ্ছ?

২য় কন্যা। দিদিকে বলি—ও পুরুষ বদ্যির কাজ নয়—

রাজা। মুখে ওড়না চাপা দাও—বৈদ্যরাজের দল, মুখে ওড়না চাপা দাও।

৩য় কন্যা। আর যেমন সব সভাসদ! পাগল নাচাচ্ছে!

রাজা। সভাসদ্‌দের সব ঘাঘরা পরিয়ে দাও—ঘাঘরা প'রিয়ে দাও।

১ম কন্যা। এখনো পুরুষ চাকর রাজপুরীতে?

২য় কন্যা। দিদিরও দেখ্‌ছি মাথা খারাপ হ'য়েছে।

১ম চিকিৎ। আমরা তো সেই থেকে চেষ্টা ক'রছি, মহারাজকে কিছুতে ঘরে নে যেতে পারছিনি।

১ম কন্যা। (রাজার কাছে গিয়ে) হেই বাবা, লক্ষ্মী বাবা, ঘরে এসো বাবা, আর আমাদের মাথা হেঁট করো না বাবা!

২য় ও ৩য় কন্যা। হেই বাবা—তোমার পায়ে পড়ি বাবা—

রাজা। তিন কন্যে রাঁধেন বাড়েন—এক কন্যে খান! তিনি কোথায়? তোমাদের বড়?

২য় কন্যা। তুই যা তো ছুট্‌কি! মন্ত্রী মশাইকে ডেকে আন। মন্ত্রী—সেনাপতি—তারা এসে জোর ক'রে বাবাকে ঘরে তুলুক।

৩য় কন্যা। আমি এখুনি যাচ্ছি। [প্রস্থান।

রাজা। এখনো মন্ত্রী আছে—সেনাপতি আছে? পুরুষ? না মেয়ে?

নেপথ্যে টঙ্কু। মহারাজ—এনেছি—এনেছি!

চিকিৎসকগণ। সর্ব্বনাশ!

২য় সভা। ওহে, এনেছে বলে যে!

১ম কন্যা। টঙ্কু কি আনছে?

(বাঁশী বাজাতে বাজাতে বসন্ত টঙ্কুর সঙ্গে প্রবেশ ক'রলে)

টঙ্কু। (নাচতে নাচতে) মহারাজ, এইবার সামলান্ এই সেই গড়ের মাঠের জিনি।

সভাসদগণ। কি সর্ব্বনাশ! (নাচতে লাগ্‌লো)

রাজা। বাঃ—এ যে দিব্য নাচায়—(নাচতে লাগ্‌লো)

১ম কন্যা। মুখখানা যেন চেনো—চেনো। (নাচতে লাগ্‌লো)

২য় কন্যা। তাই তো লো? আমারও যে তাই—মুখখানা যেন চেনো চেনো। (নাচতে লাগ্‌লো)

১ম চিকিৎ। ভায়া আমাকেও যে নাচায়—(নাচতে লাগলো)

২য় চিকিৎ। আমারও কোমর দুল্‌লো—(নাচতে লাগলো)

৩য় চিকিৎ। এ কি বাঁশীরে—। (নাচতে লাগলো)

ভোঁৎলা। আঁ—আঁ—আঁমারও— (নাচতে লাগলো)

কালা। একি সবাই নাচে কেন?

[যেখানে বাঁশী উচু পর্দ্দায় বাজে কালা সেইখানে নাচে, আবার বাঁশী নীচু পর্দ্দায় বাজলে থেমে যায়]

টঙ্কু। খুলে দাও মহারাজের পায়ের মল—হাতের বালা খুলে দাও, মহারাজ ভাল ক'রে নাচুন।

রাজা। কেয়া ফুর্‌তি—কেয়া ফুর্‌তি—আমার পায়ের বেড়ী খুলে দাও—আমি নাচবো! হাতের বালা খুলে দাও—ভাও বাত্‌লাবো!

(তৃতীয় কন্যার সঙ্গে সহচরীদের নাচতে নাচতে প্রবেশ)

গান

তিনকন্যা—কে এলো বিদেশী সই, বাঁশীর সুরে মন মাতায়,
নাচে প্রাণ ফুরফুরে হাওয়ায়!
টঙ্কু—দেখ, জিনির বাঁশীর গুণ,
চিকিৎসকগণ—বাপরে বাপ্—নেচে হলেম খুন,
সভাসদগণ—বুড়ো হাড়ে ধরিয়ে দিলে ঘুণ!

টঙ্কু—এক ক্ষুরে মুড়োনো মাথা—
দেখ, সবাই কেমন খাবি খায় !
তোৎলা—অ্যাং—অ্যাং—অ্যাং—অ্যা-
কালা—লাফাই যেন ব্যাং !

একজন কাঠুরিয়া বেরুলো

মারি কুড়ুল গুঁড়ীর গায়,
হায় হায় ! লম্ন এসেছে পায় !

একজন কাঠকুড়ণী বেরুলো

'ফোক্‌লা বুড়ী—কুড়ুই কাঠের চাকলা,

একজন জেলে বেরুলো

আমি ঘুরিয়ে ফেলি খ্যাপলা,

একজন ফিরিউলী বেরুলো

আমি রঙ্গের ফিরিউলী—
রস যোগাই পাড়ায় পাড়ায় !

একজন চাষা বেরুলো

আমি শুকনো মাঠে লাঙ্গল চালাই ।

একটি ছোট ছেলে বেরুলো মুড়ি খেতে খেতে—

আমি মুলি খাই—আমি মুলি খাই,

একজন ভিখিরী বেরুলো

বাবা, আমি জাত ভিকিরি, ভিক্ষে করি পেটের দায় ।
সকলে—সাবাস্‌ সাবাস্‌ সাবাস্‌ জিনি,
বাজিয়ে বাঁশী দেশ মজায় !

তৃতীয় দৃশ্য

রাজবাড়ীর অলিন্দ

হাসিন। তা হ'লে মহারাজকে গিয়ে কি বল্‌বো? মন্ত্রী, সেনাপতি, সভাসদ সকলেই শোন্‌বার জন্যে হাঁ ক'রে আছে।

রাণী। আমার এক উত্তর, দুই উত্তর নেই।

হাসিন। কিন্তু সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে বাঁশী ওয়ান জিনি আজকের রাতটা অপেক্ষা কর্‌বে। আজকের রাত্রের মধ্যে যদি থলি ফিরিয়ে দেওয়া না হয়, তা হ'লে আবার সকাল থেকে সে বাঁশী বাজাতে সুরু ক'রবে।

রাণী। আমি কিছুতেই সে থলি ফিরিয়ে দেবনা।

হাসিন। এবার নাচ আরম্ভ হ'লে দেশের কিন্তু কেউ বাঁচবেনা। মেয়ে পুরুষ—ছেলে বুড়ো—সকলেরই ঐ এক বেলার নাচে কোমরের হাড় নড় নড় ক'চ্ছে। মহারাজ ভাগ্যে সন্ধি করেছিলেন, নইলে এতক্ষণ কেউ আর জ্যান্তো থাকতো না।

(তিন কন্যার প্রবেশ)

১ম কন্যা। দোহাই দিদি, ফিরিয়ে দাও দিদি! পা আর নাড়্‌তে পাচ্ছিনে দিদি!

২য় কন্যা। ওঃ—কি সেঁটেই ধরেছে!

৩য় কন্যা। সর্ব্বনেশে বাঁশী দিদি—সর্ব্বনেশে বাঁশী! রাজ্যশুদ্ধ চর্কি ঘরিয়ে দিলে।

রাণী। পুরুষ জিতে যাবে বাঁশী বাজিয়ে আমরা বেঁচে থাকৃতে? আগেকার মেয়েরা পুরুষদের চর্কি ঘোরাতো, আমাদের আমলে ইতিহাস উল্টে যাবে? কখনো না।

১ম কন্যা। উল্টে তো দিলে! এখন চর্কি তো আমরাই ঘুরছি।

রাণী। যত নষ্টের গোড়া কিন্তু টঙ্কু! সেই তো শুনলুম তাকে রাজপুরীতে ডেকে এনেছে।

হাসিন। তার দোষ কি? মহারাজই তো তাকে আনতে হুকুম দেন।

রাণী। মহারাজ খবর পেলেন কোথা থেকে?

১ম কন্যা। বন্দিরা মহারাজকে নিয়ে বাগানে বেড়াচ্ছিল।

২য় কন্যা। সভাসদেরা তাঁকে সেইখানে এসে খবর দেয়।

৩য় কন্যা। তাইতো বাবা টঙ্কুকে ডেকে বলেন—

হাসিন। তা হ'লে মূল দোষ হ'লো কার?

রাণী। মূল থেকে মাথা পর্য্যন্ত দোষ পুরুষের!

হাসিন। সত্যিই তো, একশোবার! দোষ যা কিছু ঐ মুখপোড়া পুরুষদের। জাতটাকেই ধিক্! বন্দিরা পুরুষ, তারা মহারাজকে বাইরে আনে কেন?

৩য় কন্যা। ঠিক, তারা আনে কেন?

হাসিন। তার পর দোষ সভাসদদের—

৩য় কন্যা। ঠিক—তারা বলে কেন?

রাণী। তার পর দোষ টঙ্কুর—সে যায় কেন?

৩য় কন্যা। ঠিক—সে যায় কেন?

হাসিন। টঙ্কুটা পুরুষ বল্লেও হয়, মেয়ে বল্লেও হয়।

রাণী। অতএব—

(রাজার প্রবেশ)

রাজা। অতএব জিনির থলিটি দয়া ক'রে ফিরিয়ে দাও মা, দেশ রক্ষা হো'ক।

রাণী। একি—আপনি একা? বৈদ্যেরা কোথায়? আপনাকে ছেড়ে দিয়েছে, তারা গেল কোথা?

রাজা। নাচবার ভয়ে সব পালিয়েছে।

(টঙ্কুর প্রবেশ)

টঙ্কু। শুধু কি তারা? এই রাজপুরীতে আমি আর মহারাজ ছাড়া পুরুষ আর কেউ নেই। সবাই পুরী ছেড়ে ছুটেছে।

রাজা। এই যে টঙ্কু! টঙ্কু লাল, তোমার বংশীধারীর খবর কি?

টঙ্কু। আজ্ঞে মহারাজ! মাঠের ধারে দিব্যি তাঁবুর ভেতরে গজগির হ'য়ে ব'সে আছে।

রাজা। আর বাঁশী বাজায়নি?

টঙ্কু! না। সন্ধি হ'য়েছে, আপনাকে কথা দিয়েছে, ব'ল্লে "আজকের রাতটা দেখবো, যদি থলি ফিরে না পাই, আবার সুর ধরবো।"

রাজা। বড় রংদার বাজিয়ে! ঘরের ভেতর ব'সে ব'সে তেল মালিস ক'রে পায়ে খিল ধ'রে গিয়েছিল। এক বাঁশীর ফুঁয়ে সব খিল খুলে দিলে। এখন থলিটি ফিরিয়ে দিয়ে আবার আমার মালিসের ব্যবস্থা কর মা!

রাণী। (জনান্তিকে তিন ভগ্নির প্রতি) দেখ্‌ছো—এই পুরুষ জাতটা আমাদের কত বড় শত্রু!

হাসিন। বিশেষ ক'রে এই বাবার জাত যারা, তারাই শত্তুরের সেরা!

১ম কন্যা। দেখে শুনে আমি তো অবাক্ হয়ে গেছি দিদি!

২য় কন্যা। আমাদেরও রা ফুট্‌ছেনা।

৩য় কন্যা। এর জন্যে দায়ী তা হ'লে হ'ল কে ?

হাসিন। উপস্থিত মহারাজ।

রাজা। ঠিক—ঠিক! কি মা, কি ঠাওরালে ?

রাণী। বাবা, আপনি এত ভয় পাচ্ছেন কেন ?

রাজা। বয়েস হয়েছে কিনা! নাচবো আর কত ?

রাণী। মনস্তত্ত্ব পড়েন নি! অস্তিত্ব হারিয়েছেন। বুঝতে পারছেন না ? লেখ্য ভাষায় এখন আপনি উন্মাদ—আর চলিত কথায় পাগল। টঙ্কু! শেকল আন্, বদ্যি ডাক। গতিক সুবিধে নয়।

রাজা। ভুলে যাচ্ছিলাম মা, করুণাময়ী, আবার মনে করিয়ে দিলে! আমার এ ঝোঁক কাট্‌বার নয়।

রাণী। বাবা, বুঝুন, এখন আপনার কথার কোন মূল্য নেই, আপনি যে সন্ধি করেছেন, তারও কোন মূল্য নেই, অতএব আমরা আপনার সন্ধি মানবো না।

রাজা। তা হ'লে টঙ্কু! বদ্যি ডাকার আগে সেই বংশীধারীকেই ডাক। আমি দায় খালাস।

টঙ্কু। যে আজ্ঞে এই চল্লুম। (প্রস্থানোদ্যত)

রাণী। টঙ্কু, দাঁড়াও।

টঙ্কু। যে আজ্ঞে—এই দাঁড়ালুম। (ফিরে দাঁড়ালো)

রাণী। বাবা, আপনি ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করুন। আপনার মাথার ঠিক নেই। টঙ্কু, বাবাকে নিয়ে যাও। সন্ধি আজকের মত বাহাল থাক্—যদি থলি ফিরিয়ে দিতে হয়, আমিই গিয়ে তাকে দিয়ে আসবো। (ভগ্নিত্রয়ের প্রতি) যাও, তোমরা বাবাকে নিয়ে যাও।

(তিনজন সভাসদের প্রবেশ)

৩য় সভা। মহারাজ! রাজ্য আর থাকেনা।

২য় সভা। মহারাজ—রক্ষা করুন।

১ম সভা। পুরী যায়।

রাজা। আবার কি হ'লো?

২য়। শ্যামের যুবরাজ বিয়ে করতে এসে অপমানিত হয়ে এখান থেকে ফিরে যান, তিনি সৈন্য নিয়ে সহরের প্রান্তে ছাউনি ক'রেছেন।

রাজা। তাঁর বাঁশী আছে?

৩য় সভা। তা জানিনা মহারাজ, তবে শুনলুম চকচকে তলোয়ার পাঠাচ্ছেন যুদ্ধ ঘোষণা করতে।

রাজা। এইবার আমার সত্যিই বিশ্রামের পালা! চল টঙ্কু, আমার পায়ের বেড়ি হাতের বালা পরিয়ে দেবে চলো।

[রাজা তৎপশ্চাৎ টঙ্কুর প্রস্থান।

৩য় সভা। (রাণীর প্রতি) আমরা এখন কি ক'রবো?

রাণী। তোমরা দেশের যত পুরুষ সব আরামে ঘুমোওগে, তোমাদের তার চেয়ে আর কিছু করতে হবেনা।

৩য় সভা। যে আজ্ঞে—উত্তম পরামর্শ। এখন বিছানা খুঁজে পেলে হয়। [সভাসদদের প্রস্থান।

১ম কন্যা। দিদি, এ বিপদে তা হ'লে উপায়?

রাণী। তোমরা ছেলেমানুষ, সে ভাবনায় তোমাদের কাজ কি! তোমরা যাও, বাবাকে দেখগে, তিনি যেন রাজপুরীর বাইরে যেতে না পারেন। উপায় আমি কচ্চি। আয় হাসিন—উপায় স্থির করিগে আয়। [সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

রাজবাড়ীর কাছে ময়দান

তাঁবুর মধ্যে বসে বসন্ত

বসন্ত। দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী, আর এই কলিতে জিনির বাঁশী : সে বাঁশীতে শুধু গয়লার মেয়েরা নাচতো, এ বাঁশীতে বর্ণভেদ নাই, ছত্রিশ জাতই নাচে ! বেঁচে থাক বাবা জিনি, কি বাঁশীই দিয়েছ। এই বাঁশীর দৌলতে এখন থলিটি আদায় ক'রে বন্ধুদের সঙ্গে আবার জুটতে পারি, তা হ'লে দেশের ছেলে দেশে ফিরে গিয়ে, আড় হ'য়ে শুয়ে, খালি এই বাঁশীতে ফুঁ ! পাওনাদারের জ্বালায় সব দেশ ছেড়ে ছিলাম, এবার যেমন তাগাদায় আস্‌বে, বাঁশীতে ধর'বো সুর— ব্যস আর দেখ্‌তে হবেনা—নাচ বাবা যত পার ! পাওনাদার ঘাল ! প্রণয়তো করবোই না। মদনটা রাণীর সঙ্গে প্রণয় করতে গিয়েই থলি খুইয়েছে। আমি যদি তেমন তেমন দেখি, নাক আছে, মুখ আছে—চোখ আছে, রংটা ফর্সা, পিঠভরা কাল চুল, বয়েসটা কাঁচাও নয় পাকাও নয়, ঠিক ডাঁসাও নয়, ঐ মাঝামাঝি একটা, সখ হলো—ঈষৎ বাঁশীতে ফুঁ—একটু নাচিয়ে দিয়ে—ব্যস।

(নেপথ্যে ফলওয়ালী হাঁকলে) ফল নেবে গো ! গাছ পাকা ফল— আঁস নেই, রস আছে—চীনের আম, খোসা পাত্‌লা, আঁটি খুঁজে পাবেনা।

বসন্ত। চীনের আম,—রস আছে, আঁস নেই—আঁটি দাঁতে ঠেকেনা, আবার খোসা পাতলা ! সারাদিন বাঁশী বাজিয়েছি, পেটেও কিছু

পড়ে নি। এরা যে খাবার দিয়েছিল, ভয়ে খাইনি, কি জানি যদি কিছু মিশিয়ে দেয়, দু'একটা দেখ্‌লে ক্ষতি কি? কিন্তু পয়সা যে নেই। যাক্‌—পেট ভ'রে খেয়ে বাঁশী বাজালেই চ'ল্‌বে। দেখাই যাক্‌, কোথায় গো—কোথায় আমউলী, এই দিকে—

নেপথ্যে ফলউলী। কে ডাক্‌লে গো? কে ডাক্‌লে গো? সারাদিন খদ্দের জোটেনি, অন্ধকারে কে ডাক্‌লে গো?

বসন্ত। এই যে গো—এই দিকে।

[ফলওয়ালী বুড়ী, ফলের টুক্‌রি কাঁকে, লাঠিতে ভর দিয়ে প্রবেশ ক'রলে]

ফলওয়ালী। চোখেও ভাল দেখতে পাইনি, তাতে আলো নেই; কে নেবে গো? দুর পথের যাত্রী, টুক্‌রি খালি ক'রে ঘরে ফিরতে পারলে বাঁচি।

বসন্ত। (স্বগত) এঃ—এ যে একটা বুড়ী! এর আম খাব, পয়সা দিতে পারবনা। বুড়োমানুষকে ঠকাব? বয়েস কম হ'লে ঠকিয়ে সুখ ছিল। তাইতো—

ফলউলী। কি ভাবছ? কটাই বা আম, দশটী কি বারোটী! খেয়ে দাম দিও। আগে দর করবোনা।

বসন্ত। না আগে দর করা ভাল; খেয়ে ঝগড়া ভাল বুঝিনা। দেখি আগে চেহারা কেমন, তার পর গুণের বিচার।

ফলউলী। এই ত্যাখনা, হাত দিলেই বুঝবে, রাত্রে অন্ধকারে রং তো আর দেখাতে পারবোনা। তবে নাকের কাছে ধর, গন্ধেই মাৎ!

[বসন্তের সামনে একটী আম তুলে ধরলে সে হাতের বাঁশীটি পাশে রেখে আমটী নিলে]

বসন্ত। অন্ধকারে সব আমই বর্ণচোরা! (নাকের কাছে ধরে গন্ধ নিলে) ঠিকই বলেছে—গন্ধে মাৎই বটে!

[নেপথ্যে একজন গাইলে]

গান

আমার দুখের কথা কইবো কারে,—
যখন যাই গো সেথা গোপন অভিসারে।

বসন্ত। আরে বাঃ কে গায়—গোপন অভিসারে—মজা আছে দেখ্‌ছি কে গায় গো—কে গায়?

(পুরুষের বেশে হাসিনের প্রবেশ)

এঁ্যা—এতো ছুঁড়ী নয় ছোঁড়া। গলাটা কিন্তু মেয়ে মানুষের মত—মরেছে! কি হে ছোকরা—থাম্‌লে কেন? গাও না কি গাচ্ছিলে।

ফলউলী। আমার—আম?

বসন্ত। দাঁড়াও না—আম ত এই হাতে। (হাসিনের প্রতি) বয়েস তো দেখছি বেশী নয়। এরি মধ্যে গোপন অভিসারে?

হাসিন। আর মশায়! বাজ কি আর বয়েস বুঝে পড়ে? গেরোর ফের—হ'য়ে গিয়েছিল কেমন ক'রে।

বসন্ত। বটে! তা হ'লে খুবই দাগা পেয়েছ!

হাসিন। দাগা ব'লে দাগা—একেবারে গো-দাগা ক'রে ছেড়ে দিয়েছে মশায়! সেই থেকেই তো পথে পথে ফিরি।

বসন্ত। আরে বাঃ! (খুব আনন্দের সঙ্গে এগিয়ে এসে) দেখি—দেখি—তোমাদের যে দেখলেও পুণ্য হয়। বল ত ভাই, তোমার দুঃখের কথাটা কি? এমন করে দাগা দিলে কে? তার বয়েস কত, দেখতে কেমন?

হাসিন। গান

দেখা শোনা কোন সকালে,
সেই নদীর পথের বাঁকে,—
জলভরা তার কলসী ছিল কাঁকে ;—
পাখাটা ডাকলে কুহু—বকুল গাছের ডালে।

বসন্ত। ডাকতেই হবে বাবা! দেখছি ও কোকিল জম্বুতেও আছে চীনেতেও আছে।

হাসিন। গান

তার ঘোম্‌টা গেল খুলে,
চাইলে মুখখানি সে তুলে।—
চোখ দু'টি তার আমার চোখে,—
হাসি কোথা লুকিয়েছিল,
চমকে গেল রাঙা ঠোঁটের কোলে,—
অম্‌নি টোল্ খেলে তার নিটোল দু'টি গালে!
পাখীটা ডাক্‌লে কুহু—
সেই বকুল গাছের ডালে!

বসন্ত। বাবা বকুল গাছও বাদ যায়না। এ' যে দেখছি বিশ্ব বেড়ে বকুল গাছ!

হাসিন। গান

ইসারায় জানিয়ে গেল সে,—
এলোচুলে হাত বুলিয়ে।
দেখা হবে রাত দুপুরে—
দিলে তিনটি টোকা পাছ দুওরে—
পাখীটা ডাক্‌লে কুহু—
সেই সকালে—এবার আমের ডালে!

বসন্ত। ওঃ আমের মুকুলের গন্ধ এখানে পর্য্যন্ত ফুটে বেরুচ্ছে!

হাসিন। গান

মেঘে ঢাকা আকাশ কালো,
পথ চিনি না তাও যে ভাল,
আনাচ কানাচ ডিঙ্গিয়ে থানা,—
দুপুর রাতে দিলাম হানা,
মেরে তিনটি টোকা আছি ব'সে—
পাখীটা ডাকুলে কুহু—
এবার ঘরের চালে !

বসন্ত। হদ্দ বখাটে বাবা ! আমাদের দেশকেও হার মানিয়ে দেয় ।

হাসিন। গান

খুট্ করে যেই খিল্টা গেল খুলে,
প্রাণটা আমার উঠলো নেচে ফুলে !
গেলাম হাত বাড়িয়ে ধরতে তারে বুকে,—
বাপরে বাপ—লাঠির উপর লাঠি !
ঝম্ ঝমাঝম্ বৃষ্টি এলো তালে,
প্রাণটা নিয়ে এলেম ফিরে সেই গভীর অন্ধকারে ॥

[গাইতে গাইতে হাসিন চ'লে গেল]

বসন্ত। ওঃ একেবারে বিয়োগান্ত ক'রে ছেড়ে দিলে বাবা ! ছোঁড়াটা দেখ্ছি গর্ভ বখাট ! যাক্ এখন দু'টো আম খেয়ে দেখি !— (ফিরে) একি—সে আমউলী গেল কোথায় ? এ কে !

[ফলওয়ালী ইতিমধ্যে বাঁশীটি নিয়ে তাঁবুর মধ্যে তার বেশ পরিবর্ত্তন করেছে ; সে ফিরে এলে দেখা গেল—সে রাণী]

রাণী। চিন্তে পাচ্ছ ?

বসন্ত। এ্যাঁ—তাই তো—কে তুমি ?

রাণী। ভাল চাও তো, এখনি এ দেশ ছেড়ে চ'লে যাও, নইলে—

বসন্ত। নইলে?

রাণী। নইলে (বাঁশীতে ফুঁ দিল)

বসন্ত। এঁ্যা—আমার বাঁশী—আমার বাঁশী—(নাচতে লাগলো)

রাণী। (আরও জোরে বাঁশী বাজাতে লাগলো)

বসন্ত। (সুরে) বাঁশীরে—ওরে আমার বাঁশীরে—
হায় হায়—ওরে আমার বাঁশীরে—
আমার আম খাওয়া যে রইল প'ড়ে,
নেচে গেল নাড়ী ছেড়ে,—
ছিল বাঁশী হ'ল কোঁৎকা—
কেমন ক'রে বাঁচিরে।

রাণী। (দূরে স'রে গিয়ে) কেমন, আর থ'লে চাও?

[বাঁশী বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নাচ থেমে গেছে]

বসন্ত। দোহাই তোমার—থলে চাইনে, আমার বাঁশী ফিরিয়ে দাও।

রাণী। ভাল চাও তো এখনো পালাও—নইলে দিচ্চি এই বাঁশী ফিরিয়ে! (আবার বাঁশী বাজালো)

বসন্ত। (আবার নাচতে লাগলো)
(সুরে) কি কাল ক'রলে ঐ বাঁশীরে—
আমার গলার মালা হ'লো ফাঁসীরে!
হায় হায় ওরে বাঁশীরে—ওরে বাঁশীরে—

রাণী। এখনো বাঁশী! পালাও—নইলে—

[পুনরায় বাজাইল]

বসন্ত। (নাচতে নাচতে) ওরে বাঁশীরে—ওরে বাঁশীরে— [প্রস্থান।

রাণী। হাঃ হাঃ কেমন জব্দ—আমাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে আসে এই বোকা পুরুষগুলো !

(হাসতে হাসতে হাসিনের প্রবেশ)

কিরে হাসিন, তুই কোথায় ছিলি ?

হাসিন। আমি ? ঐ গাছতলায় নাচ্‌ছিলুম।

রাণী। কেমন জব্দ ক'রেছি বল ?

হাসিন। জব্দ ব'লে জব্দ ! আমি ঐ নাচতে হবে ব'লে পালাচ্ছিলুম ছুটে, কিন্তু গাছতলা পার হ'তে না হ'তে বাঁশীর সুর গেল কাণে— অম্‌নি সেখানেই নাচ্‌তে সুরু ক'রলুম।

রাণী। চল্ দেখি গে—কতদূর গেল।

হাসিন। ভয় নেই—সে আর এ মুখো হ'চ্ছে না।

রাণী। তারপর, শ্যামের যুবরাজ এসেছে সৈন্য নিয়ে আমার রাজ্য কাড়তে, তুই আমার ঘোড়া আনতে বল। আজ আমি তাদের নাচিয়ে দেশ ছাড়াবো।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

গভীর বন—কাল অপরাহ্ন

হারীত ব'সেছিল

হারীত। বসন্তটাকে তো কোথাও পাওয়া গেল না, তিন জন তিন দিকে বেরুলুম তাকে খুঁজতে; লাভের মধ্যে হলো এই যাকে খুঁজছিলুম—তাকে তো পেলুমই না—উল্টে দলভাঙ্গা হ'লো। যদি মরি—মুখে এক ফোঁটা জল দেওয়ার কেউ নাই—বনে পথ হারিয়েছি—লোকালয় যে কোথা তা জানেন অন্তর্যামী। এদিকে ক্ষিদেয় তো গা ঝিম্ ঝিম্ ক'চ্ছে, ব'স্তেও পাচ্ছি না; মরি তো শুয়েই মরি। (শুইল) মাথার উপর আকাশ, তার আর সীমা নাই। পেটের মধ্যে ক্ষিদে—তারও সীমা নেই, আকাশ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ছেয়ে আছে, আর ক্ষিদে—সেও এই দেহভাণ্ড ছেয়ে আছে। মাথাই বলো, চোখই বলো, নাকই বলো, কাণই বলো, যাই বলো সব ঢেকে রেখেছে ঐ এক ক্ষিদে—বিরাট—অনন্ত—ক্ষিদে! (উঠে বস্‌লো) শুতে কি দেয়?—ব'সতেও দেয় না শুতেও দেয় না। আকাশও যেমন চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ উপগ্রহকে কুক্ষিগত ক'রে বাঁই বাঁই ঘোরাচ্ছে—এই ক্ষিদেও তেমনি জগৎ সংসারটাকে বাঁই বাঁই ক'রে ঘোরাচ্ছে! আকাশের আকার নেই—ক্ষিদেরও আকার নেই, কিন্তু দুয়েরই ডাক আছে—এও করে গড়গড়্‌, ও-ও করে গড়গড়্‌। যাক্—

বাবা—ক্ষিদের উপরেই দেখ্‌ছি এক দর্শন তৈরী ক'রে ফেল্লুম, কেমন দেশে জন্ম! কিন্তু আমি যে ক্ষিদের চোটে কিছুই আর দর্শন ক'রতে পাচ্ছিনে। চোখে যে সর্ষেফুল দেখ্‌ছি, ঘুরে গেল মাথা! বসি—সাধ্য কি? (আবার শুইল) চোখও বুজে আস্‌ছে—[এমন সময় উপর হইতে একটী পাকা আপেল হারীতের বুকের উপর পড়লো] উঃ গেলুম বাবা গেলুম, বুকের উপর ঢিপ্‌ ক'রে পড়লো কি? (তাড়াতাড়ি উঠে দেখ্‌লে, একটী সুপক্ক আপেল প'ড়ে আছে) বাঃ বাঃ এমন ফল তো কখনো দেখিনি—এর নামও জানিনা—কি রং—কি গন্ধ! খেয়ে তো বাঁচি। (গাছের দিকে চেয়ে) ওঃ—এতক্ষণ নজরে পড়েনি, এ যে বাবা হাত বাড়ালেই হিন্দোল—দুল্‌ দুল্‌, ঝুল্‌ছে! গণ্ডা ভর্ত্তি না খেলে পেটের এক কোণও পূরবে না। (ফল পেড়ে গাছের তলায় বসলো) এইবার বাবা ক্ষিদে! ধীরে ধীরে শান্ত হও। আমি ফল চিবিয়ে রসটুকু তোমায় দিই। (একটী আপেল খেতে লাগলো) আঃ—কি জ্বালাতন, এদিকে ক্ষিদে করে খাই খাই, ওদিকে নাক করে সড়্‌সড়্‌! থাক্‌, নাক পরে দেখা যাবে, তার তো আর ক্ষিদে নেই। আগে পেট ভরুক। (আবার ফল খেল) ও বাবা, এ যে নাক সড়সড়ানি ক্ষিদেকে ছাপিয়ে উঠলো! এমন চুলকুনি তো ছেলেবেলা থেকে কখনো চুলকোয়নি! (নাকে হাত দিয়ে) এঃ নাকের আবার এ হ'লো কি! (নাক রগড়াইতে লাগ্‌লো) তুমিও সড়সড় করো—এদিকে মুখও না কামাই যায়—এ কি—নাক যে ঠোঁটের সীমানা ছাড়িয়ে আবক্ষ এসে পড়লো! এঁ্যা!—হায় হায় একি ফল খেলুম রে বাবা—এ কোন্‌ গাছের ফল! (এক হাতে ফল আর একহাতে নাক ধ'রে) ওরে ফল, ওরে

মাকালের বেহদ্দ, তোর মনে এই ছিল রে—(ফল ফেলে দিয়ে) আরে দূর হোক ফল! (দু' হাত দিয়ে নাক ধ'রে) এ যে বেড়েই চল্লো—ওরে বাবা, এ কি ব্রহ্মাণ্ড ভেদ ক'রবে না কি! এ যে সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঝনঝন্ ক'রে উঠলো, ওরে বাবা—নাকের ভরে যে মাথা তুলতে পাচ্ছিনে! (ঘাড় গুঁজে পড়লো, নাক বাড়তে লাগলো) কতদূর গেলো, চোখ তুলে তো আর দেখ্তেও পাচ্ছিনে —এ যে চীনের বন, এ তো দণ্ডক অরণ্য নয়, যে, জটাধারী লক্ষ্মণ বেরিয়ে আমায় সূর্পণখা ক'রে দেবে! হায়—হায়—শেষ কপালে এই ছিল!

নেপথ্যে তড়িৎ। কাছে যেও না—কাছে যেও না—এটা হাতীর শুঁড়।

নেপথ্যে মদন। তোর মাথা—হাতীর শুঁড়! এটা ময়াল সাপ!

নেপথ্যে তড়িৎ। তা হ'লে টাঙ্গি নিয়ে চোটাই আয়।

মদন। অত চট্ ক'রে নয়, আগে আয়—নিশানা ধ'রে দেখি, আসলে জিনিষটা কি।

(মদন ও তড়িতের নাক ধরিয়া প্রবেশ)

হারীত। কেরে, কেরে কে এলি? জটাধারী লক্ষ্মণ এলি? তাই যদি হও, ভাইরে লক্ষ্মণ—নাকটা কেটে সূর্পণখা ক'রে দাও যাদু! আমি যে নাকের ভারে মাথা তুলতে পাচ্ছিনি!

তড়িৎ। আরে—এ কার আওয়াজ! (কাছে গিয়ে) ওরে, এ যে আমাদের হারীত!

মদন। এঁ্যা—হারীত! (উভয়ে কাছে গিয়ে) তাই তো ভাই হারীত, এ দশা তোর কি ক'রে হলো রে!

হারীত। কে মদন—কে তড়িৎ—ওরে ভাই রে, এ আমার কি হ'ল রে!

মদন। তাই তো রে—তুই! তোর এ দশা হ'ল কি ক'রে?

হারীত। তোরা এখানে কি ক'রে এলি রে?

তড়িৎ। তোর এই নাক ধ'রে ধ'রে—

হারীত। বলিস্ কিরে? তা হ'লে খগরাজ হ'য়েছেন কত বড়?

মদন। বনের সীমানা ছাড়িয়ে এক পাহাড়ের গায়ে গিয়ে ঠেকেছে।

হারীত। তা হ'লে পাহাড় ছাড়ালেই তো একেবারে জন্মভূমিতে গিয়ে পৌঁছুবে।

তড়িৎ। তা তো পৌঁছুবে,—কিন্তু এত বড় হ'লো কি ক'রে?

হারীত। তা তো জানিনে ভাই, ক্ষিদের চোটে এই অচেনা গাছের ফল—যেমন খাওয়া—অমনি নাক সড়্‌সড়্‌, তার পরেই এই অবস্থা!

মদন। তাতো হ'লো, এই নাকের দৌলতে তোকে তো পেলুম, কিন্তু আমাদের চার ইয়ারের আর একটী ইয়ার—সে বসন্ত গেল কোথা?

হারীত। আমার বেড়েছে নাক, তার হয়তো বেড়েছে কাণ, সে হয় তো কাণের ভরে পাশের বনে মাটীতে লোটাচ্ছে আমার মতন।

মদন। তাইতো, এই বনে অসহায় তোকে ফেলে তাকে তো খুঁজতে যেতেও পারি না। তুই কোন রকমে উঠতে পার্‌বিনি?

হারীত। সাধ্যি কি—শুধু তো নাক নয়, সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঝন্ ঝন্—

মদন। তাইতো তড়িৎ, আমরা দু'জনে যদি ওর নাকটা কাঁধে করি, তাহ'লে কি ও চ'লতে পারবে না?

তড়িৎ। তুই কি পাগল হ'লি? ঐ ভার ছত্রিশ খানা গরুর গাড়ীতে কুলোয় না, আমরা দু'জনে কি সইতে পার্ব্বো?

নেপথ্যে বসন্ত। হায়রে বাঁশী—হায়রে বাঁশী !—

মদন। ওরে, ও বসন্তের গলা না ? দেখ্ দেখ্—

তড়িৎ। (নেপথ্যের দিকে চেয়ে) হ্যাঁ হ্যাঁ—সেই তো—(চেঁচিয়ে) ওরে বসন্ত—ওরে বসন্ত—

(বসন্তের প্রবেশ)

বসন্ত। এ কি, ভাই তড়িৎ! এই যে মদন—আর শুয়ে কে ভাই ?

মদন। ওরে—ও আমাদের হারীত।

বসন্ত। শুয়ে কেন ?

মদন। দেখ্‌তে পাচ্ছিস্‌নে—বনে ওর নাক গজিয়েছে, তারই ভারে ও শুয়ে। ওর আর মুখ তোল্‌বার যো নাই।

বসন্ত। বলিস্ কিরে—ওরে ভাই হারীত !

হারীত। আর হারীত—তোকে খুঁজতে গিয়েই আমার এই দশা !

মদন। সত্যিই তো, তুই ছিলি কোথা ? আমরা যদি এক সঙ্গে থাকি, তা হলে কি ওর নাক বাড়ে! তুই ছিলি কোথা ?

বসন্ত। তোরা পড়লি ঘুমিয়ে। আমি দিচ্ছি পাহারা, বেরুলো এক জিনি, যে তোকে দিয়েছিল থলি—

মদন ও তড়িৎ। তারপর ?

বসন্ত। তারপর আমায় দেখে খুসি হ'য়ে দিলে এক বাঁশী। সে কি যেমন তেমন বাঁশীরে ভাই! জিনি বল্লে সে বাঁশী যে শুনবে, সেই নাচবে। তুই তো আমাদের কাছে ভাঙ্গিস্‌নি, শুন্‌লুম তোর থলি চুরি ক'রেছে চীনের রাণী। সেই থলি উদ্ধার ক'রবো ব'লে—তোদের কিছু না ব'লে গেলুম সেই রাণীর দেশে।

মদন। তারপর ?

বসন্ত। নাচিয়ে বাল ক'রে এনেছিলাম। তারপর এক চীনের আম বা'র করেই আমার দফা সার্‌লে। বোকা "ধানিয়ে বাঁশী ক'রলে চুরি। তারপর রাণী বাঁশী বাজায় আর আমি নাচি। এই নাচতে নাচতে আবার এই বনে।

মদন। যাক্, ভাগ্যিস্ একা ঠকিনি। ওঃ কি খড়িবাজ মেয়ে মানুষ! দু' দু'জন পাট্টা হিন্দুস্থানী—ভেড়া বানিয়ে ছেড়ে দিলে!

হারীত। তোদের যা হবার তাতো হলো,—আমি এখন নাক সামলাই কি ক'রে?

(জিনির প্রবেশ)

জিনি। একি! আমারি বাগানে তোমরা! গাছের ফল পেড়েছ—কেউ খেয়েছ নাকি?

মদন। আমরা কেউ খাইনি, হারীত খেয়ে শুয়ে পড়েছে।

জিনি। কি সর্ব্বনাশ! করেছ কি? এ হ'লো আপেলের গাছ, এ আপেল যে খাবে, তার নাক বাড়বে।

মদন। সে তো দেখ্‌তে পাচ্ছি বাবা জিনি! কিন্তু বাবা, তুমিও তো ওস্তাদ্ লোক, যখন বাড়াতে পার, তখন কি কমাতে পারোনা বাবা?—নইলে চার বন্ধু—এক বন্ধুকে যে এখানে রেখে যেতে হয়!

জিনি। তোমরা মজার দেশের লোক, চার ইয়ারে বেরিয়েছ, কিন্তু কেউ কারো কাছে পেটের কথা ভাঙ্গোনি।

মদন। বাবা জিনি, পেটের কথা ভাঙ্গ্‌তে তো তুমিই বারণ ক'রে দিয়েছিলে।

জিনি। দিলুমই বা! আমি তোমার আপনার, না—তোমার দেশের লোক এরা আপনার?

মদন। হায় হায়—এই উপদেশটা যদি আগে দিতে বাবা!

জিনি। (বসন্তের প্রতি) বাঁশীটী বেমালুম খুইয়েছ তো ?

বসন্ত। বাবা, একটু বেসামাল হ'য়েছিলুম বৈকি!

জিনি। (হারীতকে দেখাইয়া) আর ইনি ? ফলের গুণ না জেনে শুধু বাইরের রং দেখেই যারা খায়—তারাই নাকের ভারে নড়্‌তে পারেনা। সব ফল কি সকলের সয় ?

হারীত। জিনিরাজ, আক্কেল হ'য়েছে বাবা। এবার যদি ক্ষিদেয় মরি—বিদেশের আপেল আর খাবনা বাবা! দয়া ক'রে আমার বকেয়া নাক ক'রে দাও বাবা!

জিনি। দেখ, এই আমার বিজ্ঞানের বাগান,—এর এক এক গাছের এক এক গুণ। এই চিনে রাখো—এই গাছের ফল খেলে নাক বাড়ে, আর এই গাছের ফল খেলে, যেমন নাক তেমনি হয়। এই নাও, বন্ধুকে খাইয়ে দাও।

তড়িৎ। (ফল লইয়া) কি আর ব'ল্‌বো—কিনে রাখ্‌লে বাবা—কিনে রাখ্‌লে।

তিনজনে। আমাদের সকলকেই—

তড়িৎ। বাবা জিনি, কাউকে দিলে থলি, কাউকে দিলে বাঁশী. কাউকে দিলে নাক, আমায় যদি দয়া ক'রে কিছু ভিক্ষা দাও—

জিনি। কি বলো ?

তড়িৎ। এই নাক বাড়াবার ফল গোটা কতক আর এই নাক কমাবার ফল গোটা কতক!

জিনি। (হেসে) বুঝেছি। তোমাকে তাই দেব,—এসো।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

অলিন্দ

টঙ্কু। জাগ্রত সাধু! চেহারা দেখেই গুণে যখন ব'ল্লেন, আমার ব্যারাম হলো হাসিন, তখন তো আর অবিশ্বাস ক'রতে পারিনে! রোগও ব'রলেন, ওষুধও দিলেন; ওষুধ আর কি? গোট্যা কতক ফল। রাণীকে যদি এই ফল আগে কোনও রকমে খাওয়াতে পারি, তার-পর হাসিনকে,—তা'হ'লে আমি যেমন হাসিনের পেছনে পেছনে ঘুরছি, হাসিনও তেম্নি আমার পেছনে পেছনে ঘুরবে। ওঃ! তা যদি হয়, তা হ'লে আমায় আর পায় কে? (নেপথ্যে দেখে) ওঃ! ঐ যে, নাম ক'র্তে না ক'রতেই এই দিকে আস্ছে! গুণ আছে ওষুধের! আগেই দেব নাকি ওকে খেতে? না, কাজ নেই, সাধু-বাক্য লঙ্ঘন করা হবেনা। রাণী থেকেই সুরু করি—যেমনটি তিনি ব'লেছেন।

(হাসিনের প্রবেশ)

হাসিন। কিরে টঙ্কু, আবার এ পুরীতে যে?

টঙ্কু। এই তোদের বোল্‌বোলাও দেখ্‌তে।

হাসিন। তবু ভালো। তোকে ক'দিন দেখিনি, দিনরাতই মনে হ'তো টঙ্কুটা ছিল বেশ, গেল কোথায়?

টঙ্কু। (সোল্লাসে) মনে হ'তো?

হাসিন। হতোনা? চোখ্ বুজ্‌লেই তোকে স্বপ্ন দেখ্‌তুম।

টঙ্কু। অ্যাঁ—বলিস্ কি—স্বপ্ন পর্য্যন্ত উঠেছিলি? স্বপ্নে কি দেখতিস্?

হাসিন। দেখ্‌তুম তোর ঐ চাঁদের মতন মুখখানা।

টঙ্কু। দেখ্‌তিস্? একেবারে চাঁদের মতন! অমনি থালার মতন গোল?

হাসিন। হ্যাঁ—

টঙ্কু। দেখ্‌তিস্—তা হ'লে দেখ্‌তিস্? দেখে কি ক'রতিস্?

হাসিন। দেখে! ওঃ—সে আর কি ব'লবো? দেখতুম আর নাকও যত ডাকত, চোখ দিয়েও তত ধারা গড়াত,—কেঁদে ভাসিয়ে দিতুম বালিস!

টঙ্কু। (স্বগত) জাগ্রত সাধু! সাক্ষাৎ—বাপ্পা,—সাক্ষাৎ! কি ওষুধই দিয়েছে! খাওয়াবার তর নেই, কাপড়ে বেঁধে ঘুরচি, এরি মধ্যে হাসিনের মন ব'দ্‌লে দিয়েছে! ভক্তি যেন কম না হয়, উদ্দেশে প্রণাম করি। (উদ্দেশে প্রণাম ক'রলে)

হাসিন। কিরে, মাটীতে মাথা খুঁড়ছিস্ কেন?

টঙ্কু। আর কেন! ভারী দেমাক! আমিও বুঝিয়ে দেব, তখন দেখবি! এখন থেকে সুরু!

হাসিন। কিসের সুরু রে?

টঙ্কু। (স্বগত) আর কথা কাটাকাটিতে দেরী ক'রে কাজ নেই; যাই—আগেতো রাণীকে খাওয়াবার ফিকির দেখি।

[প্রস্থানোদ্যত

হাসিন। কিরে, কথার জবাব না দিয়েই যে যাচ্ছিস্? কিসের সুরু বল্‌না?

টঙ্কু। এই ফিরে এসে ব'ল্‌ছি! (হাসিনের মুখের দিকে চেয়ে) হেঃ—হেঃ—হেঃ—

হাসিন। ও কিরে, পাগল হ'লি নাকি?

টঙ্কু। হেঃ-হেঃ-হেঃ—হেঃ-হেঃ-হেঃ! তোরা যদি স্বপন দেখিস্, কোন্ বেটাছেলে না পাগল হয়? হেঃ-হেঃ-হেঃ—তার উপর আবার বালিস ভেজায়, হেঃ-হেঃহেঃ—তার উপর আবার নাকও ডাকে—হেঃ-হেঃ-হেঃ— [প্রস্থান।

হাসিন। আহা, গো বেচারি! এই যে পুরুষগুলো আমাদের দেখে পাগল হয়, আমরা যদি পুরুষ হই, এ আনন্দ কি আর থাকে! দূর হোক কালের হাওয়া—মেয়েরা যদি মন্দই হ'ল, তা হ'লে জীবনটা যে শুকিয়ে হ'য়ে যাবে তপ্ত খোলার বালি! (নেপথ্যে দেখে) এই যে তিন বিরহিণী আবার আসছেন ধেয়ে! বেশ চ'লছে, মাঝখানি থেকে যে আমার প্রাণ যায়।

(তিন সহোদরার প্রবেশ)

১ম সহো। দেখ, দিদির মতন দিদি বটে! ব'ল্লেও যা, ক'রলেও তা! থলি সরালে—বাঁশী বাজালে, শত্রু তাড়ালে, আর নাচিয়ে নাচিয়ে দেশের পুরুষগুলোকে যা ইচ্ছে তাই ক'রে ফেল্লে!

২য় সহো। সবই তো ক'রলে,—কিন্তু আমাদের হ'লো কি?

৩য় সহো। তাইতো ভাই, আমাদের হ'লো কি?

১ম সহো। ভাব্‌তে গেলেই অন্ধকার! যে আগুণের শিখা নীড় বেঁধে পরম আরামে ছিল, এতদিন ঘুমিয়ে আমাদের বুকের এই খুনখারাপির মাঝে, অলস অবসরে সে যে পেলো বেদনার পরশ, তাকে এখন নেবাই কেমন ক'রে?

হাসিন। জল ঢেলে! বলতো ঝরণা থেকে এক কলসী আনি!

২য় সহো। ঐ পাহাড়ের কোলে, সবুজ রংএর বনের ধারে ছোট্ট ঘরখানি আমার,—খুলে দিই যখন তার ঝরকা, আসে সেই ফাঁকের

মাঝে এক ঝলক দখিণে বাতাস, চম্‌কে ওঠে আকাশের গায়ে চাঁদের কিরণ, খসে পড়ে আমার অলক হ'তে বকুল, আর কি জানি কেন, মনে পড়ে অজানা দেশের সেই তাকে, যার নাম জানিনে দেখলে চিনতে পারি, কিন্তু পারিনে শুধু কইতে কথা !

১মা ও ২য়া সহোদরা। দেখলে চিনতে পারি, কিন্তু পারিনে শুধু কইতে কথা !

হাসিন। তাইতো গা, এ যে শুধু ঘুম, শুধু স্বপন, শুধু ছন্দহীন গান, গন্ধহীন ফুল !

১ম সহো। তাই যদি, তবে পাখী ডাকে কেন ?

২য় সহো। হাসিন, বল্‌তে পারিস্‌, তবে পাখী ডাকে কেন ?

৩য় সহো। ওহো—তবে পাখী ডাকে কেন ?

হাসিনের গান

কে জানে কেন পাখী ডাকে,
কেন ফুল ফুটে হাসে তরু-শাখে,
কেন ঠিক দুপুরে চিলের ছাদে, পায়রা করে বক্‌বকম্‌ ?
দেখে শুনে বোল ফোটেনা, হ'য়ে আছি নিজেই জখম !
দিঘী ভ'রা পদ্ম ফোটে,
মধু তার ভোম্‌রা লোটে,
কেন থেকে থেকে ঘুঘু ডাকে, বুঝিনা তার রকম সকম !
দেখে শুনে বোল ফোটেনা, হ'য়ে আছি নিজেই জখম।

১ম সহো। তা হ'লে আমরা এখন কি করি ?

২য় সহো। দিদির আছে থলি, দিদির আছে বাঁশী—

৩য় সহো। আমাদের উপায় ?

হাসিন। (স্বগত) সত্যিই তো এদের কোন কাজ নেই, এরা বেকার,—বিদ্রোহিণী হ'লো ব'লে! আমি এখন কোন্ কুল রাখি?

(একজন সহচরীর প্রবেশ)

সহচরী। মহারাণী আপনাদের ডাকছেন। টঙ্কু এক রকম কি ফল এনেছে, তার কি খোসবো—আর দেখতে কি চমৎকার! আপনারা আসুন, এক সঙ্গেই আজ সেই ফল খাওয়া হবে।

তিনজন। তাই নাকি? চলো—চলো দেখি কি নতুন ফল—

[ভাগত্রয়ের প্রস্থান।

হাসিন। ওঃ—তাই টঙ্কু ভাঙ্গলে না; দেখিগে কি ফল!

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

রাজ-উদ্যান

(তিনজন সভাসদের প্রবেশ)

২য় সভা। কোথা থেকে কি হ'ল বল দেখি?

১ম সভা। ঘুমিয়ে উঠে?

৩য় সভা। না; খাবার পরেই!

১ম সভা। আজকের খবর কিছু শুনলে?

৩য় সভা। খবর গুরুতর, নাকের জোয়ার-ভাঁটা খেল্‌চে!

২য় সভা। জোয়ার-ভাঁটা?—তা হ'লে বলো—ঢেউও উঠ্‌ছে?

৩য় সভা। উঠছেনা ?—দেশটা ঢেউয়ে ভেসে গেল !

২য় সভা। কি ক'রে হ'ল' বল দেখি ?

৩য় সভা। বুঝেছ—অতি বাড়টা কিছু না !

১ম সভা। ঠিক ব'লেছ। এ দেবতার মার !

৩য় সভা। দেশশুদ্ধ মেয়েগুলোকে দিলে ক্ষেপিয়ে, পুরুষগুলোকে ক'র্‌লে ছন্নছাড়া, সংসারে ধরালে আগুন! খোদার উপর খোদগিরি ? বলে, মেয়েদের ছেলে হওয়া বন্ধ ক'র্‌বে।

২য় সভা। শুধু মেয়ে বিওবে ?

৩য় সভা। না ; বিওবেই না। ধর্ম্মঘট ক'রে দেশটাকে নির্ব্বংশ ক'রে দেবে। না হয়, বলে কি জান ? ছেলেমেয়ের ফসল ক'রবে !

২য় সভা। গাছে গাছে ছেলেমেয়ে ঝুলবে ?

৩য় সভা। কে জানে, গাছে ঝুলবে কি জন্তু জানোয়ারের পেট থেকে হবে !

২য় সভা। আচ্ছা, রাজবাড়ীর কি সকলেরই নাক বেড়েছে ?

৩য় সভা। ঠিক খবর কি কাকেও জান্‌তে দেয় ? তবে কানাঘুসো শুন্‌চি—রাণীর চার বোনেরই বেড়েছে।

১ম সভা। কোন বদ্যি ভাল ক'র্‌তে পাচ্ছে না ?

৩য় সভা। ভাল ক'র্‌বে কি, বদ্যিরা ব'ল্‌ছে—নিদেনে এ রোগের লক্ষণই নেই।

২য় সভা। তবে আমি যে শুন্‌লুম, কে একজন নতুন বদ্যি এসেছে, তার ওষুধে উপকার হ'য়েছে।

৩য় সভা। হ্যাঁ, উপকারও হ'চ্চে, ঘণ্টায় ঘণ্টায় খবরও বেরুচ্চে—কখনো বাড়চে কখনো কম্‌চে, একেবারে তো নির্ম্মূল হ'চ্চে না ! তবে এই ধাক্কায় রাজার পাগ্‌লামী না কি সেরে গেছে।

১ম সভা। এই চুপ—চুপ—মহারাজ যে এই দিকেই আস্‌ছেন! সঙ্গে তাঁর কে ব'লতো?

৩য় সভা। তাইতো, এ লোকটা তো এ দেশের নয়—বিদেশী।

(রাজা ও বৈদ্যবেশী তড়িতের প্রবেশ)

রাজা। রাগ ক'রে যেও না বাবা—রাগ ক'রে যেও না, তুমিই পার্‌বে। তোমার ওষুধেই তো মাঝে মাঝে কম্‌চে; আর একটু চেষ্টা ক'রে দেখ বাবা! নইলে চার চারটে মেয়ে—নাহক বরবাদে যাবে!

তড়িৎ। আমি কি ক'র্‌বো বলুন? দেখ্‌ছেন তো, চার-চারজন রুগী আর আমি একা, গলদ্‌ঘর্ম্ম হ'য়ে গেছি! কমিয়ে তো এনেছিলুম, নইলে বাগানের পাঁচাল ছাড়িয়ে যাচ্ছিল যে নাক, তাকে ঘরের দরজা পর্য্যন্ত এনেছি দেখেছেন তো!

রাজা। তা তো এনেছ বাবা! কিন্তু এখনও যে চৌকাট পেরুলো না; তারপর তো ঘরের মেজে, খাটের বাজু—গদী—বিছানা—পাশ-বালিস—তারপর পায়ের নখ থেকে আরম্ভ ক'রে গলা ছাড়িয়ে ঠোঁট পর্য্যন্ত উঠ্‌বে·· তবে তো!

তড়িৎ। তাতো এতক্ষণ উঠ্‌তো,—কিন্তু মহারাজ, আমি তো আপনাকে আগেই ব'লেছিলুম, আপনার মেয়েরা যদি সত্য গোপন করে, তাহ'লে এ রোগ সারাতে পার্‌বো না। জানেন তো, বদ্যির কাছে মিথ্যা ব'ল্লে রোগ সারে না?

রাজা। বাবা, কত সত্য গোপন ক'রে এত বড় হ'য়েছে, এখন বদ্যির কাছে কোন্‌টা লুকোবে আর কোনটা ব'ল্‌বে—বল? তুমি যে চিঁড়ের বাইস্‌ ফেরে ফেলে দিয়েছ!

তড়িৎ। একটা সোজা মুষ্টিযোগ বলি শুনুন তবে,—সম্প্রতি আপনার

মেয়েরা কারোর কাছে কিছু ঠকিয়ে নিয়েছে কিনা—তা আপনি জানেন ?

রাজা। কি ক'রে জান্‌বো বাবা, ওরা কি জানিয়ে কোন কাজ ক'রে ?

তড়িৎ। বেশ, তাহ'লে তাঁদের তা জিজ্ঞাসা করুন, আমি না হয় এখানে আর একটু অপেক্ষা করি। কিন্তু আমি ভাব্‌চি,—

রাজা। বাবা, এর উপর তুমি ভাব্‌লে আমি যে ধাতছাড়া হই !

তড়িৎ। শুধু কথায় কি আপনি তাদের সত্য বলাতে পার্‌বেন ?

রাজা। শুধু কথা ছাড়া আমার যে আর কোন দাওয়াই জানা নেই বাবা।

তড়িৎ। বুড়ো মানুষ, আপনার কষ্ট দেখ্‌লে কষ্টও হয় ! আচ্ছা, এই শেষ দাওয়াই একবার দিই, নিয়ে যান, দেখুন খাইয়ে—কি হয়।

রাজা। কি ঋকুমারীরে বাবা ! নাক বেড়েছে মেয়েদের, প্রাণ যায় আমার ! এর চেয়ে পাগল হ'য়ে থাকা যে ছিল ভালো।

[রাজার প্রস্থান।

৩য় সভা। (তাড়তের প্রাত) মশায়, চোদ্দপুরুষে এমন রোগ তো কখনো দেখিও নি—শুনিও নি। এ রোগের নাম কি ?

তড়িৎ। নাম জেনে কি হবে ম'শায়।

২য় সভা। তবু শুনেই রাখি।

তড়িৎ। বড় মজার রোগ ! এ সব রোগ সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে জন্মায় ; এ রোগের নাম—মুদ্গরভৈরব-কালান্ত-কুঞ্জর-ঘটঘট্ট-তুর্য্যনাদান্ত প্রসারিকা।

তিনজন। ও বাবাঃ !

৩য় সভা। নাম শুনেই যে বুকের মধ্যে ঘটঘট্ট আরম্ভ হ'লো ?

তড়িৎ। শব্দভেদী ক্রিয়া আরম্ভ হ'য়েছে।

৩য় সভা। বলেন কি? তা হ'লে তো রাজবাড়ীতে যাওয়া আসা—

তড়িৎ। বিপজ্জনক! ও নাকের নিশ্বেস—আমরা চিকিৎসা করি কত সাবধানে, আগে যাতে রোগে না ধরে, তার জন্যে ওষুধ খেয়ে তবে রোগীর কাছে যাই।

২য় সভা। (তৃতীয়ের প্রতি) ভায়া! একটু একটু ওষুধ খেয়ে রাখলে হয়। কি জানি, রাণীর নাকের নিশ্বেস দেশময় তো ছড়িয়ে পড়তে পারে?

৩য় সভা। মন্দ বলনি!

তিনজন। (তড়িতের প্রতি) বৈদ্যরাজ!

তড়িৎ। কি বল?

৩য় সভা। দয়া ক'রে যাতে এ রোগের ছোঁয়াচ না লাগে, তার একটু ওষুধ যদি দেন; ছেলে পিলে নিয়ে ঘর করি।

তড়িৎ। বেশ—বেশ তার আর কি! লোকের উপকার করবার জন্যই তো আমরা আছি। নিয়ে যান্ না এর একটু একটু। বাড়ীতে গিয়ে মধু দিয়ে মেড়ে বাড়ী শুদ্ধ সব একটু একটু খাবেন, (থলির ভিতর থেকে ফল বা'র ক'রে কেটে কেটে একটু একটু সবাইকে দিল) তার পর আর কোন ভয় থাকবে না।

৩য় সভা। বাঁচালেন মশায়—বাঁচালেন; ওঃ আপনারা আছেন তাই এখনো মানুষ ন'ড়ে চ'ড়ে বেড়াচ্ছে!

তড়িৎ। যান্ যান্ দেরী ক'রবেন না—বাড়ী গিয়ে—

৩য় সভা। তা আর ব'ল্‌তে!

২য় সভা। আমি তো এই ছুট্‌লুম!

১ম সভা। এখান থেকেই গালে দেব নাকি?

তড়িৎ। না—না মধু দিয়ে—

৩য় সভা। চল চল, চাক ভাঙ্গিগে—মধু দিয়ে—

[তিনজনের প্রস্থান।

তড়িৎ। এ তিন জনের তো গুষ্টি শুদ্ধ্ কুপকাৎ—বাড়ীর কারুকে আর নাক নিয়ে উঠ্তে হবেনা! থলি চুরি নয়, বাঁশী চুরি নয়, রাজ্যি শুদ্ধ জ্বালিয়ে যাব, হ'য়েছে কি? এখন রাজা ফিরলে হয়?

(মদন, হারীত ও বসন্তের প্রবেশ)

[সকলেরই ছদ্মবেশ]

মদন। কিরে ভাই! কিরে ভাই তড়িৎ! কদ্দুর এগুলো?

তড়িৎ। এই সব মাটী ক'রলে! বল্লুম একটু লুকিয়ে থাক্, আর তর সইলো না? ওরে আহাম্মুকের দল, নাক যথাক্রমে কম্‌ছে আর বাড়ছে, এখনোও কবলাইনি।

হারীত। হ্যাঁরে, সেই এক দুই তিন,—তারাও খেয়েছে?

তড়িৎ। হুঁ—মেয়ে মহলে বোধ হয় কেউ বাকী নেই।

বসন্ত। এক দুই তিনজনেই?—

তড়িৎ। হ্যাঁ—তিনজনেই।

মদন। আমাকে একবার নিয়ে যাবি? দেখি, নাকের ভারে সুন্দরীরা কেমন সব টলমল ক'রছেন!

তড়িৎ। ওঃ সৌন্দর্য্য কলায় কলায় উৎলে উঠেছে।

হারীত। আমাদের যে ভাই, এদিকে গলায় গলায় হ'য়ে উঠ্‌ছে!

তড়িৎ। ওরে পালা—পালা, সময় হ'লেই আমি বাঁশী বাজাব, তখন আসিস্।

মদন। দেখিস্ ভাই! থলি আর বাঁশী পেলে—আমাদের যেন পর করিস্নে।

তড়িৎ। দূর পাগল!

বসন্ত। (জনান্তিকে হারীত ও মদনের প্রতি) বিশ্বাস নেই—

তড়িৎ। যা—যা—শেষটা সবই যাবে কেঁচে তোদের জন্যে?

তিনজনে। দেখিস্—তোর হাতেই সর্ব্বস্ব।

[তিনজনের প্রস্থান।

নেপথ্যে রাজা। বৈদ্যরাজ! বৈদ্যরাজ!

তড়িৎ। আসুন—আসুন—আমি ঠিক আছি।

(রাজার পুনঃ প্রবেশ)

রাজা। বাবা, কি দাওয়াই দিলে? নাক যে, আবার—হু হু ক'রে বেড়ে চ'ল্লো! আগে বাড়ছিলো ধীরে ধীরে—কদমচালে, এ যে একেবারে ছুট্লো লাফাতে লাফাতে—খানাখন্দ ডিঙ্গিয়ে—

তড়িৎ। লাফাচ্ছে? ডিঙ্গুচ্ছে? ব্যাস্—আর দেখ্তে হবেনা।

রাজা। দেখতে হবে না কি বাবা? এতক্ষণ ঘর পেরিয়ে দালানের সীমানা ছাড়ায়নি; ছিল দক্ষিণ মুখো, এবার যেমন ওষুধ খাওয়ান' ওম্নি রাশ নিলে—পূব মুখো।

তড়িৎ। বলেন কি—পূবমুখো? ব'লে যান্—ব'লে যান্—লক্ষণ মিল্ছে—লক্ষণ, মিল্ছে ব'লে যান্—

রাজা। সেই পূবমুখো ছিল জানালা—জানালায় ছিল সারসি আঁটা—নাক ঠেক্লো গিয়ে সারসির গায়—

তড়িৎ। সারসির গায়? ব্যাস্—তা হ'লে তো আর দেখ্তে হবেনা! —তার পর—তার পর?

রাজা। তার পরই সারসির গায়ে—ঠকাঠক্—ঠকাঠক্। কাঁচ গেল ভেঙ্গে—

তড়িৎ। ভাঙ্গলো কাঁচ?—

রাজা। ভাঙ্গবে না বাবা? সে কি যেমন তেমন ঠকাঠক্—সে যে একেবারে হাতুড়ির ঘা, কাঁচ চুরমার—

তড়িৎ। তার পর?

রাজা। তার পরই রক্তারক্তি!

তড়িৎ। তার পর—

রাজা। তার পর আর দাঁড়াতে পাল্লুম না বাবা, বুড়ো মানুষ—রক্ত দেখ্‌লে ভিরমি লাগে—

তড়িৎ। পালালে হবে কেন, আপনি হ'চ্ছেন বাপ, আপনার পালালে চলে?

রাজা। ঝক্‌মারির বাপ্‌রে বাবা, যেমন বিদ্‌ঘুটে মেয়ে—তেমনি তার বিদ্‌ঘুটে রোগ!

তড়িৎ। এইবার যান্,—এইবার যদি সত্যি না বলে, তা হ'লে জানবেন, এ রোগ সারান চিকিৎসা শাস্ত্রের বাইরে।

রাজা। বাবা, বুড়ো মানুষকে কেন আর ভোগাচ্চ? রোগী তো সত্যি কথা ব'লতে চায় না; তুমি বৈদ্যরাজ, তুমি একটা সত্যি বল দেখি!

তড়িৎ। আজ্ঞে বলুন; আমরা চিকিৎসক—আমরা সত্যের দাস।

রাজা। জীবনের সব সত্য মানুষ নিজের কাছে ব'ল্‌তে পারে না, ভগবানের কাছে ব'ল্‌তে পারে না—বদ্যির কাছে কি ব'ল্‌তে পারে?

তড়িৎ। আজ্ঞে—

রাজা। না, শুধু আজ্ঞে ব'ল্‌লে চ'ল্‌বে না, আমার কথার উত্তর দিতে

হবে। শুনেছিলুম—আমার মেয়ে একটা থলি আর একটা বাঁশী এনে দেশ শুদ্ধ লোককে চম্‌কে দিয়েছে। তোমার এই সত্য বলার সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ আছে কি না?

তড়িৎ। মহারাজ, আপনি বিচক্ষণ, দূরদর্শী, আপনার কাছে আমি সত্য গোপন কর্‌বো না, আপনি ঠিকই অনুমান ক'রেছেন। সে থলি আর বাঁশী আমারই দুই বন্ধুর। রাণী প্রতারণা ক'রে সে দু'টী—

রাজা। থাক্—বুঝতে পেরেছি, আর বল্‌তে হবে না; আর এও বুঝ্‌তে পেরেছি—আমার প্রাসাদে এসেছিল যে চার জন বিদেশী অতিথি—তাদের মধ্যে তুমিও একজন—আজ ছদ্মবেশে আমার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে—

তড়িৎ। মহারাজ, আমি কিন্তু চিকিৎসক।

রাজা। তা অস্বীকার করি না। বাবা, এতক্ষণ এই সোজা কথাটা ব'ল্লেই পারতে? দেখি এইবার তোমার থলি আর বাঁশী ফিরিয়ে পাই কি না।

[রাজার পুনঃ প্রস্থান।

তড়িৎ। আচ্ছা ঠকিয়েছে! রাজ-বুদ্ধি কি না, ঠিক ধ'রে ফেলেছে! (নেপথ্যের দিকে চেয়ে) ঐ যে—সেই রাজবাড়ীর সহচরীটা আর তার সঙ্গে কে আস্‌ছে না?—কাজ নেই দেখা দিয়ে—একটু গা—ঢাকা হ'য়ে থাকি।

[প্রস্থান।

(হাসিন ও স্ত্রীবেশে টঙ্কুর প্রবেশ)

হাসিন। এখন আর তোকে কেউ চিন্‌তে পার্‌বে না; আমার এই পোষাকটা প'রে পালা; খবরদার—এ পোষাক এখানে খুলিস্‌নি,

আর এ দেশেও যেন থাকিস নি। রাণীর রোগ সার্‌লেই খোঁজ প'ড়বে তোর; তুইই ফল এনেছিলি, তাই খেয়েই এই বিভ্রাট!

টঙ্কু। আমি কি জেনে এনেছিলুম! সাধু সন্নিসি—কত যত্ন ক'রে দিলে, তার মনে যে এই ছিল—তা জান্‌বো কি ক'রে?

হাসিন। সে কথা কেউ শুন্‌বে না, মাঝ থেকে প্রাণ যাবে তোর। এখন তো তুই পালিয়ে বাঁচ্।

টঙ্কু। হ্যাঁরে হাসিন! শেষ তোর কথাই ফল্‌লো; তোকে ভাবতে ভাবতে শেষ মেয়ে মানুষই হ'য়ে গেলুম? তা হ'লে এবার তুই ভালবাসবি?

হাসিন। বাসবো!

টঙ্কু। এঁ্যা—বাসবি?

হাসিন। বাসবো!

টঙ্কু। বাসবি?

হাসিন। বাসবো!

টঙ্কু। ব্যস, তিন সত্যি ক'র্‌লি—তা হ'লে আর আমায় পায় কে? আর আমি পালাব না। তুই ভালবেসেছিস, এখন যদি আমি মরি—আমার এতটুকু দুঃখু থাকবে না।

হাসিন। বলিস কি রে?

টঙ্কু। হ্যাঁ! তা হ'লে আর পালাবো কেন? আমি টঙ্কুলাল, টঙ্কুলালই থাকবো! এ মেয়ে পোষাকও আমি আর তবে পরবো না, এ দেশ ছেড়েও যাব না।

হাসিন। আরে, কি মুস্কিলে ফেল্‌লি—পালাবি না কি বল্? জানিস তো রাণীকে—সে সেরে উঠ্‌লে তোকে আস্ত রাখবে না।

টঙ্কু। তুই যদি ভালই বাস্‌লি, তখন তোকে এখানে রেখে আমি পালাব কোন্ সুখে? তোকে ছেড়ে বেঁচে থেকে আমার লাভ?

হাসিন। ওঃ—একেবারে বীর পুরুষ হ'য়ে গেলি যে!

টঙ্কু। যাব না! এত্‌দিন পরে তুই বল্‌লি—ভালবাসি! আর কি আমি মর্‌তে ভয় করি?

হাসিন। তা হ'লে তুই জন্ম জন্ম মর্, আর আমি তোকে জন্ম জন্ম ভালবাসি।

নেপথ্যে রাজা। বৈদ্যরাজ—বৈদ্যরাজ—

টঙ্কু। এ হে হে—মহারাজ যে আস্‌ছেন, তাঁর সাম্‌নে—আমি তো পালাই—

হাসিন। পালাবি কি?—যখন মরণেরই ভয় নেই—তখন লজ্জা? দাঁড়া এখানে—(হাত ধরিল)

(রাজার পুনরায় প্রবেশ)

রাজা। বৈদ্যরাজ—বৈদ্যরাজ! এ কি, তাকে তো দেখ্‌ছি না! এ কে? হাসিন!—আর পাশে কে?

টঙ্কু। মহারাজ, আমি টঙ্কুলাল—

রাজা। টঙ্কু! তোমার এই বেশ!

টঙ্কু। মহারাজ! এই রাজপুরীতে—চাকর-বাকরদের মধ্যে আমিই একা পুরুষ ছিলাম, আমার পরিবর্ত্ত হয় নি—আজ হঠাৎ সেটা হ'য়ে গেল।

রাজা। বটে—বটে! তুমিই না ফল এনে দিয়ে ছিলে—মেয়েদের?—সেই খেয়েই—

টঙ্কু। মহারাজ, সে কথা আমি অস্বীকার কচ্চি না ; আমিই না জেনে সেই আজগুবি ফল এনে দিই।

রাজা। বটে! বুঝেছি, এই বেশে পালাবে মনে ক'রেছিলে ? আগে মেয়েরা সারুক, তার পর তোমার শাস্তি। এখানে যে বৈদ্যরাজ ছিল, সে গেল কোথা জান ?

টঙ্কু। আজ্ঞে না।

রাজা। হাসিন, তুই জানিস ?

হাসিন। আজ্ঞে না।

রাজা। কি বিপদেই প'ড়লুম, সে আবার পালাল কোথা ?

(তড়িতের পুনঃ প্রবেশ)

তড়িৎ। পালাই নি মহারাজ! আমি পথে একটু পায়চারি ক'চ্ছিলুম।

রাজা। বেশ ক'চ্ছিলে, পায়চারি কেন, শেষ খোঁচটা মেরে একেবারে উধাও হও, তাতেও আমার আপত্তি নেই বাবা! শোনো,—মেয়ে আমার রাজী হ'য়েছে। সে তোমাদের-থলি, বাঁশী ফিরিয়ে দেবে ; কিন্তু একটা কথা,—

তড়িৎ। কি বলুন ?

রাজা। ফিরিয়ে দেবার পরও যদি তার নাক ভাল না হয় ?

তড়িৎ। বলেন কি মহারাজ! না ভাল হয়, আমার এই কাঁচা মাথা জামিন রইলো। যদি না সারে—এটাকে উড়িয়ে দেবেন।

(তিনজন সভাসদের প্রবেশ)

সকলে। বৈদ্যরাজ—বৈদ্যরাজ—

রাজা। এরা আবার কারা ?

সভাসদ তিনজন। কি খাইয়ে দিলে বাবা! ভদ্রলোকের এই কাজ?

রাজা। ব্যাপার কি হে? তোমাদের আবার রোগে ধ'রলো কি ক'রে?

তড়িৎ। বাধিয়েছে গোল! এই দেখ—বুঝি দেশ শুদ্ধ হল্লা বাধায়?

৩য় সভা। মহারাজ! কিছুই জানিনে, আস্‌ছিলুম রাজবাড়ীতে মহারাণীর খবর নিতে, এসেই এঁর সঙ্গে দেখা, ব'ল্লেন—কি ঘটঘট্ট ব্যারাম এসেছে—

২য় সভা। রাণীর নাকের হাওয়ায় দেশ শুদ্ধ লোকের নাক বাড়্‌বে,—

১ম সভা। তার পরই এই বিভ্রাট!

৩য় সভা। যাতে না বাড়ে, ইনি দিলেন তাঁর ওষুধ, তাই না বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে এক টুক্‌রো এক টুক্‌রো দিলেম যেমন খেতে—

২য় সভা। ছেলেমেয়ে গোনাগুষ্টি যেখানে যে ছিল,—

৩য় সভা। সকলেরই এই আমাদের মত—

১ম সভা। মধু দিয়ে মাড়্‌তে তর নেই, মুখে দেওয়া—

৩য় সভা। আর সঙ্গে সঙ্গে—এই দেখ্‌তেই পাচ্ছেন। বাড়ীতে এখন লেগে গেছে নাকে নাকে লড়াই—

রাজা। টঙ্কু, বুঝ্‌তে পাচ্চ—শাস্তির পরিমাণ? তুমিই এই গোল বাধাবার গুরু।

টঙ্কু। মহারাজ, দেখে শুনে আমার বাক্যি হ'রে গেছে, আমার আর বল্‌বার কিছু নেই।

তড়িৎ। আপনারা ব্যস্ত হবেন না—ভয় পাবেন না। যে ওষুধ প্রথমে রোগ বাড়ায়—তাতেই কমায়। (রাজার প্রতি) মহারাজ—

রাজা। বুঝেছি। হাসিন, এইবার তুমি যাও, বুড়ো মানুষ, আমি আর পারি নি, তোমাদের রাণীকে গিয়ে বলো, বৈদ্যরাজের শির

জামিন রইলো। থলি আর বাঁশী যেন ফিরিয়ে দেয়, নইলে দেশ মজে !

হাসিন। যে আজ্ঞে মহারাজ! (স্বগত) শেষ চোরের হাত দিয়েই বামাল বেরুলো ! [হাসিনের প্রস্থান।

৩য় সভা। মহারাজ, আমাদের উপায় কি হবে ?

রাজা। কোন চিন্তা নেই, দাওয়াই আস্‌ছে।

তড়িৎ। কোন চিন্তা নেই, দাওয়াই রাণীর কাছে।

[হাসিনের পুনঃ প্রবেশ। থলি ও বাঁশী রাজাকে দিলে]

রাজা। এই যে হাসিন এসেছ। বৈদ্যরাজ, এইবার তোমার কথা রাখো।

[থলি ও বাঁশী প্রদান]

তড়িৎ। এইবার আমায় নিয়ে চলুন, এইবার ব্যারামও ভাল হবে।

(জিনির প্রবেশ)

সকলে। ওরে বাবা—এ আবার কে ?

রাজা। এ মূর্ত্তি আবার কোন দেশের !

জিনি। (তড়িতের প্রতি) অপেক্ষা কর। দেখি—থলি আর বাঁশী।

তড়িৎ। মহারাজ, ইনি জিনিরাজ, এই থলি ও বাঁশীর মালিক ইনি।

[থলি ও বাঁশী জিনিকে দিল]

জিনি। মহারাজ, এই থলি আর বাঁশী সকলের জন্য নয়। দেশ ভেদে —অধিকার ভেদে এর ব্যবহার। অনধিকারীর হাতে প'ড়্‌লে তার কি পরিণাম, তা প্রত্যক্ষ ক'র্‌লেন। এ দ্রব্য আমার কাছেই থাক্।

রাজা। তারপর আমার মেয়েদের নাক ?—এই সুভাসদ—এদের বাড়ীর গোনাগুষ্টি—তাদের উপায় ?—

জিনি। মহারাজ, আপনার কন্যাদের কাছে নিয়ে চলুন, আমি তাঁদের রোগমুক্ত ক'র্‌বো, সঙ্গে সঙ্গে সকলেরই ব্যারাম সারবে। কিন্তু—

রাজা। এখনো কিন্তু! (তাড়িতের প্রতি) বৈদ্যরাজ!—

তড়িৎ। মহারাজ, এখন আমার আর বল্‌বার কিছু নেই, ইচ্ছা হয়—আমার মাথা নিন। শুধু এ দ্রব্য নয়—এর বিদ্যারও মালিক ইনি, আমরা জাল।

রাজা। (জিনির প্রতি) তাহ'লে জিনিরাজ, আপনার 'কিন্তু'র অর্থ ?

জিনি। আপনার কন্যা সত্য গোপন ক'রেছিলেন, বাধ্য হ'য়ে সত্য ব'লেছেন—মন্দের ভালো; কিন্তু তাতেও এ ব্যারাম সারবে না; সঙ্গে সঙ্গে এ সত্যও তাঁকে স্বীকার ক'র্‌তে হবে যে,—পুরুষ—পুরুষ, নারী—নারী!

রাজা। তার বাবাকেও ক'র্‌তে হবে, নইলে যখন ব্যারাম সার্‌বে না।

৩য় সভা। (অপর দু'জনের প্রতি) ভায়া, আমাদের বাড়ীর মধ্যেও এ কথা স্বীকার করাতে হবে, নইলে—

২য় সভা। তাদের রোগও সারবে না।

জিনি। চারটী সুপাত্র আছে, এরাও ভাগ্যান্বেষী, আপনার কন্যারাও বিবাহযোগ্যা। এইবার তাঁদের বুঝিয়ে দিন—নারীর ধর্ম্ম বিদ্রোহের সৃষ্টিতে নয়, তার একমাত্র ধর্ম্ম নিজের অধিকারে থেকে সৃষ্টি রক্ষায়। নারী যদি পুরুষের অধিকার কেড়ে নিতে চায় তাহ'লে আর সৃষ্টি থাকে না।

টঙ্কু। ঠিক কথা! সৃষ্টি তো থাকেই না! পাহাড়ের ওপর হিংসে

ক'রে সব ক্ষেত-ই যদি বলে আমরা হিমালয় হব, তাহ'লে গরুই বা চরে কোথায় আর মানুষই বা বাঁচে কি খেয়ে ?

রাজা। ঠিক্! ঠিক্! মেয়েদের বাবাকে বোঝাতে হবে! বুঝেছি—আসুন—আসুন ওঃ—কি উপকারই ক'র্লেন, আমাকে পাগল ক'রে ছেড়ে দিয়েছিল! মেয়েরা তো মেয়েদের মতন হ'লেই বাঁচ! আসুন—আসুন—

সভাসদগণ। মহারাজ, আমরা—

রাজা। তোমরা?—তোমরা সকলেই আমার অতিথি, তোমরাও এসো।

৩য় সভা। এই নাক নিয়েই?

রাজা। আর ভয় কি? যখন রোজা সঙ্গেই রইলেন।

টঙ্কু। মহারাজ, আমার শাস্তি?

রাজা। ভয় নেই, তোমার শাস্তি—এই—এই হাসিন! ওঃ—কি ফলই এনে দিয়েছিলে টঙ্কু! প্রায়শ্চিত্ত তোমা থেকেই সুরু হোক।

হাসিন। (জনান্তিকে টঙ্কুর প্রতি) আমার দায়! (প্রস্থানোদ্যতা)

রাজা। উঁহু—পালালে চ'ল্বে না; তোমার নাক বাড়ে নি ব'লে রেহাই পাবে না, ধরো—টঙ্কুর হাত!

টঙ্কু। যখন মহারাজের হুকুম!

[হাসিন টঙ্কুর হাত ধ'র্লে]

তড়িৎ। আমার আর তিন বন্ধু—

জিন্নি। এখনো বন্ধুদের মনে আছে? বেশ বেশ—(রাজার প্রতি) মহারাজ!

রাজা। কোন আপত্তি নেই, কোথায় তারা?—

জিন্নি। দেখ্বেন আসুন—এইবার মানিয়েছে কি না?—

[হঠাৎ একটি অস্বাভাবিক শব্দ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গমঞ্চ ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হ'ল। পরে দেখা গেল—দৃশ্যান্তর]

উজ্জ্বল দৃশ্য

(রাণী ও মদনের প্রবেশ)

গান

রাণী। কেটেছে আঁধার !
ঠেকে ঠ'কে শিখেছি এবার—
ভুল ভেঙ্গেছে আমার !

মদন। আমারও সাধ মিটেছে, প্রাণ পূরেছে—
পেয়েছি মণির মালা—গলার হার !

(২য়া রাজকন্যা ও হারীতের প্রবেশ)

২য়া কন্যা। পুরুষ হওয়ার ঘুচেছে বালাই,
হারীত। তাই পেয়েছি তোমায়

(৩য়া ও ৪র্থা রাজকন্যা এবং তড়িৎ ও বসন্তের প্রবেশ)

৩য়া ও ৪র্থা কন্যা। আমরাও বাদ পড়িনি,
তড়িৎ ও বসন্ত। আমরাও পাশ ছাড়িনি,
সকলে। মনের মতন পেয়েছি রতন
চায় যে যেমন—তেমনটি তার !

(হাসিন ও টঙ্কুর প্রবেশ)

হাসিন। নারী—বাণীর বীণার তার,
সদাই মিঠেন সুরে বাঁধা,—